সৃজনশীল গাইবান্ধা
Artistic Gaibandha

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা
District Administration, Gaibandha

a2i Prime Minister's Office BANGLADESH

সৃজনশীল গাইবান্ধা
Artistic Gaibandha

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা
District Administration, Gaibandha

a2i Prime Minister's Office BANGLADESH

সৃজনশীল গাইবান্ধা

দিক নির্দেশনায়
একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

রচনায় ও প্রকাশনায়
জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা

কৃতজ্ঞতায়
এ্যাডঃ মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি, ডেপুটি স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
মাহাবুব আরা বেগম গিনি, এমপি, হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ডা. মোঃ ইউনুস আলী সরকার, এমপি
মোঃ আবুল কালাম আজাদ, এমপি
শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এমপি

পৃষ্ঠপোষকতায়
গৌতম চন্দ্র পাল
জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা

সম্পাদক
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)

সম্পাদনা সহযোগী
মোঃ রকিবুল হাসান, সহকারী কমিশনার
এম.এম. আশিক রেজা, সহকারী কমিশনার
বীর আমির হামজা, সহকারী কমিশনার
মুহাম্মাদ ইনামুল হাছান, সহকারী কমিশনার

রচনা ও তথ্য উপাত্ত
জনাব জহুরুল কাইয়ুম
জনাব আবু জাফর সাবু
জনাব গৌতম চন্দ্র মোদক

প্রকাশকাল
আষাঢ় ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

ফটোগ্রাফি
কুদ্দুস আলম
ফটোনেট, গাইবান্ধা
মোঃ আশরাফুজ্জামান নাহিদ
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা

কভার ডিজাইন
মোঃ সামসুল আলম

ডিজাইন ও মুদ্রণ
কর্ডোভা, ঢাকা
০১৮১৫২৫৫৭৭৫

কপিরাইট
জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা

সর্বস্বত্ত সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া এ পুস্তকের কোন অংশ কোনভাবে পুনর্মুদ্রণ করা যাবেনা।

Artistic Gaibandha

Directed by
Access to information (a2i) programme
Prime Minister's Office

Overall supervision
Cabinet Division

Writer & Publisher
District Administration, Gaibandha

Gratefulness to
Adv. Md. Fazle Rabbi Miah, MP, Deputy Speaker, Bangladesh National Parliament
Mahabub Ara Begum Gini, MP, Whip, Bangladesh National Parliament
Dr. Md. Eunus Ali Sarkar, MP
Md. Abul Kalam Azad, MP
Shameem Haider Patwary, MP

Patronized by
Gautam Chandra Pal
Deputy Commissioner, Gaibandha

Editor
Mohammad Mizanur Rahaman
Additional Deputy Commissioner (General)

Associate Editor
Md. Rakibul Hasan, Assistant Commissioner
M.M. Ashik Reza, Assistant Commissioner
Beer Amir Hamza, Assistant Commissioner
Muhammad Enamul Hasan, Assistant Commissioner

Composition and information
Mr. Zahurul Quayyum
Mr. Abu Jafar Sabu
Mr. Gautam Chandra Modok

Date of publication
Ashar1425
July 2018

Photography
Kuddus Alam
PhotoNet, Gaibandha
Md. Ashrafuzzaman Nahid
Office of the Deputy Commissioner, Gaibandha

Cover design
Shamsul alam

Design & Printing
Cordova, Dhaka
+8801815255775

Copyright
District Administration, Gaibandha

All rights reserved. Without any prior written permission of the Publisher, no parts in this book can be reprinted in any way.

সৃজনশীল গাইবান্ধা
Artistic Gaibandha

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এই পথ-পরিক্রমায় বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং দেশের প্রতিটি জেলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ। আর এই লক্ষ্যেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা-ব্র্যান্ডিং কৌশল জারি করেছে। জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হলো ব্র্যান্ড-বুক।

জেলা-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে ব্র্যান্ড-বুকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়নে এই 'ব্র্যান্ড-বুক' কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জেলা ব্র্যান্ড-বুক প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)

Mohammad Shafiul Alam
Cabinet Secretary
Government of the People's
Republic of Bangladesh

MESSAGE

Bangladesh is pacing firmly on the highway towards development with a vision to realize Sonar Bangla, the dream of our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman under the charismatic leadership of Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister of Bangladesh. The country is determined to become a middle income nation by 2021 and a prosperous and developed nation by 2041 in the course of realization of the vision.

Integrated efforts and initiatives along with appropriate flourishment of the economic prospects of each district are crucial for achieving the vision. In this context district branding is being implemented under the coordination of Cabinet Division with the support of the a2i program of Prime Minister's Office. The Cabinet Division has already issued a strategy for proper planning and implementation of district-branding.

One of the most important aspects of district-branding is the brand-book. It is an important and effective tool for showcasing district-branding at home and abroad. I am absolutely delighted to know that Office of the Deputy Commissioner, Gaibandha is going to publish a brand-book with the support of a2i program. I believe this brand-book will play a pivotal role in depicting district-branding initiatives and implementation trajectory. I would like to thank all officials concerned with the preparation of the book.

(Mohammad Shafiul Alam)

মোঃ নজিবুর রহমান
মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের মূল অভিলক্ষ্য। জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা বিকাশের বহুবিধ ক্ষেত্র রয়েছে যেমন: পর্যটন, পণ্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য বা কোনো জনমুখী উদ্যোগ। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায় ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পর্যটনের সঙ্গে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনার বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ একযোগে কাজ করতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ও সবধরণের সহায়তা দিতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় বাংলাদেশের সকল জেলা ইতোমধ্যে তাদের ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয় নির্ধারণ, লোগো তৈরি এবং ত্রিবার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। জেলা-ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে জেলাসমূহ যে বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে একটি হলো ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশনা। ব্র্যান্ড-বুকের পরবর্তী সংস্করণসমূহের জন্য এটি যেমন ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে তেমনি জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবেও স্বীকৃত হবে।

একটি তথ্য সমৃদ্ধ ও নান্দনিক ব্র্যান্ড-বুক তৈরির জন্য আমি জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা, এটুআই এবং উক্ত প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং কাজের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(মোঃ নজিবুর রহমান)

Md. Nojibur Rahman
Principal Secretary
Prime Minister's Office
Government of the People's
Republic of Bangladesh

MESSAGE

The mission of district branding is to achieve socio economic development through promoting the uniqueness and the potentials of each district. The districts have diverse potentials such as tourist sites, commercial products, famous foods, history and tradition as well as peoples' welfare-centric initiatives. District branding plays an important role in safeguarding and fostering history, tradition and culture of the districts, developing tourism industry, implementing '**one district one product**' programme and identifying and preserving the geographical indications (GIs). One of the main objectives of district branding is to provide support in realizing the vision of the present government to become a middle income country by 2021 and a prosperous and developed nation by 2041.

District-branding is closely linked with tourism. This initiative can play an important role in unleashing the potentials of tourism in Bangladesh. In this regard, all government and non-government organizations, including Cabinet Division, Ministry of Public Administration, Ministry of Civil Aviation and Tourism, Ministry of Cultural Affairs, Bangladesh Parjatan Corporation, Bangladesh Tourism Board can work together. The Prime Minister's Office can also provide all-out support.

All the districts have already selected their branding areas, developed logos and three-year work plan with the support of the a2i program of the Prime Minister's Office. One of the important initiatives of the district to promote district branding at home and abroad is the publication of Brand Book. This document will be a foundation for the future editions and at the same time will also be treated as a landmark publication in the history of district-branding.

I congratulate District Administration, Ghaibandha, a2i and all concerned for publishing such an impressive and informative Brand Book and wish the district branding initiative all the success.

(Md. Nojibur Rahman)

কবির বিন আনোয়ার
মহাপরিচালক (প্রশাসন)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বাণী

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা এক একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। কোন জেলায় রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পসরা সাজানো, কোথাও বা লোকজ ঐতিহ্য কিংবা শিল্প সাহিত্যে সমৃদ্ধ। আবার কোন জেলা কৃষিজ পণ্যের জন্যে বিখ্যাত, কোথাও বা মজাদার কোন খাবারের জন্য সুনাম কুড়ানো। দেশের প্রতিটি জেলার এ সকল বৈশিষ্ট্যকে শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয় বহি:র্বিশ্বের কাছে তুলে ধরে আমাদের ঐতিহ্য-সমৃদ্ধি আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিশ্ববাসীকে জানানোর মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগ কে আকৃষ্ট করার জন্য 'জেলা ব্র্যান্ডিং' অনন্য ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একটি উদ্যোগ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' তথা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। এই রূপকল্পসমূহ অর্জনে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিতে এবং সফল করতে প্রতিটি জেলার জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের সার্বিক কার্যক্রমকে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপনের একটি অনন্য প্রয়াস হচ্ছে ব্র্যান্ড-বুক। এই ব্র্যান্ড বুক জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীতে যাঁরা ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন তাঁদের জন্য জ্ঞানভান্ডার হিসেবে কাজ করবে। সে লক্ষ্যেই জেলা কমিটিকে এই বই প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও বিষয়সমূহ উপস্থাপনের ফলে এই বইটির ব্যবহারের পরিধি নিশ্চিতভাবে বেড়েছে।

আমি আশা করব ভবিষ্যতে এই জেলা ব্র্যান্ডিং বই এর নতুন নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হবে এবং ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে তুলে ধরতে তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা, এটুআই এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট থেকে যাঁরা এই প্রকাশনাটি সম্পন্ন করেছেন আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(কবির বিন আনোয়ার)

Kabir Bin Anwar
Director General (Admin)
Prime Minister's Office

MESSAGE

Each and every districts of Bangladesh possess some unique features and potentialities. Some part of this land have elegant natural beauty while the other parts have historical archetypes and antiques. Also most parts of this land have abundancy of agri products with lot of fruits and crops. The folk arts and cultural heritages of this country have significant history and practice as well. All the unique features and characteristics of the very part of the country need to be flourished not only inside the country but also to the rest of the world to let everyone know about the Beautiful Bangladesh and to attract Foreign Direct Investment. In this perspective district branding is a unique approach.

Bangladesh has been pacing forward with significant progress in economic and social indicators led by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, to build 'Sonar Bangla' the dream of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The present government is committed to build 'Digital Bangladesh' by 2021 and a happy and prosperous country by 2041. To realize these visions, the government has taken up massive programs. As part of these programs to accelerate the momentum of development, the initiative of 'District Branding' has been undertaken by the a2i program of the Prime Minister's Office.

Brand-Book is a unique effort to impressively demonstrate the overall activities of district branding. This book will serve as a knowledge base for planning and implementing district-branding and for those who will be associated with this initiative later. For this reason, the district committee has been requested to publish this document. Bilingual feature of this book has certainly added extra advantage regarding its use. I expect, new editions of this book will be published in future and will play a crucial role in showcasing district branding at home and abroad.

My heartfelt thanks go to District Administration, Gaibandha, a2i and all who contributed to this significant publication.

(Kabir Bin Anwar)

কাজী হাসান আহমেদ
বিভাগীয় কমিশনার
রংপুর

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এখন অমিত সম্ভাবনার দেশ। এ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এদেশের ভৌগোলিক অবস্থা, আবহাওয়া ও জলবায়ু মানুষের জীবন যাত্রায় দু-হাত ভরিয়ে দেয়। বাংলাদেশের জাতিগত-ধর্মীয় সাংস্কৃতি বৈচিত্র অন্য যেকোনো দেশে বিরল। বাংলাদেশের এ বৈশিষ্টগুলো উক্ত সম্ভাবনাকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হতে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বে উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত হওয়ার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রুপকল্প প্রণয়ন করেছে। উন্নয়নের এ যাত্রাকে আরো ত্বরান্বিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গাইবান্ধা রংপুর বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। অন্যান্য জেলার ন্যায় গাইবান্ধা জেলাও জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গাইবান্ধা জেলার ব্র্যান্ডিং পণ্যসমূহ জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি রুপকল্প ২০২১ ও রুপকল্প ২০৪১ অর্জনে ভূমিকা রাখবে। উক্ত জেলার ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করতে ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশিত হওয়ায় আমি আনন্দিত।

গাইবান্ধা জেলা ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশনার কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(কাজী হাসান আহমেদ)

Kazi Hasan Ahmed
Divisional Commissioner
Rangpur

MESSAGE

Bangladesh is forwarded on the way to ÔSonar Bangla' the dream of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, led by his worthy daughter Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Today Bangladesh is a country of immeasurable probability. The tradition and history of our country is very flourishing. Geographical location, weather and climate provide much in livelihood for the people of this country. Diversities in teams race, religion, language, and culture are rare in any other countries throughout the world. These feature of Bangladesh made that probability fulgent. The Government of Bangladesh has compiled vision to arrive at the middle-income country by 2021 and intending to be introduced as a developed country across the world by 2041. District-branding initiatives has been undertaken to speed up these development activities in coordination with Cabinet Division and with the cooperation of a2i project of the Prime Minister Office.

Gaibandha is a district of Rangpur division. Like other districts, Gaibandha also undertook the district-branding initiative. Once, Gaibandha was also known as a Monga and flood affected area like other district of North-Bengal. I am very much delighted to noticed that maize played a pioneer role in sweeping out Monga from everyday live of the people, I strongly believe that maize will keep a remarkable role achieving vision-2021 and vision-2041 side by side playing role in the betterment of socio-economic condition of the people of Gaibandha. Gaibandha District administration has published branding-book aiming to introduce branding activities to home and abroad.

I would like to convey cordial thanks to all who worked for publication of this branding-book.

(Kazi Hasan Ahmed)

গৌতম চন্দ্র পাল
জেলা প্রশাসক

মুখবন্ধ

তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা বিধৌত পলিমাটি দিয়ে গড়ে ওঠা উত্তরাঞ্চলের এক সম্ভাবনাময় জেলা গাইবান্ধা। রংপুর জেলা কালেক্টর ই.জি ব্লেজিয়ার প্রণীত ১৮৭৩ সনের রিপোর্ট অনুযায়ী ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে পাতিলাদহ পরগনার ভবানীগঞ্জ মৌজায় ভবানীগঞ্জ থানা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ১৮২১ সালে মহকুমায় পরিণত হয়। ব্যাপক নদী ভাঙ্গণের ফলে ১৮৭৪ সালে উক্ত মহকুমা শহর গাইবান্ধা নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

মহাভারতের রাজা বিরাটের কিংবদন্তী গাইবান্ধা নামকরণের সাথে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচ হাজার বছর আগে মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের রাজধানী ছিল গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানা এলাকায়। রাজা বিরাটের গোধনের কোন তুলনা ছিল না। তার গাভীর সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। ডাকাতদের কবল হতে গাভী লুণ্ঠন প্রতিরোধ করার জন্য বিরাট রাজা বিশাল পতিত প্রান্তরে গোশালা প্রতিষ্ঠা করেন। নদীতীরবর্তী ঘেষো জমিতে স্থাপিত গোশালায় গাভীগুলোকে বেঁধে রাখা হতো। গাভী বেঁধে রাখার কিংবদন্তী হতে গাইবাঁধা, যা পরবর্তীতে কথ্যরীতিতে গাইবান্ধা নামে পরিচিতি লাভ করে।

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে গাইবান্ধার ভূমিকা ঐতিহাসিক ও গৌরবময়। ২৩ মার্চ ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে গাইবান্ধায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২৪ মার্চ গঠিত হয় মহকুমা সংগ্রাম কমিটি। মুক্তিসংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে শহরের বিভিন্নস্থানে চলতে থাকে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা সক্রিয় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। গাইবান্ধা সদর উপজেলাধীন মোল্লারচর নামটি মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এটি ছিল মুক্তাঞ্চলের সবচেয়ে নিরাপদ হাইড আউট। বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া আসার অন্যতম ট্রানজিট প্লেস ছিল এই মোল্লারচর। মানসনদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন গাইবান্ধা মহকুমাধীন ব্রহ্মপুত্রের পূর্বপাড়ের মুক্তাঞ্চলে অবস্থিত কালাসোনার দ্বীপাঞ্চল উত্তরাঞ্চলে যুদ্ধকৌশলের একটি অন্যতম ঘাঁটি। ১১নং সেক্টরের গেরিলা কোম্পানীর মুক্তিযোদ্ধাগণ এ স্থান হতে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর উপর আক্রমন রচনা করেন। জেলার ২৪টি স্থানে দুঃসাহসিক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ৯ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাগণ বিজয়ীর বেশে তৎকালীন এসডিও মাঠে (বর্তমানে স্বাধীনতা প্রাঙ্গণ) প্রবেশ করেন। সেখানে তাঁদেরকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

জেলার অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব রাজনীতিতে অসামান্য অবদান রেখেছেন। খাঁন বাহাদুর আব্দুল মজিদ, হামিদ উদ্দিন খাঁ, আবু হোসেন সরকার, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, শাহ আব্দুল হামিদ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বিখ্যাত নাট্যকার তুলশী লাহিড়ীর জন্মস্থান সাদুল্লাপুর উপজেলায়। জনপ্রিয় "কাজী পেয়ারার" উদ্ভাবক কাজী মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা গাইবান্ধার কৃতি সন্তান।

অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গাইবান্ধার রসমঞ্জুরীর খ্যাতি দেশ জুড়ে। ১৯৪০ সালে রমেশ চন্দ্র ঘোষ জেলার সার্কুলার রোডের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সুস্বাদু এ খাদ্য পণ্যের প্রথম প্রচলন করেন। তিস্তা, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা নদী বিধৌত জেলার বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল এক অপরুপ শস্য ভান্ডার। চরের ভুট্টা ও মরিচ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। ক্রমেই প্রসার ঘটছে এ দুটি কৃষি পণ্যের। ঐতিহ্যবাহী ও সম্ভাবনাময় রসমঞ্জুরী, ভুট্টা ও মরিচকে আমরা জেলা ব্র্যান্ডিং এর বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছি। অমিত সম্ভাবনাময় এই তিনটি পণ্যের প্রসার ঘটিয়ে আমরা প্রিয় জেলা গাইবান্ধাকে ব্র্যান্ডিং করতে চাই দেশজুড়ে, বহির্বিশ্বে।

জেলা ব্র্যান্ডিং বুক এ জেলার একটি প্রামাণ্য দর্পণ। পুস্তকটি প্রণয়নে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। স্বল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকটি প্রণয়ন করায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, ভুল সংশোধনের পরামর্শ পেলে বাধিত হবো।

আমাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হোক সুশাসনে গড়ি সোনার বাংলাদেশ-এক স্বপ্নময় বাস্তবতা।

(গৌতম চন্দ্র পাল)

Gautam Chandra Pal
Deputy Commissioner

PREFACE

Gaibandha, grown up with silted soil of the Tista, Brahmaputra and Jamuna, is a potential district of northern region. According to the report of Rangpur district collector E, G Blazeyar of 1873, the Bhabaniganj thana was established in Bhabaniganj Mouza of Patiladoha Pargana on the bank of the Brahmaputra, which became sub-division in 1821. In 1874 due to extensive river erosion the sub-divisional city was shifted to Gaibandha.

Legend Raja Birat of the Mahabharata is especially important for its naming of Gaibandha.Five thousand years ago, the capital city of Raja Birat of MatsyaDesh was in Gobindaganj thana area of Gaibandha. There was no comparison of King Birat's livestock.

The number of his cows was sixty thousand. In order to prevent the robbery of the cow the great king established a gooseal in a huge fallen land. The cows were tied in the gooseal set in the dirt ground adjacent to the river. Gaibandha was the legend of the cow tied, which later became known as Gaibandha.

The role of Gaibandha in our liberation war is historic and glorious. On March 23, 1971, a decision was made to fly the flag of Bangladesh in Gaibandha instead of the Pakistani flag. The sub-divisional committee was formed on 24 March. Armed training continued in various places in the city as preparation for liberation war. At the end of the training the freedom fighters took part in the active liberation war. The name of Mollarchar of Gaibandha Sadar Upazila is very important regarding liberation war. It was the safest hiding out of the freeway. One of the transit places to come to India from Bangladesh was the Mollercher. Kalasona Island, located in the muktanchol of the eastern bank of the Brahmaputra of Gaibandha subdivision, isolated by Manas river was one of the key bases of warfare in the northern region. The freedom fighters of Guerrilla Company of sector 11 composed an attack on the Pakistani barbaric forces from this place. Daring battle was organized in 24 places of the district. On 9 December the freedom fighters entered the SDO field (currently the SHADHINOTA PRANGON) in the victorious mood. The reception was awarded to them there.

Many famous personalities of the district made outstanding contribution to the politics. Khan Bahadur Abdul Majid, Hamid Uddin Khan, Abu Hossain Sarkar, Siraj Uddin Ahmed, Shah Abdul Hamid, among others are mentionable. Famous playwrighter Tulshi Lahiri's birth place is at Sadullapur upazila. Popular "Kazi guaba's inventor Kazi Mohammad Badruddoza is a pride of Gaibandha.

Rosomonjuri of gaibandha of its unique feature is famous countrywide . In 1940, Ramesh Chandra Ghosh started first production this of tasty food item at circular road. Silted vast char land of Tista, Dharla, Brahmaputra, Jamuna river is a beautiful granary .Maize and chili of char have distinctive properties, distinctive characteristics.This two agricultural products are being expanded gradually.

We selected traditional and promising Rosmunjuri, Maize and Chilies as the subject of our district branding. By spreading the huge potential of this three-styled product, we want to brand our favorite district Gaibandha across the country and abroad.

District Banding Book is a unique mirror of the district. Grateful to those who have contributed in making the book. Due to the formation of the book in short time, there might be some unintentional mistake. We will be grateful to receive any suggestion for rectification.

Let it be repeated in our heart, "Build Golden Bangladesh through good governance- a dream reality".

(Gautam Chandra Pal)

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)

সম্পাদকীয়

'স্বাদে ভরা রসমঞ্জুরীর ঘ্রাণ, চরাঞ্চলের ভূট্টা মরিচ গাইবান্ধার প্রাণ' এ স্লোগানকে সামনে নিয়ে জেলা ব্র্যান্ডবুক রচিত। জনগণের নাগরিক সেবাপ্রদান ও মৌলিক মানবিক অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার যে অঙ্গটি সার্বক্ষণিক অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় কাজ করে তা হলো জনপ্রশাসন। গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন জেলার ২১৭৯ বর্গকিলোমিটার এর মধ্যে ২৫,০২,০৮০ লোকের জন্য সুনিপুণভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রারম্ভিক আলোচনায় বলে নেওয়া দরকার জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস তার শাসনামলে রংপুর জেলা কালেক্টরেটের আওতায় ১৮৭৫ সালে ২৪টি থানা প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দগঞ্জ, সাদুল্লাপুর ছিল ইদ্রাকপুর পরগনায়। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে পাতিলাদহ পরগনায় ছিল অপর থানা ভবানীগঞ্জ। নদীভাঙন মারাত্মক আকার ধারণ করায় ১৮৯৩ সালের শেষ দিকে পাতিলাদহ পরগনার ভবানীগঞ্জ মৌজা থেকে ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে মহাভারতের রাজা বিরাটের কথিত গোশালা ও গোচারণ ভূমি হিসেবে পরিচিত গাইবান্ধা নামক স্থানে মহকুমা সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। যা বর্তমান ঘাঘট নদীর পাড়ের গাইবান্ধা।

জনমানুষের সেবায় জনপ্রশাসন আজ উন্মুক্ত-অবারিত-নিবেদিত। তথ্য প্রযুক্তির সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনীকে কাজে লাগিয়ে দেশের প্রতিটি জেলার মতো গাইবান্ধার সকল সরকারি যন্ত্র সেবারব্রত নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে জনসেবায় উদ্ভাবনীতত্ত্ব। তরুণ মেধাবী কর্মকর্তাগণ তাঁদের নিজ নিজ উদ্ভাবনী চিন্তায় বিভোর। বিভাগীয় পর্যায়ে, জাতীয় পর্যায়ে উপস্থাপিত গাইবান্ধা জনপ্রশাসনের একাধিক উদ্ভাবনী উদ্যোগ ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে, পুরস্কৃত হয়েছে। জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়েও জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাগণ সেবা প্রদানে তাদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির যথাযথ ব্যবহার করছেন।

চারটি নদীর বেষ্টনী সীমায় গাইবান্ধার অবস্থান। ব্রহ্মপুত্র, ঘাঘট, তিস্তা ও করতোয়া। প্রতিবছরই বন্যা, প্লাবন এ এলাকার জনগণের নিত্যসঙ্গী। এদের কল্যাণে কাজ করতে হয় প্রজাতন্ত্রের সেবকদের। সাথে চিন্তার জগতের নতুন খোরাক যুক্ত হয়েছে কত সুলভে, কম সময়ে, দ্রুততার সাথে সাধারণ মানুষের নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা যায়। বিশ্বকে বার্তা দিতে চায় আজকের বাংলাদেশ 'অপার সম্ভাবনার দেশ'। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সেবা প্রদান, ফেসবুক, ভাইবার, স্কাইপির মাধ্যমে বার্তা গ্রহণ করে তা থেকে জনগণের মাঝে সেবার হাত বাড়িয়ে দেওয়া এক অভূতপূর্ব উদ্যোগ। মেধা, মনন আর নিরলস পরিশ্রমে জনপ্রশাসনের মেধাবী তরুণ প্রজন্ম কাজ করে যাচ্ছে। প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা দেশের প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মধ্য দিয়ে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনের যে বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে জনপ্রশাসনের প্রতিটি কর্মী এর সারথি হয়ে কাজ করছেন।

জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা মহোদয়ের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানের ফলে স্বল্প সময়ে এই ব্র্যান্ডবুক প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। জেলা প্রশাসক মহোদয়সহ এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

(মোহাম্মদ মিজানুর রহমান)

Mohammad Mizanur Rahman
Additional Deputy Commissioner

EDITORIAL

The government system which serves as the watchdog of the state to provide services to the people and to maintain basic human rights is public administration.

Gaibandha district administration has been working very efficiently for 25,02,080 people within the 2179 square kilometer area of the district. At the very beginning, it is better to mention that in 1875 General Warren Hastings established 24 police stations under Rangpur district collectorate during his regime. Gobindaganj, Sadullapur was in Idrakpur Pargana. On the bank of the Brahmaputra river, there was another thana named Bhabaniganj under Patiladaha Pargana. In the end of 1893, Due to the severe river erosion, the subdivision headquarters was established at Gaibandha which is 12 km west of Bhabaniganj mouza of Patiladah Pargana and also known as cattle grazing land of the king Raja Birat of Mahabharata and presently, it is on the banks of the current Ghaghat River.

Today public administration is open-unchecked-dedicated in providing public service. Applying the potential innovations of information technology, like other districts of the country, all the government machinery of Gaibandha has been working with the vow of providing public service. Innovative theory has added new dimensions in public service. New young officers are immersed in their own innovative thinking. Several innovative initiatives of Gaibandha Public Administration presented at the national and divisional level were highly appreciated and rewarded. Public administration officials have been properly utilizing their talents and innovative powers to provide services even in the district, upazila and union levels.

Gaibandha is beset with four mighty rivers. Flood is a constant companion for the people of the area because of the mighty Brahmaputra, Ghaghat, Tista and Karatoa. The servers of the Republic have to work for their welfare. Reducing time, visit and cost in ensuring proper service has added a new dimension in our world of thinking. Today's Bangladesh wants to give a message to the world "The country of immense potentials and possibilities". It is an unprecedented initiative to provide services through social networking; receiving messages via Facebook, Viber, Skype; and extending the hands of service among the common people. The bright young generation of the public administration has been working with their talent, merit and diligence. Every employee of the public administration has been working as a dedicated facilitator of the revolutionary work of poverty alleviation as well as to transform the population into human resources ensuring the accessibility and optimum use information technology to the marginalized people of the country.

It has been possible to publish this brand book within a very short time due to the proper and kind direction and supervision of the honorable Deputy Commissioner, Gaibandha. I am especially thankful and grateful to the honorable Deputy Commissioner, Gaibandha and all others concerned with this publication.

(Mohammad Mizanur Rahman)

সূচিপত্র

জেলা হিসাবে গাইবান্ধা	১৭
গাইবান্ধা জেলার নামকরণ	২২
জেলা ব্র্যান্ডিং-এর প্রেক্ষাপট	২৪
গাইবান্ধায় আমাদের অর্জন	২৭
রসমঞ্জুরী	৩১
চরাঞ্চলের ভূট্টা	৩৩
চরাঞ্চলের মরিচ	৩৫
শহীদ মিনার	৩৭
মুক্তিযুদ্ধে গাইবান্ধা	৩৮
মীরের বাগান	৪৪
বড় কালী মন্দির	৪৬
পৌরপার্ক	৪৮
গাইবান্ধা সরকারি কলেজ	৫০
গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ	৫২
টিটিসি	৫৩
এটিআই	৫৬
আউটসোর্স এক্সপার্ট	৫৮
পল্লী বিদ্যুৎ	৬০
পাবলিক লাইব্রেরি	৬১
জেলা শিল্পকলা একাডেমি	৬৩
স্টেডিয়াম	৬৫
সার্কিট হাউস	৬৭
এসকেএস ইন	৬৯
ফ্রেন্ডশীপ সেন্টার	৭১
গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা	৭৪
পলাশবাড়ী উপজেলা	৯৭
সাঘাটা উপজেলা	১১৪
সুন্দরগঞ্জ উপজেলা	১৩১
সাদুল্লাপুর উপজেলা	১৪৩
ফুলছড়ি উপজেলা	১৫৫
নৌকা বাইচ	১৬২
ঘোড় দৌড়	১৬৩
গ্রামবাসীর একযোগে মাছধরা (বইত)	১৬৪
তোহফা-তহুরা	১৬৫
যোগাযোগ	১৬৭

INDEX

Gaibandha as district	17
Naming of Gaibandha district	23
Background of the district branding	25
Our achievement in Gaibandha	27
Rasmanjuri	32
Maize of Char	34
Chilies of Char	36
Shaheed Minar	37
Gaibandha in the war of liberation	39
Mir garden	45
Boro Kali Mondir	47
Municipality Park	49
Gaibandha Government College	51
Gaibandha Government Women's College	52
TTC	55
ATI	57
Outsource Expert	59
Rural Electricity Board	60
Public Library	62
District Shilpakala Academy	64
Stadium	66
Circuit House	68
SKS INN	70
Friendship Center	73
Gobindaganj Upazila	74
Palashbari upazila	97
Saghata upazila	114
Sundarganj upazila	131
Sadullapur upazila	143
Fulchhari upazila	155
Boat Race	162
Horse racing	163
The villagers were fishing at the same time (BOIT)	164
Tohfa-Tahura	165
Contact	167

জেলা হিসেবে গাইবান্ধা

১৮৭৫ সালের পূর্বে গাইবান্ধা নামে এতদঞ্চলে তৎকালীন সরকারের কোন ইউনিট ছিল না। রংপুর জেলায় সাদুল্লাপুর ও ভবানীগঞ্জ থানা নিয়ে ১৮৫৮ সালে ২৭শে আগষ্ট ভবানীগঞ্জ নামে একটি মহকুমা গঠিত হয়। ১৮৭৫ সালে ভবানীগঞ্জ মহকুমা নদীভাঙ্গনের কবলে পড়লে মহকুমা সদর ঘাঘট নদীর তীরবর্তী গাইবান্ধা নামক স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে এর নাম পরিবর্তন করে গাইবান্ধা মহকুমা নামকরণ করা হয়। আশির দশকে মহকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে ১৯৮৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা জেলায় রূপান্তরিত হয়।

সাতটি উপজেলা নিয়ে গাইবান্ধা জেলা গঠিত। উপজেলাগুলো হচ্ছে- (১) গাইবান্ধা সদর, (২) সুন্দরগঞ্জ, (৩) সাদুল্লাপুর, (৪) পলাশবাড়ী, (৫) গোবিন্দগঞ্জ, (৬) ফুলছড়ি ও (৭) সাঘাটা। এর আয়তন ২১৭৯.২৭ বর্গ কিলোমিটার।

Gaibandha as district

Prior to 1875, this area did not have any unit of the the government named Gaibandha. A subdivision named Bhabaniganj was formed on 27th August 1885 merging Sadullapur and Bhabaniganj thana of Rangpur district. In 1875, Bhananiganj subdivision was worst hit by river erosion and so the subdivision was shifted to Gaibandha, on the banks of the Ghaghat river. Later it was renamed Gaibandha subdivision. In the 1980s, when the decision was taken to transform subdivisions into districts, Gaibandha got the prestige of a district on February 15, 1984.

Gaibandha district consists of seven upazilas. Upazilas are: (1) Gaibandha Sadar, (2) Sundarganj, (3) Sadullapur, (4) Palashbari, (5) Gobindaganj, (6) Fulchari and (7) Saghata. Its area is 2179.27sq km.

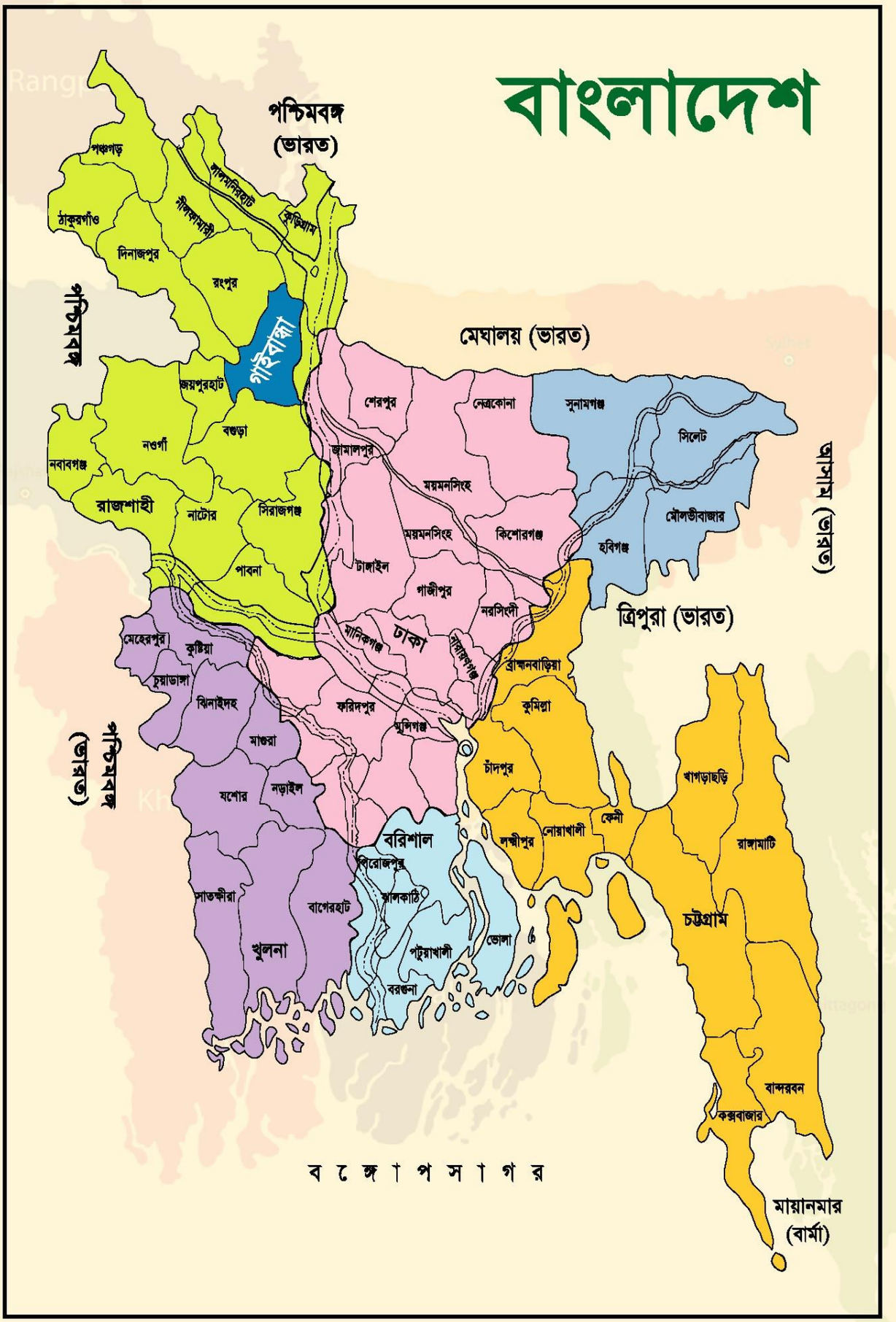
বাংলাদেশ
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
পঞ্চগড়
ঠাকুরগাঁও
দিনাজপুর
রংপুর
লালমনিরহাট
কুড়িগ্রাম
নীলফামারী
গাইবান্ধা
জয়পুরহাট
বগুড়া
নওগাঁ
নবাবগঞ্জ
রাজশাহী
নাটোর
সিরাজগঞ্জ
পাবনা
মেঘালয় (ভারত)
শেরপুর
নেত্রকোনা
সুনামগঞ্জ
সিলেট
জামালপুর
ময়মনসিংহ
কিশোরগঞ্জ
হবিগঞ্জ
মৌলভীবাজার
আসাম (ভারত)
টাঙ্গাইল
গাজীপুর
নরসিংদী
ত্রিপুরা (ভারত)
মানিকগঞ্জ
ঢাকা
নারায়ণগঞ্জ
ব্রাহ্মনবাড়িয়া
মেহেরপুর
কুষ্টিয়া
চুয়াডাঙ্গা
ঝিনাইদহ
ফরিদপুর
মুন্সিগঞ্জ
কুমিল্লা
মাগুরা
চাঁদপুর
খাগড়াছড়ি
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
যশোর
নড়াইল
ফেনী
লক্ষীপুর
নোয়াখালী
বরিশাল
রাঙ্গামাটি
ঝিরোজপুর
সাতক্ষীরা
বাগেরহাট
ঝালকাঠি
চট্টগ্রাম
খুলনা
পটুয়াখালী
ভোলা
বরগুনা
বান্দরবন
কক্সবাজার
ব ঙ্গো প সা গ র
মায়ানমার (বার্মা)

গাইবান্ধা জেলার মানচিত্র
District Map Gaibandha

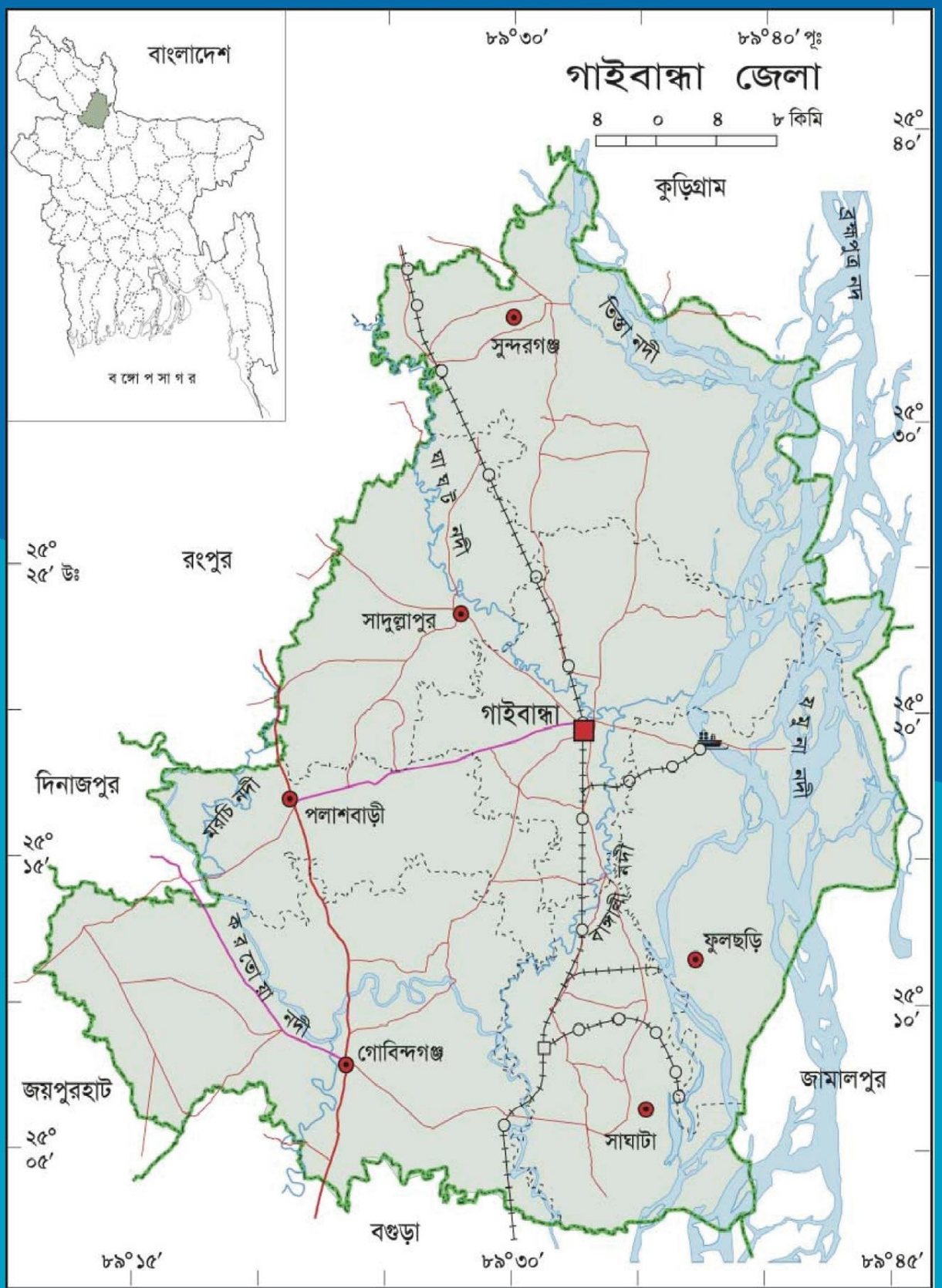

আয়তন ও অবস্থান

সাতটি উপজেলা নিয়ে গাইবান্ধা জেলা গঠিত। উপজেলা গুলো হচ্ছে- (১) গাইবান্ধা সদর, (২) সুন্দরগঞ্জ, (৩) সাদুল্লাপুর, (৪) পলাশবাড়ী, (৫) গোবিন্দগঞ্জ, (৬) ফুলছড়ি ও (৭) সাঘাটা। এর আয়তন ২১৭৯.২৭ বর্গ কিলোমিটার ।

উত্তর বঙ্গের ঐতিহ্যবাহী জনপদ গাইবান্ধা জেলা ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে ২৫ ডিগ্রী ৩ মিনিট থেকে ২৫ ডিগ্রী ৩৯ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯ ডিগ্রী ১২ মিনিট থেকে ৮৯ ডিগ্রী ৪২ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্র সমতল হতে ২১.৩৫ মিটার উচ্চে গাইবান্ধা জেলা অবস্থিত। গাইবান্ধা জেলার উত্তরে তিস্তা নদী এবং কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলা। উত্তর পশ্চিমে রংপুর জেলার পীরগাছা। পশ্চিমে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ উপজেলা ও দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলা। দক্ষিণ পশ্চিমে জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলা। দক্ষিণে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ ও সোনাতলা উপজেলা এবং পূর্ব পার্শ্বে বহমান ব্রহ্মপুত্র নদ।

ভূ-প্রকৃতি

ভূ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ পূর্বাংশের কয়েকটি ইউনিয়ন বাদ দিলে প্রায় সমগ্র গাইবান্ধা জেলা "নবীণ ভূ-তাত্ত্বিক যুগের প্লাবণ সমভূমি"র শ্রেণিভুক্ত। অপরাপরাংশ প্লায়স্টোসিন যুগে সৃষ্ট বরেন্দ্রভূমির অংশবিশেষ যা স্থানীয়ভাবে "খিয়ার" এলাকা নামে পরিচিত।

ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

গাইবান্ধা জেলার অধিকাংশ ভূমি নদীবাহিত পলি মাটি দ্বারা গঠিত। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার "খিয়ার" অঞ্চলের এঁটেল মাটি ছাড়া প্রায় সমগ্র গাইবান্ধা "বেলে-দোআঁশ" প্রকৃতির মাটিতে গড়া।

Size and Location

Gaibandha district consists of seven upazilas. The upazilas are -(1) Gaibandha Sadar, (2) Sundarganj, (3) Sadullapur, (4) Palasbari, (5) Gobindaganj, (6) Fulchari and (7) Saghata. Its area is 2179.27sq km.

This historical district of North Bengal is located between $25^0$03' to $25^0$39' North latitude and $89^0$12' to $89^0$42' East longitude. Gaibandha district stands 21.35 meters above the sea level.Gaibandha District is bordered on the north by Tista River and Chilmari upazila of Kurigram district; on the north-west by Pirgacha of Rangpur district;on the west Mithapukur and Pirganj upazila of Rangpur district, Gharaghat upazila of Dinajpur district; on the southwest Kalai upazila of Joypurhat district, on the south Shibganj and Sonatala upazilas of Bogura district; and mighty Brahmpaputra river flowing on the east.

Landscape

According to geological analysis, excluding some of the southeastern unions of Gobindaganj upazila, almost all the parts of Gaibandha district are classified as "platinum plains of neo-geological age". The remaining area of the district is the part of Varendra Region (locally known as the "Khiar" area)which was formed in the Pleistocene period.

Geological features

Most of the land of Gaibandha district is composed of silt carried by the rivers. Excluding the "Khiar" area formed of clay of Gobindaganj upazila, most of the land of Gaibandha is naturally formed of sandy clay.

গাইবান্ধা জেলার নামকরণ

বলা হয়ে থাকে যে মহাভারত রচনার প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে (বর্তমান) গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় এক হিন্দু রাজার প্রাসাদ ছিল। তাঁর নাম ছিল রাজাবিরাট। ঘাঘট নদীর তীরবর্তী এ ভূখন্ড (বর্তমান গাইবান্ধা শহর) ছিল তার রাজত্বভুক্ত পতিত তৃণ ভূমি। তিনি এই তৃণ ভূমিকে গোচারণ ক্ষেত্র ও গাভীর বাথান হিসাবে ব্যবহার করতেন। এখানে গাভীগুলো বাঁধা থাকতো বলে এ অঞ্চলের নাম হয়ে যায় গাইবান্ধা। আবার অনেকেই মনে করেন, গাইবান্ধা নামটি রাজা বিরাটের সময় প্রচলিত ছিল না। মোশারফ হোসেন প্রণীত দিনাজপুরের ইতিহাস গ্রন্থের ১০ পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক বুকাননের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজা বিরাট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পঞ্চ পান্ডবের পক্ষালম্বন করে স্বপুত্রক নিহত হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০০ সালে (হিন্দু পঞ্জিকা)। অথচ "গাইবান্ধার ইতিহাস ও ঐতিহ্য শীর্ষক" বইয়ের ১০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে সম্রাট আকবরের শাসনামলে প্রণীত "আইন-ই আকবরী" গ্রন্থে তৎকালীন ঘোড়াঘাট সুবা'র আওতায় মোট ৮৪ টি মহালের বর্ণনা পাওয়া যায়। এসবের মাঝে বালকা (বেলকা), বালাশবাড়ী (পলাশবাড়ী), তুলশীঘাট, সা-ঘাট / সেঘাট (সাঘাটা), কাটাবাড়ী ইত্যাদি নাম থাকলেও গাইবান্ধা বলে কোন মহালের নাম উল্লেখ নেই। এ থেকে বোঝা যায় যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীতেও গাইবান্ধা নামটির উদ্ভব ঘটেনি। সুতরাং, রাজা বিরাটের গো-চারণ ভূমি থেকে "গাইবান্ধা" নামটির উদ্ভব হয়েছে এরূপ ধারণা যথার্থ নয়।

সত্যিকার অর্থে গাইবান্ধা নামটি খুব প্রাচীন নয়। হয়তবা এতদঞ্চলের কোন ব্যক্তির গাই বাঁধার বিশেষ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোকেরা এ অঞ্চলকে গাইবান্ধা বলে ডাকতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তা এ অঞ্চলের নাম হিসেবে পরিগণিত হয়। যেমন- হাতীবান্ধা, মহিষবান্ধা, বগবান্ধা এ জাতীয় আরো স্থানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Naming of Gaibandha District

It is said that there was a Hindu king's palace in Gobindaganj upazila (Gaibandha) about five thousand years before the writing of the Mahabharata. His name was Rajabirat. This fallow domesticated grassland on the banks of Ghaghat river (now Gaibandha city) was under his dominion.

He used this grassy land as the grazing field and pasture of his cows.The name of the region became Gaibandha because the cows were tied here.

Many people think that the name Gaibandha was not in use during the regime of Raja Birat. At page no. 10 of the book"History of Dinajpur" published by Mosharraf Hossain, he, referring historian Buchanan, quoted that Raja Birat took part in the side of Pancha Pandav in the battle of Kurukshetra and was killed along with his son.

Battle of Kurukeshetra was fought in 3200 BC (Hindu Calender). But at page no. 10 of the book "History and tradition of Gaibandha", it has been said that in the book "Ain-I-Akbari" written during Emperor Akbar's reign, there has been the description of 84 mahals under the then Ghoraghat suba. Though Balka (Belka), Balashbari (Palashbari), Tulshighat, Sa-Ghata (Saghata), Katabarietc were mentioned among those mahals, Gaibandha was not mentioned in any of those.From this it is understandable that the name Gaibandha did not originate in the sixteenth century. Thus, the idea that the name "Gaibandha" has originated from the cow-grazing land of Raja Birat is not properly conceived.

In fact, the name Gaibandha is not very ancient. Probably, people start calling this region as Gaibandha for a special incident relating to tying cows in this area and gradually this area starts to familiarize as Gaibandha. For example, places like Hatibandha, Bagbandha, Mohisbandha are specially mentionable.

জেলা-ব্র্যান্ডিং প্রেক্ষাপট

বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে রূপকল্প- ২০২১ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে এদেশকে একটি সুখি ও সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরের জন্য রূপকল্প-২০৪১ প্রণয়ন করেছে। উক্ত রূপকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন দ্রুত এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাই বিভিন্নভাবে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ও অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময়। গাইবান্ধা জেলা তার ব্যতিক্রম নয়। এ জেলার একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পণ্য হলো-রসমঞ্জুরী, যা খাদ্যগুণেও ঐতিহ্যে দেশবিদেশে ইতোমধ্যে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। একই সাথে এ জেলায় রয়েছে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী বিধৌত সুদীর্ঘ চরাঞ্চল। এই চরাঞ্চলে উৎপাদিত হয় সম্ভাবনাময়ী কিছু ফসল যার মধ্যে ভুট্টা ও মরিচ অন্যতম।

জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য আয়োজিত একাধিক সভা ও কর্মশালায় এ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সুধী সমাজ রসমঞ্জুরীকে প্রধান রেখে তার সাথে ভুট্টা ও মরিচের ব্র্যান্ডিং করার ক্ষেত্রে মতামত ব্যক্ত করেছেন। জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের আওতায় রসমঞ্জুরীকে প্রধান রেখে চরাঞ্চলের ভুট্টা ও মরিচকে ব্র্যান্ডিং করা সম্ভব হলে এ পণ্যসমূহ বিকাশের মাধ্যমে গাইবান্ধা তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

Background of district-branding

In order to make Bangladesh a middle-income country by the year 2021, the present government has enacted Vision-2021 and to transform the country into a happy and prosperous one by 2041, the government has enacted vision 2041. Achieving speedy and continuous economic growth is a must to implement those visions. Coordinated efforts are needed to accelerate this economic growth.

Every district of Bangladesh is differently characterized and economically promising. Gaibandha district is not an exception. One of the very promising products is Rasmanjuri, which has already earned prominence in home abroad. At the same time, the district is bestowed with long sandy char area in the basin of the Brahmaputra-Jamuna River. Maize and chilies are among the most promising crops produced in this char area.

In a number of meetings and workshops organized for district-branding, officials of different departments, prominent members, media personalities, and well respected social workers of the district have expressed their views to select Rasmanjuri as the main branding product along with maize and chilies. If it is possible to develop products like Rasmanjuri along with maize and chilies produced in the char area, it will be able to contribute significantly to the socio-economic development of the country as well as Gaibandha.

জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্দেশ্য

রসমঞ্জুরী ও ভুট্টা-মরিচের মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার;
- জেলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- জেলার ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিনির্মাণ;
- রসমঞ্জুরীর পটভূমিতে গাইবান্ধা জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির লালন ও বিকাশ;
- চরাঞ্চলে উৎপাদিত ভুট্টা-মরিচ বিকাশের মাধ্যমে চরাঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
- স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি;
- জেলার সর্বস্তরের মানুষকে উন্নয়নের অভিযাত্রায় সম্পৃক্ত করা;
- দেশ-বিদেশে এই পণ্যসমূহের বাজার সৃষ্টি ও প্রসার;
- দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ;
- সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

Objectives of District-Branding

The main objectives of Gaibandha district-branding through Rasmanjuri and Maize-Chilies are:

- Speeding up in the economic growth of the district;
- Creating new employment opportunities in addition to economic, social and infrastructure development of the district;
- Building the positive image of the district;
- Developing the history, heritage and culture of Gaibandha district in the background of Rasmanjuri;
- Ensuring socio-economic development of the people of the char area with the maize and chilies produced in the char area.
- Creating local entrepreneurs;
- Involving people from al walks of the district for development;
- Eliminating poverty and unemployment;
- Creating and expanding markets of these products in the country and abroad;
- Contributing to the economic development of the country as a whole.

ফেসবুকের মাধ্যমে দ্রুত নাগরিক সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য জুলাই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ গাইবান্ধা জেলা প্রশাসনকে বিজয়ী ঘোষণা করে প্রেরিত সনদ

Winner **BEST PROBLEM SOLUTION THROUGH FACEBOOK** Category

social media INNOVATION

Promoting Excellence in Public Service | July 2016

District Administration

Gaibandha

For Demonstrating Exceptional Participation in Innovating Citizen-Centric Public Services.

Dr. Kamal Abdul Naser Chowdhury
Senior Secretary
Ministry of Public Administration

Md. Abul Kalam Azad
Principal Secretary
Prime Minister's Office

Mohammad Shafiul Alam
Cabinet Secretary
Cabinet Division

এক নজরে জেলা লোগো

জেলার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরতে ট্যাগ লাইন দেয়া হয়েছে-

‘স্বাদে ভরা রসমঞ্জুরীর ঘ্রাণ চরাঞ্চলের ভুট্টা-মরিচ গাইবান্ধার প্রাণ’

জেলা ব্রান্ডিং এর অন্যতম পণ্য রসমঞ্জুরী জেলার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্ন

প্রকৃতির সবুজে সম্ভাবনাময় ভুট্টার সমারোহ

অপার সম্ভাবনাময় কৃষিপণ্য ভুট্টা

স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট সম্পন্ন মরিচ চরাঞ্চলের লাভজনক কৃষিপণ্য

লোগোটি ইংরেজী বর্ণ জি এর প্রতিকৃতি যা গাইবান্ধাকে তুলে ধরছে

ব্র্যান্ডিং কর্মপরিকল্পনা

গাইবান্ধা জেলার উদ্ভাবনী উদ্যোগ বা পণ্যকে চিহ্নিত করে বিশেষায়িত (Branding my District) করার লক্ষ্যে ২৭-০৯-২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখ জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, যুব সমাজের প্রতিনিধি, চেম্বার প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, সুধীসমাজ এবং প্রেস ও ই-মিডিয়ার সদস্য সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা আহবান পূর্বক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিশেষায়িত পণ্য চিহ্নিত করা হয়। একইভাবে ০৫-০২-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জেলা-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম ও বিশেষায়িত পণ্যের উপর সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা করে এ বিষয়ে সকলের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশেষায়িত পণ্য "রসমঞ্জুরী" ও "ভুট্টা-মরিচ" এর লোগো ও ট্যাগ লাইন নির্ধারণ করা হয়।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতীয় পর্যায়ে জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এবং কিশোর বাতায়ন পরিচিতিকরণের লক্ষ্যে ১১-১০-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখ গাইবান্ধা জেলার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবযুক্ত জেলার ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও কম্পিউটার শিক্ষক/আইসিটি শিক্ষক সমন্বয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

১০-০৬-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখ জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, চেম্বার প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, সুধীসমাজ এবং প্রেস ও ই-মিডিয়ার সদস্য সমন্বয়ে গাইবান্ধা জেলার চরাঞ্চল ও সমতলে "ভুট্টা-মরিচ" এর উৎপাদন বাড়ানো, কৃষক ও ব্যবসায়ীর মাঝে যোগাযোগ রক্ষার কৌশল নিয়ে মতবিনিময় সভা করে তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। একইসাথে "রসমঞ্জুরী" ও "ভুট্টা-মরিচ" উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সহিত সম্পৃক্তদের পুঁজিসংকট নিরসনে জেলার সকল ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে পর্যায়ক্রমে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাদে ভরা রসমঞ্জুরীর ঘ্রাণ
চরাঞ্চলের ভুট্টা-মরিচ গাইবান্ধার প্রাণ

জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা

শুভেচ্ছাসহ :
জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা
স্বাদে ভরা রসমঞ্জুরীর ঘ্রাণ
চরাঞ্চলের ভুট্টা-মরিচ গাইবান্ধার প্রাণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার
জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা

RASMANJURI

রসমঞ্জুরী

রসমঞ্জুরী কোন কারিগর প্রথম তৈরি করেছেন তার নাম না জানা গেলেও এটা জানা যায় যে এই অঞ্চলের রসমঞ্জুরী প্রথম তৈরি করেছিলেন গাইবান্ধা শহরের মিষ্টি ভান্ডারের মালিক রাম মোহন দে। ১৯৪০ সালে যা ব্যবসায়িকভাবে উৎপাদন শুরু হয় এবং ১৯৫০ সালের দিকে এর সুনাম ও পরিচিতি দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এরপর গাইবান্ধা শহরের সার্কুলার রোডের রমেশ ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক রমেশ চন্দ্র ঘোষ রসমঞ্জুরীকে গোটাদেশের মিষ্টি প্রিয় রসিকজনদের কাছে আরো সুপরিচিত ও সুপ্রিয় করে তোলেন।

রসালো ঘন দুধের ক্ষীরের সঙ্গে খাঁটি ছানায় তৈরি মারবেল সাদৃশ্য ছোট ছোট গোলাকার রসগোল্লা সমন্বয়ে তৈরি হয় এই রসমঞ্জুরী। মুকুল থেকে বেরোনো আমের গুটির মতো রসগোল্লা দুধের ঘন ক্ষীরে মঞ্জুরিত হয়ে বিভিন্ন স্বাদের সমন্বয়ে সৃষ্টি করে তৃতীয় মাত্রার অপূর্ব স্বাদ। তাই এই মিষ্টির কাব্যিক নাম (রস+মঞ্জুরী) রসমঞ্জুরী।

Rasmanjuri

Although it is not known who first started producing Rasmanjuri, it is known that Ram Mohan De, owner of the Misti Vandar, first produced Rasmanjuri in the Gaibandha city. Commercial production of Rasmanjuri started in 1940; and in the 1950s, its reputation and identity starts spreading all over the country.

Then Ramesh Chandra Ghosh, owner of Ramesh Ghosh Confectionery store at Circular Road of Gaibandha, made the Rasmanjuri better known and well-known to the sweet favourites of the country.

The cremations is made up of a small round marble-like rosette, which is made of pure milk with latex milk rhythm like a broiled mango gourd, the juice of milk mixed with dense fatty acids, crating a combination of different flavours, the wonderful taste of the third level. So the poet's poetic name (Ross+manjuri) Rasmanjuri.

চরাঞ্চলের ভুট্টা

ফসলের উপযোগিতা ও ভূমির উর্বরতা ভুট্টা চাষের উপযোগী হওয়ায় গাইবান্ধা জেলায় বিগত কয়েক বৎসর থেকে ভুট্টার আবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ বৎসর গাইবান্ধা জেলায় রবি ও খরিপ-১ মৌসুমে প্রায় ১২ হাজার হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষ করে কৃষকরা প্রায় লক্ষাধিক টন ভুট্টা উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করেছে। গাইবান্ধা জেলার জন্য এই অর্জন গর্বের ও আনন্দের। চলতি শতাব্দীর শুরু থেকেই জেলায় ক্রমান্বয়ে ভুট্টার আবাদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় সমতল ভূমির পাশাপাশি চর এলাকায় ভুট্টার চাষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিগত ৫ বৎসরে চর এলাকায় ভুট্টা বিপণন ব্যবস্থায় ইতিবাচক ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে অত্র জেলায় উৎপাদিত ভুট্টার ৬০% চর এলাকায় উৎপাদিত হচ্ছে। ভুট্টা চাষে গাইবান্ধা জেলায় প্রায় ১ লক্ষ কৃষক জড়িত থাকে। কিন্তু এর উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও সংগ্রহত্তোর কার্যক্রমে আরও লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে।

Maize of Char

Maize cultivation has been expanding in Gaibandha district for the past several years due to crop suitability and soil fertility. In this year, cultivating maize in 12 thousand hectares of land in Rabi and Kharip-1 season in Gaibandha district, the farmers have achieved the capacity to produce about a million tons of maize. This achievement is a matter of pride and joy for Gaibandha district. From the beginning of this century, the cultivation of maize started increasing gradually in the district. With the help of government and non-government organizations, there is an increase in the cultivation of maize in the Char area as well as flat lands. In the last 5 years, there has been a positive consistency in the maize marketing system in Char area. Currently, 60% of the maize produced in this district is produced in Char area. About one lakh farmers are engaged in maize cultivation in Gaibandha district. But it has the opportunity of creating employment for thousands of people in its production, management and collection activities.

চরাঞ্চলের মরিচ

মাটি ও আবহাওয়া মরিচ চাষের উপযোগী হওয়ায় গাইবান্ধা জেলায় মরিচের অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এই জেলায় রবি ও খরিপ-১ মিলে প্রায় ২৪০০ হেক্টর জমিতে মরিচের আবাদ হয়। যার মোট উৎপাদন ৪০০০ মে.টন। বাজার চাহিদা ভাল থাকায় এবং ভাল জাত ও উন্নত চাষাবাদ কলাকৌশল সম্প্রসারিত হওয়ায় গাইবান্ধা জেলার কৃষক মরিচ চাষে ঝুঁকে পড়েছে। গাইবান্ধা জেলার বেশিরভাগ মরিচ চরাঞ্চলে উৎপাদন হয়ে থাকে। চরাঞ্চলকে বর্তমানে মরিচ উৎপাদনের ভান্ডার বলা হয়। বন্যা বিধৌত পলিমাটি মরিচ আবাদের জন্য উপযোগী হওয়ায় চরাঞ্চলের কৃষকদের নিকট মরিচ চাষ একটি লাভজনক কৃষি পেশায় পরিণত হয়েছে।

Chilies of Char

As the soil and weather is suitable for the cultivation of chili, the pepper deposits in Gaibandha district are increasing day by day. Currently, there are approximately 2,400 hectares of land under chili cultivation in the district in the Rabi and Kharip-1 season. Its total production is 4000 MT.

The farmers of Gaibandha district are becoming interested in cultivating chilies due to good market demand, good varieties and expansion of improved techniques of cultivation. Most of the chilies of Gaibandha district is produced in the Char area. The Char area is now called the storehouse of chili production. Chili cultivation has turned into a profitable agriculture profession for the Char farmers as the silt carried by the flood is very suitable for chili cultivation.

গাইবান্ধার প্রথম শহীদ মিনার

গাইবান্ধা শহরের প্রাণকেন্দ্র পৌর পার্কে অবস্থিত জেলার প্রথম শহীদ মিনার। পশ্চিমে পার্ক রোড। উত্তরে স্টেশন রোড ও গাইবান্ধা পৌর ভবন। দক্ষিণে পৌর পার্কের বিশাল পুকুর। পুকুরের ওপাড়েই শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী পাবলিক লাইব্রেরি। পূর্বে মিনার সংযুক্ত পাকা অংশ শহীদ মিনার চত্বর বা কড়ই তলা। এই শহীদ মিনার চত্বরটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্পট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শহরে ঢুকলে কারো দৃষ্টি এড়ায় না এই মিনার। এটি প্রতিনিয়ত ভাষা আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়। শহীদ মিনারটি গড়ে ওঠার পিছনে রয়েছে ভাষা সৈনিকদের অনেক ত্যাগ। ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত যারা স্থানীয়ভাবে ভাষার জন্য আন্দোলন করেছিলেন তাদের উদ্যোগেই এটি গড়ে উঠে। ১৯৫৫ সালে গাইবান্ধায় প্রথম শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েও সফল হয়নি। পরে ১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন বর্তমান শহীদ মিনারের জায়গায় কাপড়ে ইট মুড়িয়ে ধরাধরি করে প্রথম শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপন করেন। নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালিন জেলা আওয়ামী লীগ নেতা তসলিম উদ্দিন খান, হাসান ইমাম টুলু, খান আলী তৈয়ব, মতিউর রহমান, ভাষা সৈনিক কার্জন আলীসহ নাম অজানা অনেকে।

First Shaheed Minar

The first Shaheed Minar in the district of Gaibandha is situated in the Municipal Park. The Park Road is to its west. The monument is situated just besides the Municipal building. The large pond of Municipal Park is to the south. The reputed Public Library is on the pond side. To its East, the extended part attached with the Shaheed Minar is named Minar Chatter or Koroi Tola. This premise of Shaheed Minar is used as a venue to observe and organize different events. The monument does not go unseen to anyone entering the town. It always reminds the dwellers of the city of our glorious Language Movement. Many language soldiers contributed greatly to building of the Shaheed Minar. The locals who took part in the language Movement built the Shaheed Minar from 1948 to 1949. Though the initiative was taken, for the first time, to build a monument in memory of the Language Martyres in 1955, it was not materialized. Later, on 21 February, 1956, some members of Rastra Vasha Songram Parishad(State Language Movement Committee) laid the foundation to the present Shaheed Minar. The initiative was led by Awami League leader Tazlul Uddin Khan, Hasan Imam Tulu, Khan Ali Taib, Matiur Rahman, language soldier Curzon Ali and many others.

মুক্তিযুদ্ধে গাইবান্ধা

একাত্তরের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের নির্দেশনা অনুসারে গাইবান্ধা মহকুমার সরকারি বেসরকারি অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে নবনির্বাচিত এম.এন.এ লুৎফর রহমানকে আহবায়ক এম. পি এ ওয়ালিউর রহমান রেজা ও মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমানকে যুগ্ম আহবায়ক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট মহকুমা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় থানা সদরগুলোসহ বিভিন্ন এলাকায় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হতে থাকে। ২৩ মার্চ গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে (বর্তমান বিজয়স্তম্ভ চত্বর) এক ছাত্র জনতার সমাবেশের পর পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানো হয়।

২৭ মার্চ থেকে গাইবান্ধা কলেজ ও ইসলামিয়া হাইস্কুল মাঠে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। মহকুমা শহরের বাইরে গোবিন্দগঞ্জ কলেজ মাঠ, পলাশবাড়ী এফ.ইউ ক্লাব, বোনারপাড়া হাইস্কুল মাঠসহ বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-তরুণদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

১৬ এপ্রিল পর্যন্ত গাইবান্ধা মহকুমা পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত ছিল। ১৭ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনারা সাদুল্লাপুর হয়ে গাইবান্ধা শহরে ঢুকে পড়ে এবং দুইদিনের মধ্যে গোটা মহকুমার নিয়ন্ত্রণ নেয়। গাইবান্ধার হাজার হাজার মানুষ নিজেদের বসতবাড়ি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। ছাত্র যুবকরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। গাইবান্ধা সদর, সাঘাটা, ফুলছড়ি, সাদুল্লাপুর ও সুন্দরগঞ্জের একাংশে মুক্তিযোদ্ধারা ১১নং সেক্টরে, গাইবান্ধা সদর ও সুন্দরগঞ্জের কেউ কেউ ৬নং সেক্টরে এবং পলাশবাড়ী ও গোবিন্দগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধারা ৭নং সেক্টরের অধীন যুদ্ধ করেন।

গাইবান্ধার কোম্পানী কমান্ডাররা হলেন- আমিনুল ইসলাম সুজা, এম এন নবী লালু, খায়রুল আলম, মাহাবুব এলাহী রঞ্জু, রোস্তম আলী খন্দকার, মফিজুর রহমান খোকা ও শাহজাহান আলী টুকু। আরেকজন কোম্পানী কমান্ডার সাইফুল ইসলাম সাজা নান্দিনা যুদ্ধে নেতৃত্বদানে ব্যর্থতার জন্য দায়ী হন এবং যুদ্ধ থেকে সরে দাড়ান।

গাইবান্ধায় সংঘটিত উল্লেখযোগ্য যুদ্ধগুলো- সাঘাটা থানার ত্রিমোহনী ঘাটের যুদ্ধ, সিংড়া রেল ব্রিজ অপারেশন, ভরতখালী ট্রেন অ্যাম্বুশ, সাঘাটা থানা রেইড, ফুলছড়ি থানা রেইড, ৪ ডিসেম্বরের সম্মুখ যুদ্ধ, কালাসোনা চরের যুদ্ধ, তিস্তামুখ ঘাটে জাহাজ আক্রমণ, রসুলপুর স্লুইসগেট আক্রমণ, ভাঙ্গামোড় অ্যাম্বুশ, উড়িয়ার চর অভিযান, সদর থানার বাদিয়াখালী সড়ক সেতুর যুদ্ধ, দাড়িয়াপুর ব্রিজ অপারেশন, নান্দিনার যুদ্ধ।

গাইবান্ধার শহিদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৮৬ জন। সাধারণ শহিদদের ৪৬১ জনের নাম জানা গেলেও এ সংখ্যা অনেক বেশী বলে ধারণ করা হয়।

বাংলাদেশে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রাপ্ত ছয় জন মুক্তিযোদ্ধা হচ্ছেন-

০১. শহিদ আব্দুল লতিফ- বীর উত্তম-চরের হাট, পবনাপুর, পলাশবাড়ী।

০২. বদিউল আলম- বীর উত্তম-রামপুরা, গোবিন্দগঞ্জ।

০৩. শহিদ আফসার আলী- বীর বিক্রম-জালাগাড়ি, মহদীপুর, পলাশবাড়ী।

০৪. মাহাবুব এলাহী রঞ্জু- বীর প্রতীক, মুন্সীপাড়া, গাইবান্ধা।

০৫. এ টি এম খালেদ দুলু- বীর প্রতীক, মধ্যপাড়া, গাইবান্ধা।

০৬. শেখ আব্দুল মান্নান- বীর প্রতীক-দিঘুহাট, গোবিন্দগঞ্জ।

গাইবান্ধায় পাকিস্তানি হানাদাররা অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে বধ্যভূমি ও গণকবরে মাটি চাপা দেয়। এলাকার উল্লেখযোগ্য গণকবর ও বধ্যভূমিগুলো হচ্ছে- গাইবান্ধা শহরের হেলাল পার্ক সংলগ্ন শাহ কফিল উদ্দিনের গোডাউন, কামারজানি বধ্যভূমি, গোবিন্দগঞ্জের কাটাখালি ব্রিজ সংলগ্ন বধ্যভূমি, পাখেড়া গ্রামের গণকবর, পলাশবাড়ী সওজ ডাকবাংলোর বধ্যভূমি, রামচন্দ্রপুর বধ্যভূমি, মুংলিশপুর-জাফর গণকবর, ফুলছড়ি বধ্যভূমি, সুন্দরগঞ্জ গোয়ালের ঘাট বধ্যভূমি।

একাত্তরের ৭ ডিসেম্বর গাইবান্ধা পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত হয়। একাত্তরের শহিদদের স্মরণে গাইবান্ধায় স্মৃতিফলক, স্মারকচিহ্ন, স্তম্ভগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- গাইবান্ধা পৌরপার্কের স্বাধীনতার বিজয়স্তম্ভ, পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে স্মৃতিস্তম্ভ, মুন্সীপাড়া শহীদ মিনার, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ, শহিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন সড়ক, পশ্চিমপাড়ার শহিদ আসাদুজ্জামান নবাব পত্রিকা ফলক, পুলিশ লাইনের পাশ্ববর্তী মাতৃভান্ডারের দুই ভাইয়ের সমাধিস্তম্ভ, খালেদ দুলু বীর প্রতীক সড়ক, সাঘাটায় পাঁচ শহিদের কবর ও স্মৃতিফলক, বোনারপাড়া শহিদ নামফলক, ফুলছড়ির বধ্যভূমির শহীদ মিনার, গোবিন্দগঞ্জের কাটাখালি স্মৃতিস্তম্ভ, পাখেড়া গ্রামের গণকবরের শহীদ মিনার, পালাশবাড়ী বধ্যভূমির স্মৃতিস্তম্ভ, মংলিশপুর-জাফর স্মৃতিফলক, সুন্দরগঞ্জ গোয়ালের ঘাট বধ্যভূমির শহীদ মিনার। এছাড়াও শহিদ ফজলুল করিমের স্মৃতিতে ফুলছড়ি উপজেলার ফজলুপুর ইউনিয়ন ও সাঘাটার পাঁচ শহিদ স্মরণে মুক্তিনগর ইউনিয়ন নামকরণ করা হয়।

Gaibandha in the war of liberation

As per the directive of Bangabandhu's historic speech on March 7, 1971, strike continued in the government's private office and educational institute of Gaibandha subdivision. In the second week of March, a 17-member sub-divisional committee was reformed by convenor of newly elected MNA Lutfar Rahman, MP, Waliur Rahman Reza and Awami League General Secretary Ataur Rahman as joint convener. In continuation of this, the struggle committee was formed in different areas including Thana Sadar. After the gathering of a student crowd at Gaibandha Public Library ground on 23 March, the flag of independent Bangla was flown up by burning Pakistani flags.

Beginning from March 27, priliminary training for freedom fight began at Gaibandha College and Islamia High School grounds. Training of students and youths at different places including Gobindaganj College ground, Palashbari FU Club, Bonapara High School ground outside the sub-divisional city. On 16th April Gaibandha subdivision was free from Pakistani occupied force. On April 17, the Pakistani army entered the city of Gaibandha through Sadullapur and within 2 days the whole subdivision took control. Thousands of people from Gaibandha took refuge in India from their homesteads. In a section of Gaibandha Sadar, Saghata, Fulchari, Sadullapur and Sundarganj, the freedom fighters sector 11, some of Gaibandha Sadar and Sundarganj are in Sector 6 and under the sector 7 under the Freedom Fighters of Palashbari and Gobindaganj. Company commanders of Gaibandha are - Aminul Islam Shuja, MN Nabi Lalu, Khairul Alam, Mahbub Elahi Ranju, Rostam Ali Khandakar, Mufizur Rahman Khoka and Shahjahan Ali Tuku. Another Saiful Islam sentence was responsible for the failure of the leadership in the Battle of Nandina and withdrew from the war. Notable battles fought in Gaibandha-War of Trimohani Ghat of Saghata Thana, Singra Rail Bridge Operation, Bhartakhali Train Ambush, Saghata Thana Raid, Fulchari Thana Raid, 4th Deccan War, Battle of Kalasona Chara, Ship Attack in Tahtimukh Ghat, Attack of Rasulpur Sluicegate, Bhangamor Ambush Uriya Char Operation, Battle of Badiakhali road bridge of Sadar Thana, Dariapur bridge operation, Nandina Uddha.

The number of Martyrs are 86. Though the name of 461 general martyrs is known, it is believed to be a lot more.

Six freedom fighters, who have received the state title for their heroic contribution to Bangladesh-

01.Shaheed Abdul Latif-Bir Uttam Charar Hat, Pabanpur, Palashbari.

02. Badiul Alam-Bir Uttam-Rampura, Gobindaganj.

03. Shahid Afsar Ali-Bir Bikram-Jalagari, Mahadipur, Palashbari.

04. Mahabub Elahi Ranju-Bir Pratik , Munshipara, Gaibandha.

05. ATM Khaled Dulu-Bir Pratik, Madhyapara, Gaibandha.

06. Sheikh Abdul Mannan-Bir Pratik-Dighuhat, Gobindaganj.

In Gaibandha, Pakistani invaders killed many people and maked the area mass killing grounds and mass graves. Notable mass graves and mass killing areas are: Shah Kafil Uddin's godown, Kamarjani mass killing site, Gatinbagh area adjacent to Katakhali Bridge in Gobindaganj, Massacre of Pekhera village, Polashbari Sauj Dabanglora's killing area, Ramchandrapur mass killing site, Munshalipur-Jafar mass grave, Fulchari mass killing site, Sundarganj Gawal Ghat killing ground . On 7th December, Gaibandha was liberated from the Pakistani invaders. In memory of the martyrs of 71, One of the memorials, memorials and pillars of Gaibandha is the victory pillar of freedom of Gaibandha municipality, memorial monument in front of Westpara Government Primary School, Munshipara Shaheed Minar, Shaheed memorial monument in front of the district Shilpakala academy, Shaheed Syed Anwar Hossain Road, Shahid Asaduzzaman Nawab newspaper plaque of Westpara, Police Line The mausoleum of the two brothers, Khaled Dulu Bir symbol road, graveyard and memorial of five martyrs in Shahghata, Shahid Minar of Fulchari massacre, Katakhali memorial monument of Gobindaganj, Shaheed Minar of Gano kobor village of Pakkhira, memorial monument of Palashbari massacre, Manglishpur-Jafar memorial plate, Fojlul Karim memorial Fulchari Fajlupur Union and Saghata Freedom of the five martyrs remembered in the upazila the union is named Muktinagar.

স্বাধীনতার বিজয় স্তম্ভ

গাইবান্ধা শহরের পৌর পার্কের যে প্রাঙ্গনে একাত্তরের ২৩ মার্চ পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয় সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য ১৯৯৪ সালের ৯ ডিসেম্বর রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভাষাসৈনিক মতিউর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক আবু তালেব মিয়া ও মোহাম্মদ খালেদকে যুগ্ম আহবায়ক করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

১৯৯৫ সালের ৬ নভেম্বর মাহমুদুল হক শাহজাদাকে আহবায়ক ও আবু বকর সিদ্দিককে সদস্য সচিব করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করা হলেও পরে কোন কাজ হয়নি। ২০০২ সালে গাইবান্ধা জেলা পরিষদের উদ্যোগে ঐ স্থানেই স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২০০৩ সালের ১৫ মার্চ গাইবান্ধা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের হুইপ সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। গাইবান্ধা জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল থেকে ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৫ লাখ এবং ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৩ লাখ টাকা স্মৃতিস্ত নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়।

স্মৃতিস্তম্ভটির আর্ট এবং ডিজাইন করেন শাহ্ মাইনুল ইসলাম শিল্প, সনজীবন কুমার ও অরুময় বিশ্বাস। স্বাধীনতার বিজয় স্তম্ভের নকশায় রয়েছে আমাদের জাতীয় পতাকা, সাড়ে সাত কোটি মানুষের সংগ্রামী হাতের প্রতীক দুটি হাত, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের প্রতীক দুটি অস্ত্র, ১১টি সেকটরকে বুঝাতে ১১টি সিড়ি। পেছনের স্তম্ভে স্বাধীনতার লাল সূর্যের পাশাপাশি ৯ মাসব্যাপী যুদ্ধের প্রতীক হিসেবে ৯টি ধাপের ব্যবহার করা হয়েছে। ২০০৪ সালে স্মৃতিস্তম্ভটির উদ্বোধন করা হয়।

Victory Pillar/
Tower of independence

On 9th December 1994, the leaders of political, social and cultural organizations held a meeting to build a memorial at the premises of Gaibandha city municipal park where the flag of independent Bengal was hoisted burning the Pakistani flag on 23rd March 1971. In this meeting, a 101-member committee was constituted with language activist Matiur Rahman, Liberation War organizer Abu Taleb Miah and Mohammad Khaled as joint convener.

On 6 November, 1995, a 15-member Committee on building victory tower was formed with convener Mahamudul Huq Shahjada and secretary Abu Bakar Siddique. Though the foundation was formally established on the initiative of this committee, no work was done later.In 2002, Gaibandha District Council took a plan to build a monument of Liberation War in the same place. On March 15, 2003, the acting minister of the Gaibandha district and whip of the Jatiya Sangsad, Syed Wahidul Alam inaugurated the construction work of the monument.In the financial year 2002-03, 5 lac taka and in the fiscal year 2003-04, 3 lakh taka were allocated for the construction of the tower from the fund of the District Council.

Shah Mainul Islam Shilpo, Sonjivan Kumar and Arumy Biswas did the art and design work of the monument. The design of the victory pillar of independence includes our national flag, two hands symbolize the struggle of seven and a half crore people, two arms symbolize the weapons of the freedom fighters and the 11 stairs symbolize the 11 sectors of independence.

বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল

গাইবান্ধা শহরের প্রাণকেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি এন্ড ক্লাব ও স্বাধীনতার বিজয় স্তম্ভসংলগ্ন এলাকায় বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালটি সব মানুষের নজর কাড়ে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এ পথে যাতায়াতের সময় প্রতিকৃতিটি দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠে। অনেকে দাঁড়িয়ে উপভোগ করে এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য। গাইবান্ধা জেলা পরিষদের অর্থায়নে প্রায় ৭ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৮ ফুট বাই ৭ ফুট উচ্চতার এই ম্যুরাল ২০১৫ সালের ১৭ মার্চ উদ্বোধন করা হয়। এর নকশাকার শাহ্ মাইনুল ইসলাম শিল্পু।

Bangabandhu Mural

In the heart of Gaibandha city, Bangabandhu mural annexed to the public library and club and independence tower takes notice of the people. is surrounded by the people of Gaibandha, the center of public library and club and the victory pillar of independence. Especially the new generation became curious to see the portrait during their journey. Many people take a halt to enjoy its intrinsic beauty. Gaibandha Zilla Parishad funded around 7 lac taka for this 8 feet by 7 feet mural which was inauguratedon 17 March 2015. Shah Mainul Islam Shilpu designed it.

স্বাধীনতা প্রাঙ্গণ

জেলা প্রশাসকের বাসভবন সংলগ্ন মাঠটি বর্তমানে স্বাধীনতা প্রাঙ্গণ নামে পরিচিত। ১৯৬১ সালের ১ জুলাই মাঠটি ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করেন তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক মোহাম্মদ আলী সিএসপি। মাঠটি দীর্ঘদিন এসডিও মাঠ হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের কোম্পানি কমান্ডার মাহাবুব এলাহী রঞ্জু বীর প্রতীকের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা শহরে প্রবেশ করে এই মাঠে সমবেত হন এবং গাইবান্ধাকে পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত ঘোষণা করেন। সেখানে দশ সহস্রাধিক মানুষ তাদরেকে সংবর্ধনা প্রদান করে। ১৯৯৬ সালে স্বাধীনতা ও বিজয়ের রজত জয়ন্তী স্মারক হিসেবে ৯ ডিসেম্বর তৎকালীন জেলা প্রশাসক নাসির উদ্দিনের বিশেষ উদ্যোগে মাঠটির নামকরণ করা হয় স্বাধীনতা প্রাঙ্গণ। গাইবান্ধা জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রাঙ্গণটিতে একটি বড় মঞ্চ রয়েছে যেখানে উন্মুক্ত অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

Independence Courtyard

The area adjacent to the residence of the Deputy Commissioner was known as Swadhinata Parangan. On July 1, 1961 the ground was opened for use by the then Sub-divisional Officer Mohammad Ali CSP. The ground was known as SDO Field for a long time. On 7 December 1971, a group of freedom fighters led by the commander of the War of Liberation, Mahbub Elahi, Ranju, entered the town and gathered Gaibandha as Pakistani invaders free. There are more than ten thousand people giving them reception. In the year 1996, as the Rajat Jayanti Memorial of independence and conquest, on December 9, the Field was named as Swadhinata Parangana, in the special initiative of Deputy Commissioner Nasir Uddin. Under the supervision of Gaibandha District Administration, there is a big stage in the courtyard where there is an open ceremony.

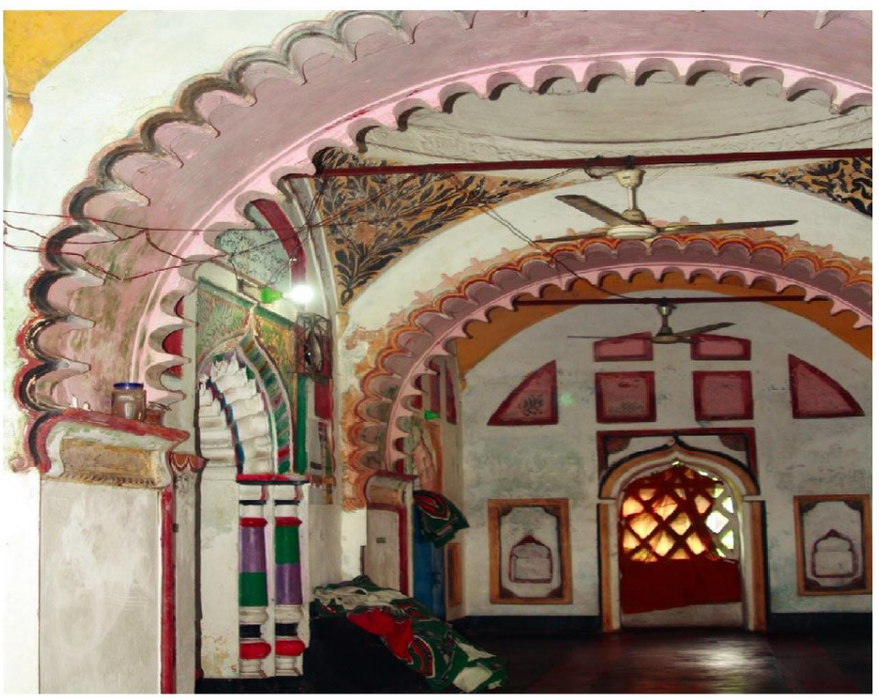

মীরের বাগান: ঐতিহাসিক শাহ্ সুলতান গাজীর মসজিদ

বর্তমান গাইবান্ধা জেলার দারিয়াপুরে অবস্থিত এ প্রাচীনতম মসজিদ। মসজিদ গাত্রের শিলালিপি থেকে পাওয়া তথ্য মতে ১৩০৮ ইং সালে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী নামক এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এ মসজিদ আবিষ্কার করে সংস্কার করেন।

পরবর্তীতে শাহ্ সুলতান নামক এক ধর্মযোদ্ধার নাম এর সাথে জড়িয়ে যায়। তাঁর নামেই এ মসজিদ পরিচিতি পায়। এছাড়াও এই মসজিদের পাশেই শাহ্ সুলতান গাজীর মাজার অবস্থিত। বর্তমানে প্রতি বৈশাখ মাসে এখানে মেলা বসে।

কিভাবে যাওয়া যায় : গাইবান্ধা জেলা বাসস্ট্যান্ড হতে অটোরিক্সা, রিক্সা অথবা সিএনজি যোগে যাওয়া যায়।

Mir Garden: Historic Shah Sultan Ghazi Mosque

This old mosque is located at Dariapur area of present Gaibandha district. From the inscriptions of the mosque, a religious personality named Syed Wazed Ali discovered and repaired the mosque in 1308AD. Later, the name of a crusader named Shah Sultan was attached to it. The mosque gets familiarity after his name. Moreover, the Majar Sharif of Shah Sultan Gazi is located beside the mosque. A fair is held here every year in the month of Baishakh.

How to travel:

Take a rickshaw or auto-rickshaw or CNG from Gaibandha Bus Stand.

বড়কালী মন্দিরের প্রবেশদ্বার

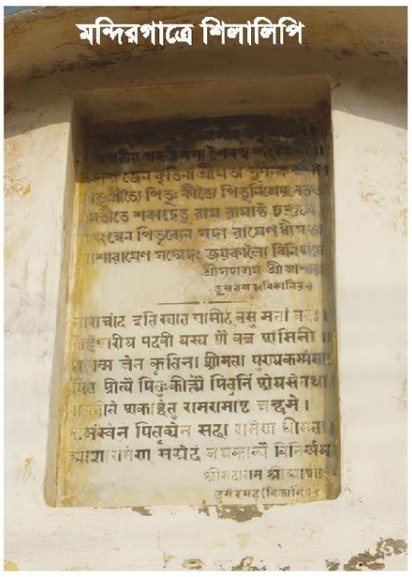

মন্দিরগাত্রে শিলালিপি

বড়কালী মন্দির

গাইবান্ধা জেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে বড় কালিমন্দিরের অবস্থান। শত বছরের প্রাচীন এই মন্দিরটি সনাতন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। দেবোত্তর সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি বছরের প্রায় সকল পূঁজা পার্বন অনুষ্ঠিত হয়, অন্যতম হলো কালীপূঁজা, দূর্গাপূঁজা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথী জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা, ৫৬ প্রহর ব্যাপী মহানামযজ্ঞ, বাবা লোকনাথ ব্রম্মচারী এর তিরোধান বা মহাপ্রয়ান দিবস।

উল্লেখ্য এখানে পূঁজায় ভক্তের প্রণামে সিক্ত হয়ে উঠে পূঁজারি হৃদয় আর মেলায় শিশু কিশোর তথা সর্বস্তরের মানুষের আগমনে সরব হয়ে উঠে মন্দির প্রাঙ্গণ। বছরের প্রায় সবসময়ই বড়কালি মন্দির প্রাঙ্গণ জমজমাট হয়ে থাকে।

কিভাবে যাবেন: জেলা সদর হতে বাসস্ট্যান্ড বা রেল স্টেশন হতে রিক্সায় অথবা অন্য যে কোনো বাহনে বড়কালি মন্দির পায়েরহাঁটা দুরত্ব।

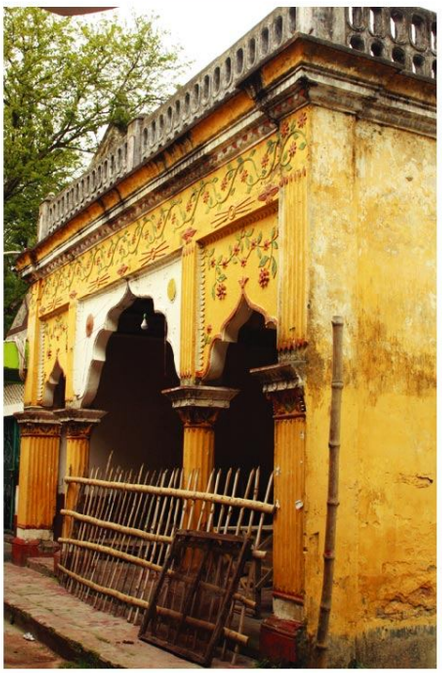

Bara Kali Mondir

Boro Kali Mondir is situated at the centre of the Gaibandha District. The mondir has become a centre of meeting place for people belonging to the hindu community. the mondir constructed on a vested property has been hosting hindu pujas (worship) of different types such as Kalipuja, Durgapuja, the birth and death anniversary of lord loknath Brahamacharya. Here the devotees of all ages, with their devotion laden hearts, make the mondir campus very lively on every occasion. On almost all days, the mondir premises remains crowded with devotees coming from different paces.

How to go: From the bus and rail Station of district headquarters, Boro Kali Mondir is at a walking distance.

বড়কালী মন্দির, গাইবান্ধা

পার্কের পুকুর

পৌরপার্ক

গাইবান্ধা পৌরপার্কটি ১৯২৪ সনে স্থাপিত হয়ে আজও গাইবান্ধার মানুষের একমাত্র বিনোদনের স্থান হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। গাইবান্ধার সকল আন্দোলন ও বিনোদনের প্রাণকেন্দ্র এই পার্ক। গাইবান্ধা পৌর পার্ক গাইবান্ধা পৌরসভার নিয়ন্ত্রনাধীন একটি উন্মুক্ত স্থান। এটির মাঝখানে রয়েছে একটি পুকুর ও পুকুর পাড়ে রয়েছে জনসাধারণের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা। সকাল-সন্ধ্যায় অনেক দর্শনার্থী এখানে বিনোদনের জন্য আসে।

কিভাবে যাওয়া যায়

গাইবান্ধা জেলা বাস টার্মিনাল হতে রিক্সা ও অটোবাইকযোগে যাওয়া যায়।

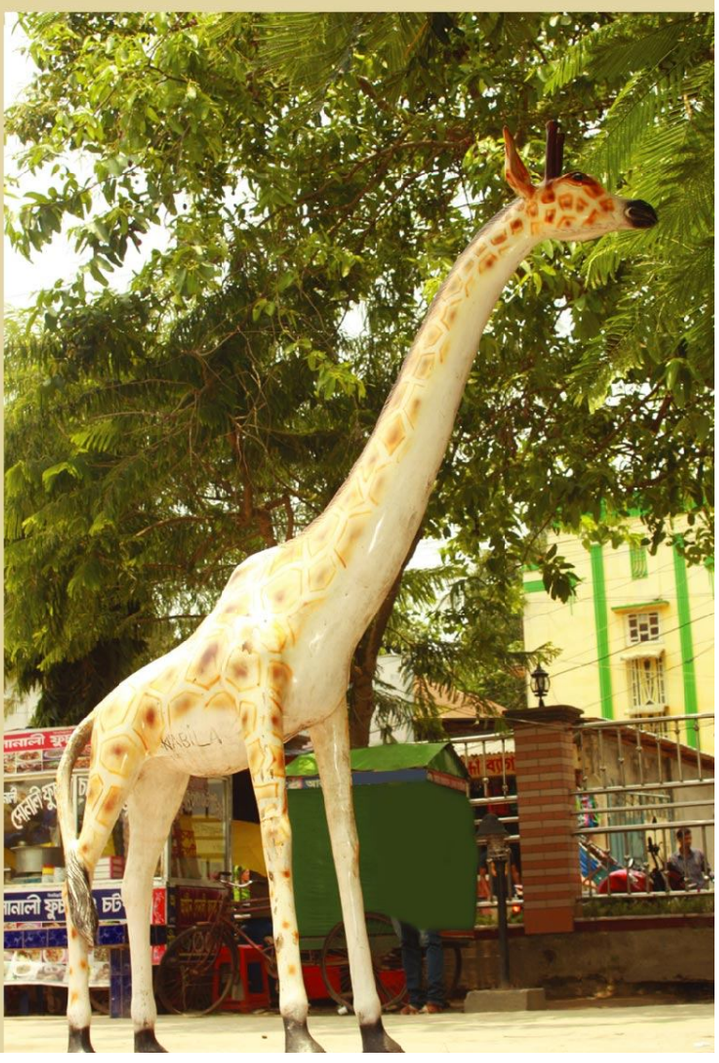

Municipality Park

Gaibandha Municipality was established in 1924 and is still the only place of recreation for the people of Gaibandha. This park is at the center of all the movements and entertainments of Gaibandha. Gaibandha municipal park is an open space under the control of Gaibandha Municipality. It has a pond in the center and a public recreation system on the banks of the pond. Many visitors in the morning and evening come here for entertainment.

How to go

From Gaibandha District Bus Terminal by Rickshaw and Auto Bike.

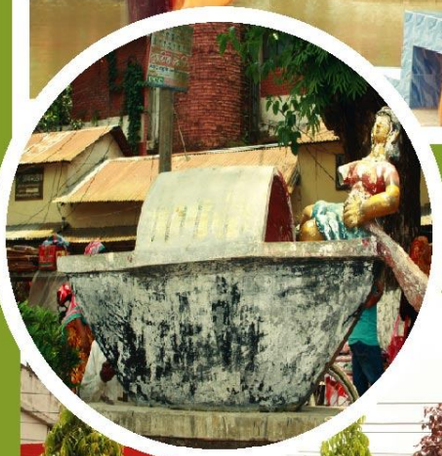

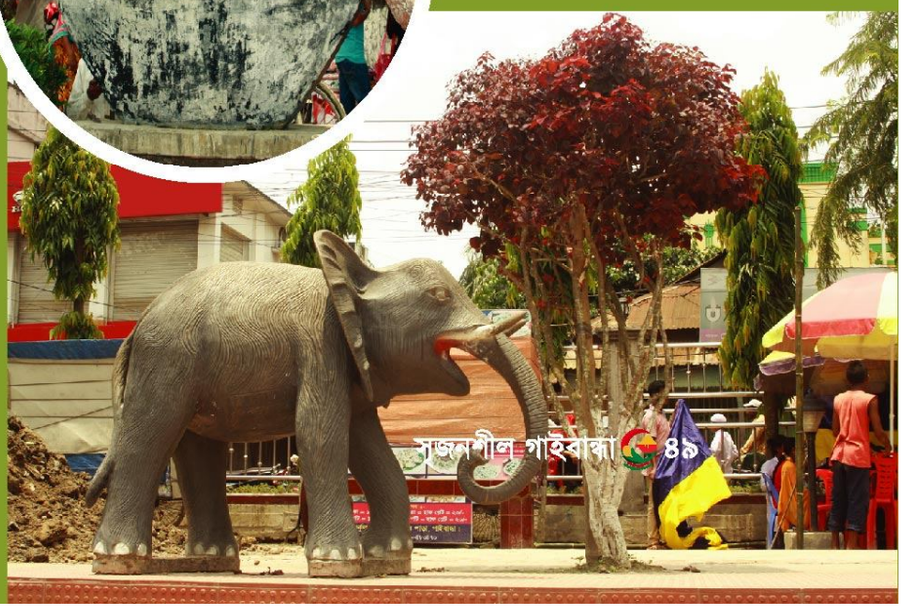

গাইবান্ধা সরকারি কলেজ

কলেজ শিক্ষার সমস্যা নিরসনকল্পেই ১৯৪২-৪৩ সালের দিকে গাইবান্ধা বারের বেশ কয়েকজন উকিল গাইবান্ধায় কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন শাহ্ আব্দুল হামিদ, খয়রাতজ্জামান চৌধুরী, রেফায়েত উল্লাহ্ সরকার, দেবেন রায়, মতিলাল রায়, সুরেন চক্রবর্তী এবং আহাম্মদ হোসেন। কিন্তু এই উদ্যোগ তখন সফল হয়নি। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল, অপর দিকে 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলন এই বিশৃংখল পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তাদের পিছু হটে যেতে হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে এই উদ্যোগ সাফল্যের মুখ দেখে। এসময় খয়রাতজ্জামান চৌধুরীর বিশেষ ভূমিকা ছিলো। অবশ্য তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক ফজলুল করিম এর যথেষ্ট অবদান ছিলো এই কলেজ প্রতিষ্ঠায়। বর্তমান ইসলামিয়া হাইস্কুলের দুটি টিনের ঘরে গাইবান্ধা কলেজের যাত্রা শুরু হয়। কলা এবং বাণিজ্য বিভাগের ইন্টারমিডিয়েট কোর্স চালু করা হয়। প্রথম বর্ষে উভয় বিভাগে প্রায় ৭০ জন ছাত্র ভর্তি হয়। সেই বছরেই কলেজটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী পায়। কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রথম সম্পাদক হন শাহ্ আব্দুল হামিদ। কোষাধ্যক্ষ হন তালেব উদ্দিন মন্ডল। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অশ্বিনী চৌধুরী। তিনি বেশী দিন ছিলেন না। স্থায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেন মো: ইউনুছ আলী। তিনি দর্শন শাস্ত্রে এম.এ ছিলেন। তার বাড়ি ছিলো যশোরে। তিনি ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন।

১৯৫৩ সালের দিকে কলেজটি বর্তমান জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। এ কাজে তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক আব্দুল মোত্তালেব এর বিশেষ অবদান ছিলো। স্থানীয় অধিবাসী নাছিম উদ্দিন ব্যাপারী কিছু জমিদান করেন। এছাড়াও কিছু জমি খরিদ করা হয়। নতুন স্থানে ভবন নির্মাণের কাজে কলেজের তৎকালীন শিক্ষক আজিজার রহমান যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। কলেজের তহবিল সংগ্রহ হতো সরকারি পাট ক্রয় কেন্দ্র এবং কেরোসিন ডিলারদের কাছ থেকে। বছরে টাকা পাওয়া যেতো প্রায় ৫০ হাজার। প্রথম অবস্থায় কলেজের অধ্যক্ষের বেতন ছিলো ৩০০ টাকা এবং অন্যান্য শিক্ষকদের বেতন ছিলো ১৭৫ টাকা। ১৯৫৬ সালে কলেজের বি.এ এবং ১৯৬৬ সালে বি.এস.সি কোর্স চালু হয়। ১৯৮০ সালে কলেজটি সরকারিকরণ করা হয়। গাইবান্ধা কলেজের দুজন কৃতি ছাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে আলতাফ হোসেন ১৯৫৯ সালে কলা বিভাগে মেধা তালিকায় ৯ম স্থান এবং আব্দুল হালিম ১৯৬০ সালে একই বিভাগে মেধা তালিকায় ১০ম স্থান লাভ করে।

Gaibandha Government College

In order to solve the problems of college education, several lawyers from Gaibandha bar took initiative to establish a college in Gaibandha in 1942-43. Among the entrepreneurs were Shah Abdul Hamid, Khairatuzzaman Chowdhury, Refeet Ullah Sarkar, Deban Roy, Motilal Roy, Suren Chakraborty and Ahmad Hossain. But this initiative did not succeed. On one hand, World War II, on the other hand, 'Quit India' movement, entrepreneurs have to retreat in these chaotic situations. Later, in July 1947, this initiative was a success. During this period Khairatuzzaman Chowdhury had a special role. Of course, the subdivision administrator Fazlul Karim contributed substantially to the establishment of this college. Gaibandha College started its journey in two tin-houses of present Islamia High School. Intermediate courses of Arts and Commerce were introduced. In the first year, about 70 students were admitted in both the departments. In that year, the college got Calcutta University Grants Shah Abdul Hamid became the first editor of the College Management Committee. Treasurer Taleb Uddin Mondal The first principal was Ashwini Chowdhury. He did not have much time. Yunus Ali took over as the permanent Principal. He was an MA in philosophy. His house was in Jessore. He lived permanently in Dhaka. From 1948 to 1952, he was in charge of the principal.

The college moved to the present place in 1953. In this work, the subdivision administrator Abdul Motaleb had a special contribution. Local residents Nachim Uddin Bepari gave some land. Also some land is purchased. Azizar Rahman, the then teacher of the college, worked hard to build a new place. College funds were collected from government jute purchase centers and kerosene dealers. 50,000 Taka was available in the year. Initially, the college principal's salary was 300 rupees and other teachers had a salary of 175 rupees. In 1956 BA of college and B.Sc courses were started in 1966. In the year 1980 the college was made public. The identity of two students of Gaibandha College was found. Among them, Altaf Hossain was ranked 9th on merit list in the Department of Arts in 1959 and Abdul Halim got the 10th position in the same division in the same division in 1960.

গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ

দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছেলেদের কলেজের পাশাপাশি মেয়েদের কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গাইবান্ধায় তার প্রভাব পড়ে। শিক্ষার দিকে স্থানীয় মেয়েদের যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত হওয়ায় মেয়েদের জন্য আলাদা কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে স্থানীয় শিক্ষানুরাগীরা গাইবান্ধার বিভিন্ন এলাকায় মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। বর্তমানে জেলায় ১১টি মহিলা কলেজ রয়েছে। জেলার এই ১১টি মহিলা কলেজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গাইবান্ধা সরকারী মহিলা কলেজ। ১৯৬৯ সালের ১৩ আগস্ট কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম ক্লাস শুরু হয় স্থানীয় আসাদুজ্জামান বালিকা বিদ্যালয়ের কক্ষে। কলেজটির নামকরণ ছিলো তখন গাইবান্ধা গার্লস কলেজ। শুধুমাত্র মানবিক বিভাগ নিয়ে এই কলেজটি চালু হয়। তখন ছাত্রী সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ জন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন মোঃ রমজান আলী। কলেজ প্রতিষ্ঠায় যাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাঁরা হচ্ছেন: সাবেক স্পীকার মরহুম শাহ্ আব্দুল হামিদ, শাহ্ কফিল উদ্দিন, সাবেক সংসদ সদস্য ডাঃ মফিজুর রহমান, লুৎফর রহমান, ওয়ালিউর রহমান, নিজাম উদ্দিন আহম্মেদ (মোক্তার), দৌলতুন্নেসা খাতুন, নগেন্দ্র নাথ চাকী, এ্যাডভোকেট এ.কে জি সাইফুদ্দীন, সাংবাদিক আব্দুল মতিন প্রমুখ। ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় কলেজের উদ্যোক্তারা আসাদুজ্জামান বালিকা বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী মান্নালাল হুলাস চাঁদ এর পরিত্যক্ত পাট গুদামটি গার্লস কলেজের জন্য বরাদ্দ নেন এবং সেই বছরেই কলেজটি নতুন স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮২ সালে কলেজে ইন্টারমেডিয়েট কোর্সে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ এবং পরবর্তী সময়ে মানবিক বিভাগে ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়। ১৯৮৪ সালের ১লা নভেম্বর কলেজটি সরকারিকরণ করা হয়।

Gaibandha Government Women's College

It has its impact in Gaibandha as it has established girls colleges as well as boys colleges in different areas of the country. The need for establishment of separate colleges for women is necessitated due to the considerable interest of local girls towards education. As a result, local educators took initiative to establish female colleges in different areas of Gaibandha. Currently there are 11 women's colleges in the district. Gaibandha Government Women's College is notable among these 11 women colleges in the district. On August 13, 1969, the college was established. The first class starts at the local Asaduzzaman Girls' School room. Gaibandha Girls College was named after the college. This college is started only with humanities. Then there were only 30 students. Mohammad Ramzan Ali was in charge of the Acting Principal. Those who have contributed to the establishment of the college are: Former Speaker Late Shah Abdul Hamid, Shah Kafil Uddin, former MP Dr Mofizur Rahman, Lutfar Rahman, Waliur Rahman, Nizamuddin Ahmed (Moktar), Daulatunnesa Khatun, Nagendra Nath Chaki, Advocate A KG Saifuddin, journalist and journalist Abdul Matin said. In the beginning of 1970, the organizers of the college organized the abandoned jute warehouse of Manalal Hulas Chandra College for the College of Asaduzzaman Girls' School in collaboration with the local administration, and in that year the college moved to new places. In 1982, the Intermediate Course in the College of Science and Commerce and subsequently degree courses in Humanities were introduced. The college was officially declared on 1 November 1984.

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)

বিশ্ব শ্রমবাজারে চাহিদার ভিত্তিতে যথাযথ দক্ষ জনশক্তি তৈরি, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দক্ষ অভিবাসন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠির বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং অভিবাসন কর্মীর অধিকতর কল্যাণ ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা। মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষে ও বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে দেশের কারিগরি শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে বর্তমান সরকার নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর আওতায় গাইবান্ধা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), খোলাহাটি, গাইবান্ধায় ২ একর জমির উপর নির্মাণ করা হয়েছে। অত্র প্রতিষ্ঠান হতে নির্দিষ্ট ১১টি ট্রেডকোর্সে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর বিপরীতে প্রতিমাসে ৪০০/- হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া জাপানে চাকুরীর জন্য জাপানীজ ভাষা কোর্সে প্রশিক্ষণের সুযোগ/গৃহকর্মে বিদেশ গমনেচ্ছু নারী প্রার্থীদের জন্য ২ (দুই) মাস মেয়াদি হাউজ কিপিং (আবাসিক) ও মোটর ড্রাইভিং এন্ড বেসিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প কোর্সে সম্পূর্ণ বিনা খরচে প্রশিক্ষণ প্রদান। সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর দেশে ও বিদেশে চাকুরির এবং শিল্প-কারখানার চাহিদা মোতাবেক সংযোগ শক্তিশালী করা।

আধুনিক ওয়ার্কসপ

ওয়ার্কসপে প্রশিক্ষনার্থীগণ
হাতে কলমে কাজ শিখেন

Technical Training Center (TTC)

To Ensure proper skilled manpower, providing technical training and skilled immigration management on the basis of world labor market, increase the opportunities for overseas employment of unemployed people and ensure greater welfare and safe immigration for immigration workers. The present government has undertaken a number of initiatives for the overall development of technical education on the basis of quality technical education and skilled manpower, and on the basis of real demand. In continuation of this, under the Ministry of Expatriate Welfare and Employment, under Manpower, Employment and Training Bureau, Gaibandha Technical Training Center (TTC), Kholahati, has been constructed on 2 acres of land in Gaibandha. Students are given scholarships 400 taka each every month, in contrast to the 11 students selected from this institution. Besides, training in Japanese language courses for Japanese jobs / free home-based training for two (two) month housekeeping (residential) and motor driving and basic maintenance project for women candidates for homeless women. After successful completion of training, the trainees strengthen the connection between job and industry demand in the country and abroad.

এগ্রিকালচারাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এ.টি.আই)

এগ্রিকালচারাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ১৯৫৪ সালে ভি-এইড (ভিলেজ এগ্রিকালচারাল ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট) নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকা সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটিতে কৃষি বিভাগে চাকুরীরত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। ১৯৬১ সালে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম পাল্টিয়ে এন.ডি.টি.আই (ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) রাখা হয়। এ সময় জাপান সরকার প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনায় আর্থিক সহায়তা দেয়। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি এ.ই.টি.আই(এগ্রিকালচারাল এক্সেটেনশন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) এ রূপান্তরিত হয়। এ সময় এস.এস.সি পাশ ছাত্রদের ২ বছরের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। ১৯৮৯-৯০ সালে প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে এ.টি.আই রাখা হয়। এবারের প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদকাল বাড়িয়ে ৩বছর করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীরা ডিপ্লোমা কোর্সের সনদপত্র পায়। প্রতিবছর ৬০জন করে ছাত্র এই প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করে।

Agricultural Training Institute (ATI)

The Agricultural Training Institute was established in 1954 by the name of Vi-Aid (Village Agricultural Industrial Development). This institution funded by the Government of America, trained the staff of the agricultural sector. In 1961, the name of this organization was changed to NDTI (National Development Training Institute). During this time, the Japanese government provided financial support to the organization. In 1969 the organization was converted into AETI (Agricultural Extension Training Institute). During this time SSC passed students were provided two year agricultural training. In 1989-90 the organization was renamed ATI. This training course is extended to 3 years and the trainees get diploma course certificates. Every year 60 students get the opportunity to study in this institution.

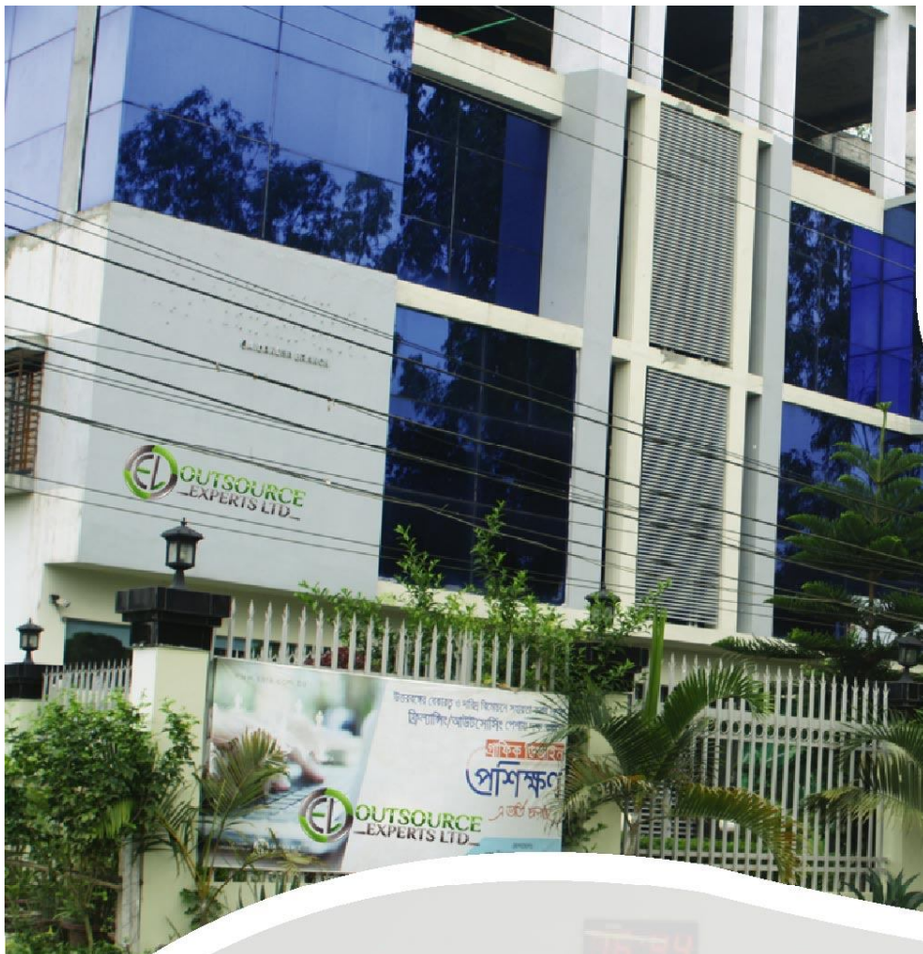

গাইবান্ধায় কর্মসংস্থানের দ্বার খুলেছে : আউটসোর্স এক্সপার্ট লিমিটেড

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বায়নের যুগে কাজের ক্ষেত্র আর নিজ দেশ বা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ইন্টারনেটের সুবাদে এখন ঘরে বসেই বিশ্বব্যাপী কাজের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা আউটসার্সিং নামে পরিচিত। উন্নতবিশ্বের দেশগুলোতে শ্রমের মূল্য বেশি হওয়ায় তারা সময় ও শ্রম বাচাতে প্রতিনিয়ত উন্নয়নশীল দেশগুলোর দিকে ঝুকছে। যার ফলে আউটসোর্সিং এখন বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বৃহৎ ক্ষেত্র অর্থাৎ কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে। যার সীমিত অংশ কাজে লাগিয়ে অনলাইন চাকরির বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আজ বিশ্বে তৃতীয়। এই সুযোগ পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে পারলে সহজেই বাংলাদেশের বেকারত্ব সমস্যা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব। আউটসোর্সিং হলো সঠিক কাজ করে সহজ উপায়ে আয় করার একটি সফল মাধ্যম। যেখানে সফলতা নির্ভর করে দক্ষতা অর্জন ও সুযোগ এ দুটি বিষয়ের উপর। কিন্তু ঢাকা কেন্দ্রিক এই বিষয় দুটি সীমাবদ্ধ থাকায় দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলের তারুণরা এ কাজের সুবিধা নিতে পারে না। অন্য সব অঞ্চলের মত গাইবান্ধাতেও এই কাজ করার মত কোন সুযোগ এবং শেখার মত কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল না।

আউটসোর্স এক্সপার্ট লিমিটেড এর উদ্যোক্তারা গাইবান্ধা জেলার অধিবাসী হওয়ায় তারা নিজেদের আন্তর্জাতিক কাজের সাফল্য নিজ এলাকার মানুষের সাথে ভাগ করে নিতে চায়। এ লক্ষ্যে তারা উত্তারাঞ্চলের অনুন্নত জেলা গাইবান্ধার দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে গাইবান্ধায় ২০১৪ সালে আউটসোর্স এক্সপার্ট লিমিটেড এর একটি শাখা অফিস স্থাপন করে। পরবর্তীতে আউটসোর্সিং কাজের উপযোগী দক্ষ জনবল তৈরি করতে ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে তাদের একটি সহযোগী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান "সারাহ্ ইনস্টিটিউট অব ই-জেনারেশন" প্রতিষ্ঠা করে। প্রচুর অর্থ ব্যয়ে গড়ে তোলা হয় কম্পিউটার, প্রজেক্টরসহ নানা সুবিধা সমৃদ্ধ আধুনিক ল্যাব। ঢাকা থেকে সংগ্রহ করা হয় দক্ষ প্রশিক্ষক। তাদের সম্মানী ও আনুষঙ্গিক খরচ বেশি হওয়ায় গ্রাফিক ডিজাইন কোর্সে শিক্ষার্থী প্রতি প্রচুর খরচ পড়ে যায়। বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে না দেখে সেবামূলক কাজের অংশ হিসেবে এলাকার পিছিয়ে পড়া যুব সমাজের জন্য OEL কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় এ খরচের অর্থ ভর্তুকী দিয়ে বাকী অর্ধেক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়ার।

সারাহ্ ইনস্টিটিউট অব ই-জেনারেশন তার একান্ত প্রচেষ্টা দিয়ে দক্ষ গ্রাফিক ডিজাইনার তৈরিতে সফল হয়। ২০১৫ সালের আগস্ট মাস থেকে প্রশিক্ষণ শুরু করে এ পর্যন্ত ৪টি ব্যাচে ৬৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাদের মধ্যে থেকে আউটসোর্স এক্সপার্ট লিমিটেড এ গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন ৫২ জন তরুণ। তারা অত্যন্ত দক্ষতা ও সৃষ্টিশীলতার সাথে কাজ করে চলেছেন যা আন্তর্জাতিক বাজারে সমাদৃতও হচ্ছে। বর্তমানে আরও ৪টি ব্যাচে ৬৪ জন প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে রয়েছেন। এছাড়াও মার্চ মাস থেকে পর্যায়ক্রমে ২টি ব্যাচে ৩২ জন নারী নিয়ে শুরু হচ্ছে নারীদের প্রশিক্ষণ।

২০০৯ সালে যাত্রা শুরু করা আউটসোর্স এক্সপার্ট লিমিটেড এর লন্ডনে একটি সেলস্ অফিস, ঢাকায় হেড অফিসসহ দুটি অফিস এবং গাইবান্ধায় একটি প্রডাকশন অফিস রয়েছে। লন্ডন অফিসের ৬জন ব্রিটিশ নাগরিকসহ প্রায় তিনশতের অধিক কর্মী বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে এবং প্রতিমাসেই কর্মীতালিকায় নতুন কর্মী যুক্ত হয়ে এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ববাজারের প্রায় ১২ হাজারের বেশি ক্রেতার জন্য তারা নিয়মিত কাজ করে থাকেন।

আউটসোর্স এক্সপার্ট লিমিটেড এর লক্ষ্যে সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানটির সিনিয়র ম্যানেজার মোঃ আতাউর রহমান সুজন বলেন, আমরা আশা করি এক সময় গাইবান্ধার প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্য হলেও আউটসোর্সিং কাজে যুক্ত হবেন। এলাকার প্রতিটি বেকার তরুণ-তরুণীর হাত হয়ে উঠবে এক একটি ডিজিটাল হ্যান্ড। গাইবান্ধায় প্রতিষ্ঠিত হবে আইটি পার্ক।

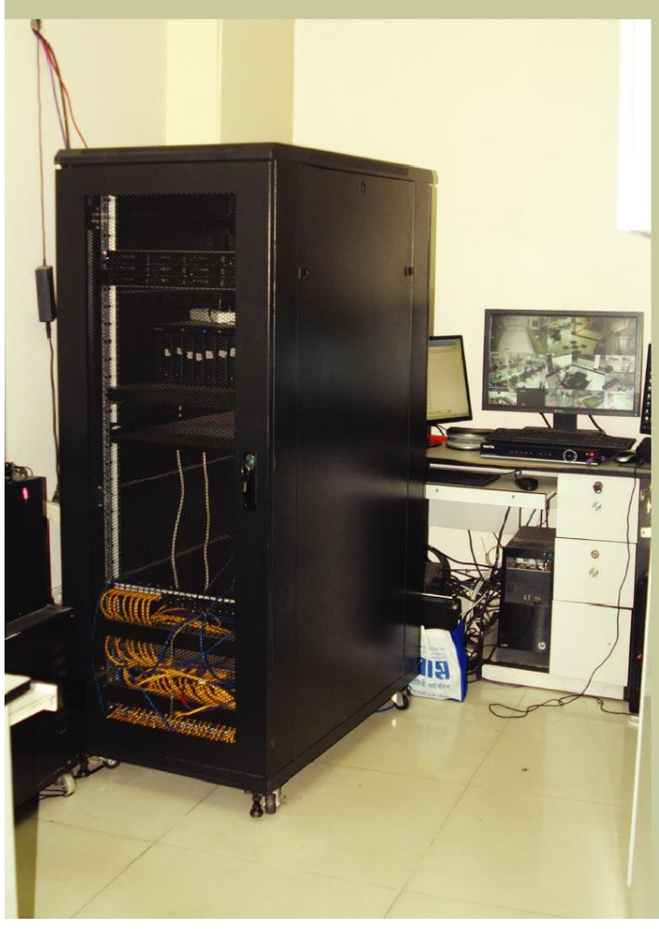

Employment Opportunities opened in Gaibandha: Outsource Expert Limited

In the era of current IT-based globalization, the field of work is no longer limited to its own country or specific boundaries. Nowadays, the opportunity to create global opportunities for the global work has been created, and it is known as outsourcing. As the prices of labor are high in the developed countries, they are constantly stuck in developing countries to save time and labor. As a result, outsourcing has now emerged with the huge potential for employment in Bangladesh, ie, large-scale earning of foreign currency for Bangladesh. Bangladesh's position in the online job market is limited to the third part of the world. If this opportunity is fully utilized, it is possible to completely eliminate the unemployment problem of Bangladesh. Outsourcing is a successful method of earning money in a simple way. On the basis of success, both skills and opportunities are based on success. But due to the limited constraints of Dhaka, most of the country's youth can not take advantage of this work. Like all other areas, Gaibandha also had no opportunity to do this job and had no training center like this.

As the outsourcers of outsourcing expert are residents of Gaibandha district they want to share the success of their international work with the people of their own area. To this end, they established a branch office of Outsourcing Expert Limited in Gaibandha in 2014 to create employment opportunity for the poor unemployed people of Gaibandha, the underdeveloped district of the northern region. Later, in August 2015, a collaborative service organization "Sarah Institute of E-Generation" was established to create skilled manpower for outsourcing. The modern laboratory is equipped with computers, projectors and many facilities. Skilled instructors are collected from Dhaka. Because of their dignity and accessory costs, the graphic design courses cost a lot to the students. As a part of the work to be seen in the commercial eye, the authorities for the youth who were behind the area decided that these expenses would be taken from subsidized students by subsidizing the students.

The Sarah Institute of E-Generation is successful in creating skilled graphic designers with its intense effort. Since the beginning of August 2015, training has been given to 64 people in 4 batch. Out of them, 52 young people joined the job as a graphic designer at Outsource Expert Limited. They are working with great expertise and creativity, which is being appreciated in the international market. At present, 64 training centers are in the final phase of training. Women's training is being started with 32 women in two batches in a phased manner from March.

Outsource Expert Limited, a sales office in London, has two offices with head office in Dhaka and a production office in Gaibandha, which started in 2009. More than 300 employees, including six British citizens in the London office, are currently working in this organization and this number is increasing by adding new staff every month. They work regularly for more than 12 thousand customers in the world market.

Regarding the goal of Outsource Expert Limited, the senior manager of the company, Md Ataur Rahman Sujon said, "We hope that once a member of each family of Gaibandha will be involved in outsourcing work. Each unemployed young man in the area will become a digital hand. IT Park will be established in Gaibandha.

গাইবান্ধা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে গাইবান্ধা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গাইবান্ধা জেলার কৃষি, শিল্প ও সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গাইবান্ধা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক পরিচালিত পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচী গাইবান্ধা জেলার গ্রামীণ এলাকার আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পাশাপাশি সমগ্র জেলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো উন্নয়নে একটি অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে। গ্রামীণ এলাকায় কৃষি প্রবৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রেখেছে। এটি একটি ভোক্তা মালিকানাধীন সংস্থা যা তার সদস্যদের বিদ্যুতের বন্টন করার জন্য কো-অপারেটিভের মৌলিক নীতিমালার উপর সংগঠিত হয় এবং একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।

Gaibandha Palli Bidyut Samity

Since its inception in 1999, Gaibandha Palli Bidyut Samity is playing a vital role in Agricultural, Industrial and Socio-Economic Development of Gaibandha District. The Rural Electrification Program conducted by Gaibandha Palli Bidyut Samity has acted a leap-forward in the development of socio-economic structure of rural areas in Gaibandha District as well as in entire Bangladesh. It has significant and sustained impact on agricultural growth, industrialization and business & commercial activities in the rural areas. It is a consumer owned entity organized on the basic principles of Co-operative for distribution of electric power to its members and operates on No Loss - No Profit basis for the mutual benefits of all its Members.

গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরি এন্ড ক্লাব

১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরী এন্ড ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান গাইবান্ধা নাট্য সংস্থা সংলগ্ন এলাকার একটি ঘরে এই লাইব্রেরির সূচনা হয়। ১৯৩৬ সালে গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরি গাইবান্ধা পৌরপার্কের বর্তমান স্থানে নির্মিত হয়। রংপুরের তাজহাটের জমিদার গোবিন্দলাল রায় জমি দানের পাশাপাশি গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরি এন্ড ক্লাবের ভবনটি নির্মাণে আর্থিক সহায়তা করেন।

প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে উদ্যোক্তা হিসেবে ছিলেন আহম্মদ জান খান, মহিউদ্দিন খান, হামিদ উদ্দিন খান, মৌলভী সেকায়েৎ উদ্দিন আহমেদ, শাহাদৎ আলী খান, খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ, ফয়জার রহমান, তছলিম উদ্দিন খান, সিরাজ উদ্দিন খান, বেণীমাধব দাস, গুণমোহন দাস, আয়েন উদ্দিন, কিশোরী বল্লভ চৌধুরী, অম্বিকাচরণ ঘোষ, প্রফুল্ল কুমার বিশ্বাস, জিতেন্দ্র নাথ রায়, রাধাবিনোদ চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, আব্দুল করিম, তমিজউদ্দিন, শেখ শাহ্ মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।

গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরী এন্ড ক্লাবের বিভিন্ন সময়ের সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ হলেন- শাহ আব্দুল হামিদ, ডা. মফিজার রহমান, ডা. সাখাওয়াৎ হোসেন খান, শচীন্দ্র কুমার চাকী, এ কে জি সাইফুদ্দিন, মতলুবর রহমান, শহিদুর রহমান ছবি, ফরহাদ আব্দুল্লাহ হারুন বাবলু, খলিলুর রহমান এবং বর্তমানে জিয়াউল হক জনি (ভারপ্রাপ্ত)। বর্তমান গ্রন্থ সংখ্যা- প্রায় দশ হাজার।

Gaibandha Public Library & Club

Gaibandha Public Library and Club was established on 7 February 1907. This library is started in a house in the adjoining area of the present Gaibandha Dataya organization. In 1936 Gaibandha Public Library was built at the present location of Gaibandha municipality. Gobindlal Roy, zamindar of Tajhat of Rangpur, provided financial assistance in the construction of the building of Gaibandha Public Library and Club as well.

The entrepreneurs to establish the library were Ahmed Jan Khan, Mohiuddin Khan, Hamid Uddin Khan, Maulvi Seifayet Uddin Ahmed, Shahadat Ali Khan, Khan Bahadur Abdul Majid, Fayzar Rahman, Taslim Uddin Khan, Siraj Uddin Khan, Benimadhab Das, Gunimohan Das, Ayen Uddin were. Kishori Ballal Chowdhury, Ambikacharan Ghosh, Prafulla Kumar Biswas, Jitendra Nath Roy, Radhabinod Chowdhury, Abu Hossain Sarkar, Abdul Karim, Tamizuddin, Sheikh Shah Mohammad Ali and others.

The general secretaries of Gaibandha Public Library and Club are - Shah Abdul Hamid, Dr. Mafizar Rahman, Dr. Sakhawat Hossain Khan, Sachindra Kumar Chaki, AKG Saifuddin, Matlubar Rahman, Shahidur Rahman Chobi, Farhad Abduljahan Haroon Bablu, Khalilur Rahman and currently Ziaul Haque Johnny (Acting). The current book number is about ten thousand.

জেলা শিল্পকলা একাডেমি

একসময়ের প্রতিষ্ঠানটি ছিল আর্টস কাউন্সিল। বর্তমান জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবনের স্থানেই একটি একতলা ভবনে জেলার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিকাশে আর্টস কাউন্সিলে শিল্পীকুশলীসহ শিশুদের পদচারনায় মুখরিত হত। জানা যায় ১৯৬৬ সালে তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক নাজেম আহমেদ চৌধুরীর উদ্যোগে আর্টস কাউন্সিল থেকে সপ্তাহব্যাপী এক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে এ অঞ্চলের নবীন প্রবীণ সাহিত্য সেবী এবং শিল্পীরা অংশ নেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী এটি জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এখানে একটি ২০০ আসনের সুদৃশ্য অডিটোরিয়ামসহ শিশুদের শিল্প সংস্কৃতির প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। মাননীয় জেলা প্রশাসক পদাধিকারবলে এর পরিচালনা কমিটির সভাপতি। ১৫ জন নির্বাচিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির মাধ্যমে এর পরিচালনা পর্ষদ পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রতিটি স্থানীয় জাতীয় দিবস উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে উদযাপনসহ জেলায় গুণীজন সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়ে থাকে। নৃত্যকলা, নাটক, সংগীত, আবৃত্তি, চিত্রাংকন ও তালযন্ত্রের উপর এখানে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জেলার স্বনামধন্য ওস্তাদগণ।

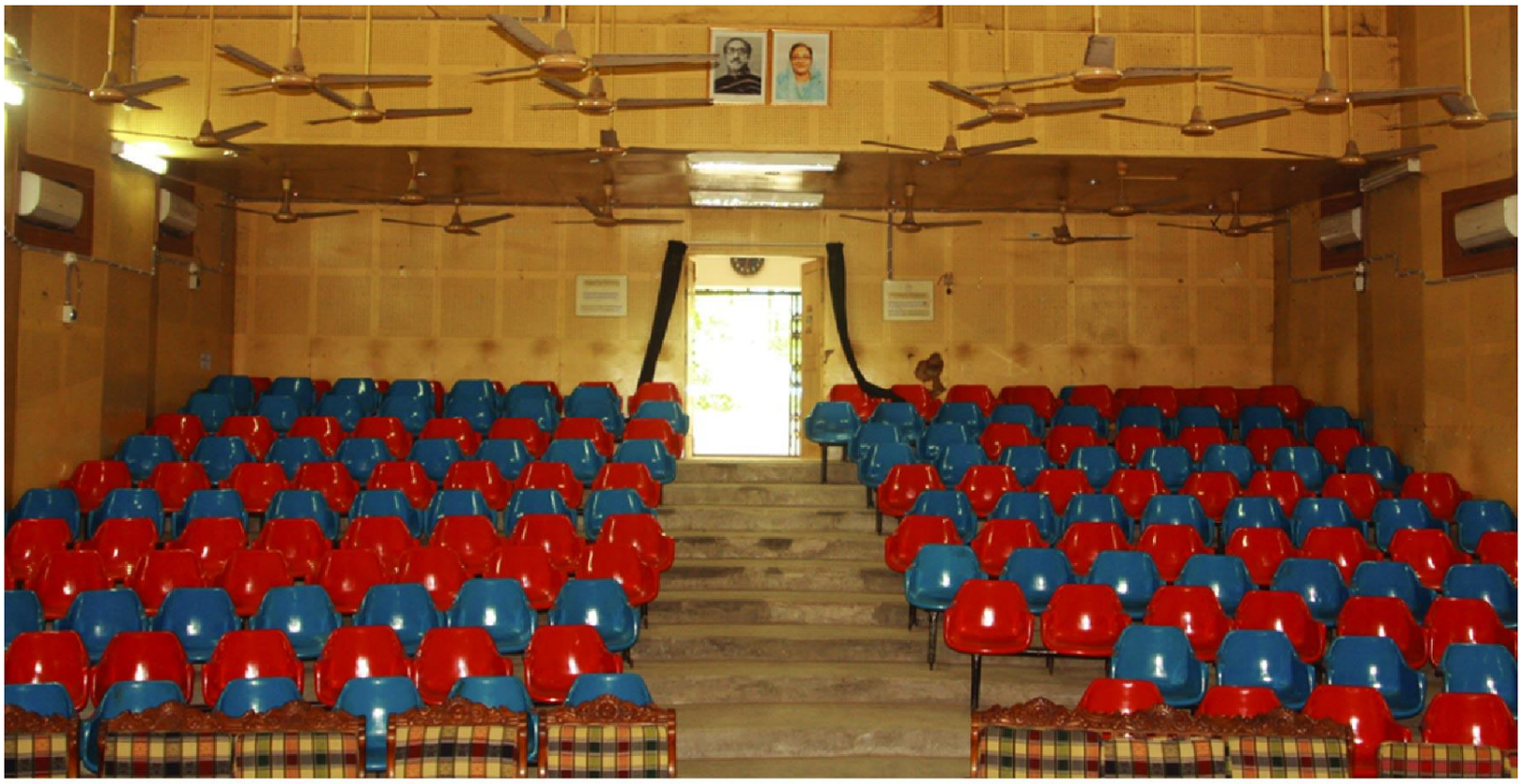

District Shilpakala Academy

Once the organization was the Arts Council. At the place of present district Shilpakala academy building, a children's footprint in the Arts Council on the development of art, literature and culture of the district were assembled in a single building. It is known that in 1966 a sub-divisional sub-divisional administrator Nazim Ahmed Chowdhury organized a cultural and literary conference for the week from the Arts Council. In this, young people from the region and young entrepreneurs participated.

After independence, it was turned into District Shilpakala Academy. Currently there is a 200-seat showroom auditorium with children's training room. Honorable Deputy Commissioner is the ex-officio Chairman of its committee. Its board of directors is managed by the executive committee consisting of 15 elected members. Every local, national day celebration is celebrated with enthusiasm and celebrations are organized in the district. Distinguished teachers of the district provide regular training on dance, drama, music, recitation, paintings and talent.

গাইবান্ধার শাহ আব্দুল হামিদ স্টেডিয়াম

গাইবান্ধার শাহ আব্দুল হামিদ স্টেডিয়াম। উত্তরজনপদের স্টেডিয়ামগুলোর মধ্যে অন্যতম স্টেডিয়াম হিসেবে স্থান করে নিয়েছে ক্রীড়াঙ্গনে। গাইবান্ধার হেলাল পার্ক ঈদগাঁহ মাঠ থেকেই গাইবান্ধার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন খেলার মাঠ আজকের শাহ আব্দুল হামিদ স্টেডিয়াম। যে মাঠে আজ থেকে সেই সুদীর্ঘ ৬০ বছর আগে প্রথম খেলাধুলা শুরু হয়েছিল।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর জনপদের তৎকালীন গাইবান্ধা মহকুমা শহরে ছিল না কোন ফুটবল খেলার মাঠ। আন্তঃস্কুল ও মহকুমা পর্যায়ের সব গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল খেলা এবং এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতা হতো শহরের কেন্দ্রস্থলের মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নয়তো পাশের ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে। মাঠের চারপাশে জায়গা কম থাকায় দর্শকদের খেলা দেখতে হতো পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে নয়তো বিদ্যালয়ের ছাদে উঠে। তবে সেসময়ে ক্রিকেট খেলা এতোটা জনপ্রিয় ছিল না। ফুটবল আর এ্যাথলেটিকস্ তখন ছিল অতি জনপ্রিয় খেলা।

গাইবান্ধার ক্রীড়া সংগঠকরা সেসময় খেলার মাঠের সমাধানে তৎপরতা শুরু করেন। এর ফলশ্রুতিতে তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক হেলাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী শহরের দক্ষিণে রেললাইনের পার্শ্বে বিনোদনের জন্য একটি পার্ক এবং কেন্দ্রীয় ঈদগাঁহ মাঠ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এজন্য ৫ একর জমি সংগৃহিত হয়। অনেক মানুষ তাদের জমি স্বেচ্ছায় দান করেন। বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক প্রয়াত ফজলুর রহমান চেচারু মিয়াও এই খেলার মাঠে জমিদান করেছিলেন বলে জানা গেছে। তবে, সে সময় ওই এলাকাটি ছিল নীচু জলাশয় এবং যা ছিল এ অঞ্চলের বড় বিল ভেকির বিলের অংশ। বৃটিশ আমলে এই বিলের মাঝখান দিয়েই রেললাইন নির্মিত হয়। এর পশ্চিমের অংশ এখনও ভেকির বিল নামেই পরিচিত। যদিও ইদানিং সেখানে এখন বিলের লেশমাত্র আর নাই। গড়ে উঠেছে অনেক বসতবাড়ি এবং আবাদিজমি।

মহকুমা প্রশাসক হেলাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নিজেও একজন ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। তাই তার ইচ্ছে ছিল এই ঈদগাঁহ মাঠেই দুই ঈদের নামাজ এবং পাশপাশি অন্য সময়ে তাকে খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা। অতঃপর ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংগৃহিত জমির পূর্বপাশে একটি পুকুর খুঁড়ে সেই মাটি দিয়ে নীচু জায়গা ভরাট করে ঈদগাঁহ মাঠ নির্মাণ করা হয়। আর পুকুরটার চারপাশের পাড় মাটি দিয়ে বেঁধে পুকুরের উত্তর পার্শ্বে একটি শান বাঁধানো ঘাটও নির্মিত হয়। আর এর নাম রাখা হয় মহকুমা প্রশাসকের নামানুসারে হেলাল পার্ক।

এরপর মহকুমা প্রশাসক ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগষ্ট ঈদগাঁহ মাঠে পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করে মাঠটি ট্রাস্টের কাছে হস্তান্তর করেন। শর্ত এবং চুক্তি থাকে যে, মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত ফুটবলসহ সবধরণের খেলা এই মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। খেলার টিকেট বিক্রয়লব্ধ অর্থের নির্ধারিত পরিমাণ টাকা পাবে ঈদগাঁহ ট্রাস্ট। মাঠ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। সেই ঈদগাঁহ ট্রাস্টের সদস্য ছিলেন তৎকালীন মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক ক্রীড়া সংগঠক ডাঃ মফিজার রহমান, আব্দুল আউয়াল খাঁ, দেবেন্দ্র নাথ রায়, লাবন্য বিকাশ রায়, সাইদুর রহমান, শাহ বশির উদ্দিন, শিক্ষক আব্দুল কাদের, অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ আমির উদ্দিন সরকার, ফজলুর রহমান চেচারু মিয়া এবং এতে পদাধিকার বলে সভাপতি ছিলেন মহকুমা প্রশাসক এবং সদস্য গাইবান্ধা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।

এরপর প্রয়োজনের তাগিদে ঈদগাঁহ মাঠ পাশের জমিতে স্থানান্তর করে এটি গাইবান্ধা স্টেডিয়াম হিসেবে পূর্ণাঙ্গ খেলার মাঠে রূপান্তরিত হয়। গাইবান্ধার কৃতি সন্তান বাংলাদেশ গণ পরিষদের প্রথম স্পীকার শাহ আব্দুল হামিদের নামানুসারে প্রাচীন এই খেলার মাঠের এখন নাম হয়েছে শাহ আব্দুল হামিদ স্টেডিয়াম। বর্তমানে এই স্টেডিয়ানে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ফুটবল, ক্রিকেট খেলা নিয়মিতভাবে চলে আসছে। গাইবান্ধা-২ আসনে সংসদ জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি সম্প্রতি বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় খেলা-ধূলা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

Shah Abdul Hamid Stadium in Gaibandha

Shah Abdul Hamid Stadium in Gaibandha. Among the stadiums, one of the stadiums has been named as the stadium. The historic playground of Gaibandha, Shah Abdul Hamid Stadium of today, from Helal Park Eidgah ground in Gaibandha. The ground that began today was 60 years ago.

Until 1957, Gaibandha subdivision of the northern towns had no football playground. Inter-school and sub-divisional level football and Athletics competitions were held at the city's central model high school ground or at the nearby Islamia High School ground. Because the places around the field were less co-opener, the audience would have to watch the game either standing in the street or on the roof of the school. However, cricket was not so popular at that time. Football and athletics were then very popular game.

The sports organizers of Gaibandha started their work to arange the playground. As a result, the then Sub-divisional Commissioner Helal Uddin Ahmed Chowdhury initiated the establishment of a park and central Eidgah ground for recreation on the south side of the city. For this reason, 5 acres of land was collected. Many people donated their land voluntarily. Distinguished sports organizer late Fazlur Rahman Checharu Miyo was known to have given land for the playground. However, at that time the area was low water and which was part of the big bill vekir bills in the region. During the British era, railways were built in the middle of this bill. The western part of it is still known as Vekir Bill. Although there are no more lapses in the bill there. Many homesteads and plantations have grown up.

Sub-divisional officer Helal Uddin Ahmed Chowdhury himself was also a good player. So he wanted to use Eid prayers in the Eidgah grounds and at other times he used it as a play ground. Then, in 1957, on the east side of the land collected, a pond was dug and the ground was filled with the ground and the Eidgah was built. The pond around the pond is built on the north side of the pond with a ponded ghat. It is named after Helal Park after the subdivision administrator.

Subsequently, the sub-divisional administration formed a trust to administer the Eidgah ground on 29 August 1957 and handed it to the Trust. Conditions and agreements are that all sports, including football run by sub-divisional sports organizations, will be held in this field. Eidgah Trust will get the amount of money that is available for ticket sale. For the preservation and maintenance of the field. The member of the Eidgah Trust was the sports organizer of the sub-divisional sports association, Dr. Mafizar Rahman, Abdul Awal Khan, Debendra Nath Roy, Labani Bikash Roy, Saidur Rahman, Shah Bashir Uddin, teacher Abdul Kader, retired district judge Amir Uddin Sarkar, Fazlur Rahman Checheru Mia. And in that the vice president was the sub-divisional administrator and chairman of the member Gaibandha Municipality.

Then, after the need to move to the Eidgah field on the field, it was converted to full playground as Gaibandha stadium. According to Shah Abdul Hamid, the Speaker of Gaibandha, the first Speaker of Bangladesh Public Assembly, the name of the ancient playground has now been named Shah Abdul Hamid Stadium. At present, the district and divisional levels of this stadium are playing football, cricket play regularly. In the Gaibandha-2 constituency, Whip of the Parliament, Mahbub Ara Begum Guinea has recently increased the game dust due to being elected president of Bangladesh Women Sports Association.

সার্কিট হাউস

সার্কিট হাউজের পটভূমি : গাইবান্ধা সদর উপজেলার ধানঘড়া মৌজায় ১.৫০০০ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে গাইবান্ধা সার্কিট হাউজ নির্মিত হয়।

সার্কিট হাউজের অবস্থান: গাইবান্ধা শহরের সন্নিকটে জেলা প্রশাসকের এবং পুলিশ সুপারের কার্যালয় সংলগ্ন ধানঘড়া (সুখনগর) এলাকায় গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী সড়কের দক্ষিণ পার্শ্বে গাইবান্ধা সার্কিট হাউজের অবস্থান।

অন্যান্য সুবিধা: সার্কিট হাউজের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৬০ আসন বিশিষ্ট এসি কনফারেন্স রুম ও ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি নন এসি ডাইনিং রুম রয়েছে। তাছাড়া প্রথম ফ্লোরে দুইটি ভিভিআইপি, ছয়টি ভিআইপি লাউঞ্জ এবং একটি ভিআইপি (এসি) ডাইনিং রয়েছে। সার্কিট হাউজের সম্মুখে একটি সুদৃশ্য ফুলের বাগান রয়েছে।

সার্কিট হাউজের উদ্বোধন: ১৯৯২ সালে গাইবান্ধা সার্কিট হাউজটি নির্মিত হয় এবং ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ সালে উদ্বোধন হয়।

যোগাযোগ: অভ্যর্থনা কক্ষের টেলিফোন নম্বর ০৫৪১-৫১৮৪৭, ভিভিআইপি কক্ষের টেলিফোন নম্বর-০৫৪১-৫১৭০০।

Circuit House

Circuit House Background: Gaibandha Circuit House was built on 1.5000 acres of land in Dhanghara Mauza of Gaibandha Sadar upazila in 1992.

Location of Circuit House: Location of Gaibandha Circuit House on the southern side of Gaibandha-Palashbari road in Dhanghara (Suhnagar) area adjacent to the Deputy Commissioner and Police Super office near Gaibandha City.

Other Benefits: There is 60 seated AC conference room and a non AC dining room with 50 seats on the ground floor of the circuit house. Besides, there are two VVIP, six VIP lounges and one VIP dining on the first floor. There is a lovely flower garden in front of the circuit house.

Inauguration of Circuit House: Gaibandha Circuit House was built in 1992 and opened on 23 September 1992.

Contact: Telephone number 0541-51847, VVIP telephone number-0541-51700.

এসকেএস ইন.

গাইবান্ধা শহরের অদূরে রাঁধাকৃষ্ণপুরে (তিনগাছ তল) এক সুন্দর মনোরম পরিবেশে, নয়নাভিরাম সবুজের উপর গড়ে উঠেছে এই রিসোর্ট। সুন্দর নামবিশিষ্ট ছোট ছোট কটেজ, বিশাল অডিটরিয়াম, সুন্দর ঝর্না, গাইবান্ধায় প্রমবারের মত আধুনিক সুমিংপুল ও আশেপাশের সবুজ সমারোহ।

কিভাবে যাওয়া যায়:

গাইবান্ধা জেলা শহর হতে রিক্সা, অটোরিক্সাযোগে যাওয়া যায়।

SKS Inn

The resort is located Radhakrishnapur (Tingas Tal) on a beautiful elegant environment, situated on the banks of Gaibandha town. Beautifully decorated small cottage, large auditorium, beautiful spring, the first time in the modern summer of Sumanpur and green surroundings in Gaibandha.

How to go:

From Gaibandha district headquarters, rickshaw, auto rickshaw can be taken.

ফ্রেন্ডশীপ সেন্টার

গাইবান্ধা শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে গাইবান্ধা-বালাসী সড়ক ঘেঁষে তারকাটায় ঘেরা একটি বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ। একপাশে বড় একটি ফটক। এই স্থাপত্যের নাম ফ্রেন্ডশীপ সেন্টার। গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের মদনেরপাড়া গ্রামে অবস্থিত এই ফ্রেন্ডশীপ সেন্টারটি।

এটি একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যালয়। সংস্থাটি চরের মানুষের জন্য কাজ করে। সরেজমিন পরিদর্শনে ফ্রেন্ডশীপ সেন্টার স্থাপত্য শিল্পে এক অনবদ্য সৃষ্টি। যা শুধু গাইবান্ধা তথা আমাদের দেশকে নয় অবাক করেছে বিশ্বকে। যার ফলশ্রুতিতে মিলেছে একাধিক বিদেশি অ্যাওয়ার্ড। ফ্রেন্ডশীপ সেন্টারটি সম্পূর্ণ মাটির নিচে অবস্থিত। অর্থাৎ ভবনের ছাদ ভূমি সমতলে। ছাদে লাগানো হয়েছে নানা জাতের ঘাস। ওপরদিক থেকে দেখলে মহাস্থানগড়ের প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের ছবি ফুটে ওঠে অনেকটা। যা দেখে স্বাভাবিকভাবেই যেকেউ অভিভূত হবেন। এই ভবনে চলে দাপ্তরিক নানা কর্মকাণ্ড। রয়েছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। ভেতরের সবকিছু দৃষ্টিনন্দন।

২০১২ সালের ১৮ নভেম্বর মদনেরপাড়া গ্রামে প্রায় আট বিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠা এ প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। সেন্টারের ভবনের আয়তন ৩২ হাজার বর্গফুট। 'আরবান কন্সট্রাকশন' নামে একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ফ্রেন্ডশীপ সেন্টারটি নির্মাণ করে। এতে ব্যয় হয় আনুমানিক আটকোটি টাকা। সময় লেগেছে প্রায় দুই বছর। এখানে রয়েছে দুইটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এরমধ্যে একটি শীতাতপ কেন্দ্র। কেন্দ্রদুইটিতে একসঙ্গে ২০০জন প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। আবাসিক কক্ষ রয়েছে ২৪টি। আবাসিক কক্ষগুলোর মধ্যে শীতাতপ পাঁচটি। সবগুলো কক্ষে ৫০জন লোক থাকতে পারবে। সেন্টারে রয়েছে উন্নত খাবার ব্যবস্থা। একসঙ্গে ৭০জন লোক খেতে পারে। পানি নিষ্কাশনের জন্য রয়েছে পাঁচটি নর্দমা। যারা আবাসিকে থাকবেন, তাদের জন্য রয়েছে অভ্যন্তরীণ খেলাধুলার ব্যবস্থা ও বই পড়ার লাইব্রেরি।

এখানে প্রতিদিন কেরাম, দাবা ও ব্যাডমিন্টন খেলা চলে। লাইব্রেরিতে আছে পাঁচশতাধিক বই। সেন্টারে রয়েছে আধুনিক ইন্টারনেট সুবিধা এবং উন্নতমানের মিউজিক সিস্টেমের সুযোগ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর। বিদ্যুৎ না থাকলে নিজস্ব জেনারেটরের ব্যবস্থাও রয়েছে। সুন্দর স্থাপত্য নির্মাণের জন্য ফ্রেন্ডশীপ সেন্টারটি ২০১২ সালে 'এ আর পাস ডি অ্যাওয়ার্ড' পায়। লন্ডনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আর্কিটেক্স রিভিউ এই পুরস্কার দেয়। এছাড়া চলতি বছর 'আগা খান অ্যাওয়ার্ড ফর আর্কিটেকচার' পেয়েছেন ফ্রেন্ডশীপ সেন্টারের স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক আগাখান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (একেডিএন) এই পুরস্কার দেয়। ফ্রেন্ডশীপ সেন্টারে প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ২৫দিনই সেন্টারের নিজস্ব কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলে। স্থানীয়ভাবে তৈরি ইটের গাঁথুনি দিয়ে নির্মিত ভবনটি দেখতে প্রতিদিনই ভীড় করে হাজারো দর্শনার্থী।

স্কাইভিউ- ফ্রেন্ডশীপ সেন্টার, গাইবান্ধা
Skyview Friendship Center, Gaibandha

Friendship Center

A vast green area surrounded by Gaibandha-Balasi road, about three kilometers away from Gaibandha city. A large gate in the middle. Friendly architectural name Friendship Center This Friendship Center is located in Madanpara village of Kanchipara union of Fulchari upazila of Gaibandha.

This is the office of a private development organization. The organization works for the people of Char. Friendship Center is a unique creation in the field of architecture. Which has not only surprised Gaibandha, but our country and the world. As a result, it is honoured with many foreign awards. The Friendship Center is located under complete soil. The rooftops of the eighth house on the ground floor. Different types of grass has been planted on the roof. The picture of ancient Buddhist monastery of Mahasthangarh shows a lot. Anyone who looks naturally will feel overwhelmed.

There are many official activities in this building. There are training centers, internal sports and lodging. Everything inside is spectacular.

On November 18, 2012, it was officially inaugurated at Madanpara village about eight bighas of land. The size of the center building is 32 thousand square feet. A contractor company, 'Urban Construction', built Friendship Center. It costs approximately 8 crore taka. It took almost two years. There are two training centers. In the meantime it is air-conditioned. You can take 200 training together at the center. There are 24 rooms in the residential room. Five of the residential rooms are air-conditioned.

There will be 50 people in all rooms. The center has a rich diet. Together 70 people can eat There are five drains for drainage. For those who are in the house, there are internal sports and books for reading in the library.

Everyday keram, chess and badminton are played. The library has five hundred books. The center has modern internet facilities and advanced music system opportunities and multimedia projectors. If there is no electricity, there is also its own generator system. Friendship Center gets 'A R Plus D Award' in 2012 for beautiful architectural construction.

London-based organization Architex Review offers this award. Besides, this year, the 'Aga Khan Award for Architecture' was received by Friendship Center's architect Kashif Mahbub Chowdhury. Swiss-based Agakhan Development Network (AKDN) has given this award. At least on 25 days every month in the Friendship Center, the center has its own or different organization activities. Thousands of visitors are crowded every day to see the locally built tower.

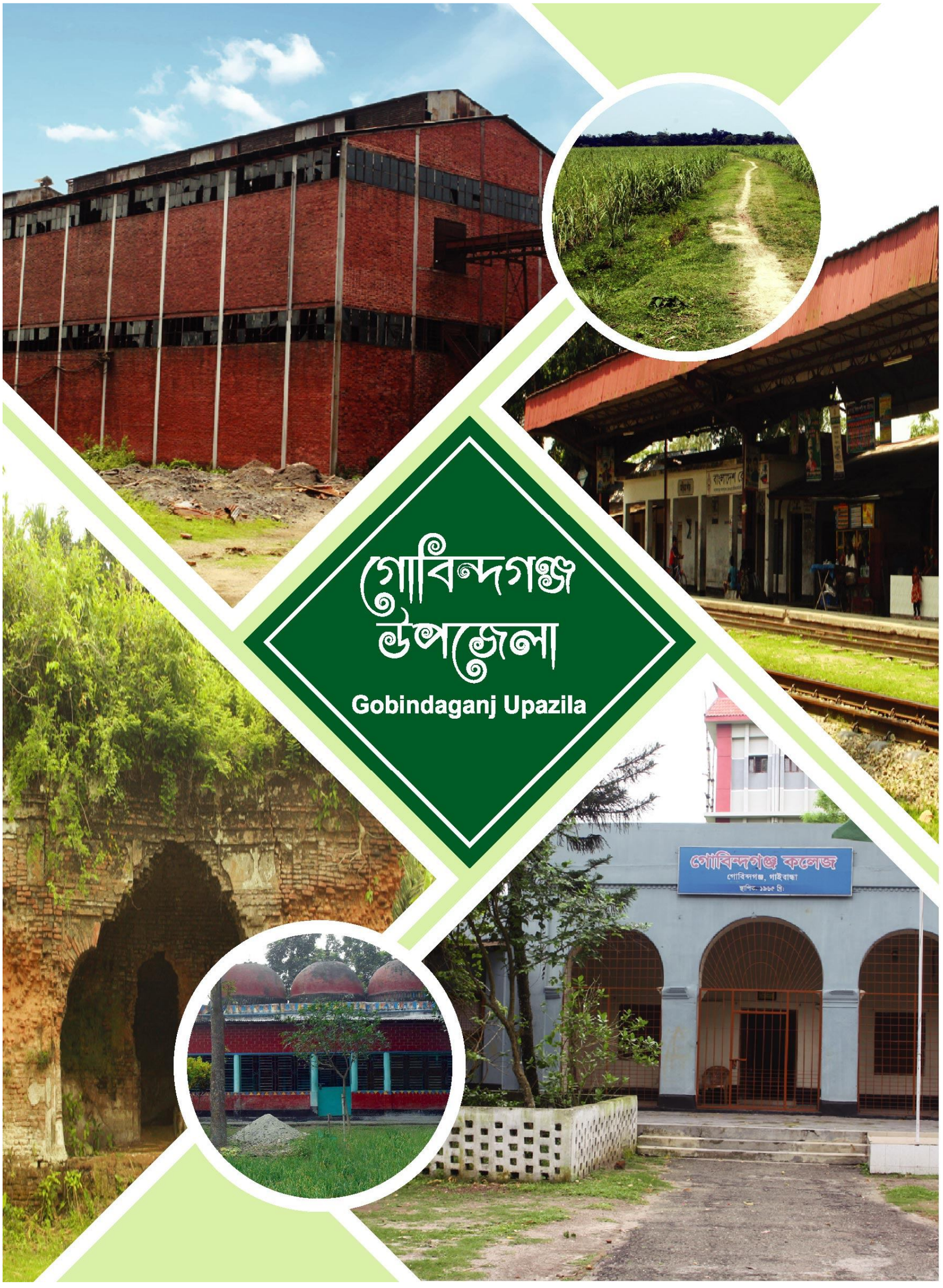

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা

Gobindaganj Upazila

পরিচিতি

করতোয়া নদীর তীরে প্রাচীন থানা গোবিন্দগঞ্জ। ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৯৩ সালে ২২নং রেজুলেশন অনুসারে রংপুর জেলায় ২৪টি থানা প্রতিষ্ঠা করেন, এর মধ্যে গাইবান্ধা এলাকায় ৩টির (গোবিন্দগঞ্জ, সাদুল্লাপুর ও ভবানীগঞ্জ) মধ্যে ২৭৮ বর্গ মাইলের গোবিন্দগঞ্জ থানা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৭৬ সালে হান্টার সাহেব প্রকাশিত বিবরণীতে জানা যায় তৎকালীন ভবানীগঞ্জ মহকুমার চারটি থানার নাম হচ্ছে (১) ভবানীগঞ্জ (২) গোবিন্দগঞ্জ (৩) সাদুল্লাপুর ও (৪) চীলমারী। ১৮২১ সালের ১৫ এপ্রিল বগুড়া জেলা গঠিত হওয়ার সময় গোবিন্দগঞ্জ বগুড়া জেলার অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৭৭ রংপুর ডিষ্ট্রিক্ট গেজিটিয়ারে প্রকাশিত তথ্য মতে ১৮৫৭ সালে ভবানীগঞ্জ মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৭১ সালের ১২ আগষ্ট আবার গোবিন্দগঞ্জ ভবানীগঞ্জ মহকুমার অধীনে আসে। ১৮৮০ সালে বড়লাট রিপনের আমলেই ১৭টি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় এবং ১৯৯৮ সালে গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হলে গোবিন্দগঞ্জ সদর ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয়ে ফুলবাড়ী ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সাবেক রংপুর জেলার প্রবেশদ্বার গোবিন্দগঞ্জ একটি ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। রাজা-জমিদারদের শাসনে এক সময় গোবিন্দগঞ্জ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। 'বিরাট রাজার কাহিনী' ও বিরাট নগরের অস্তিত্ব গোবিন্দগঞ্জের প্রাচীনত্বের উজ্জল নিদর্শন। বর্ধনকুঠির বিখ্যাত ও প্রচীন জমিদার এখানে বসবাস করায় থানাটির প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়। এছাড়াও গাইবান্ধা জেলার বৃহৎ/ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান রংপুর চিনিকল ও এর বাণিজ্যিক খামার সাহেবগঞ্জ ইক্ষু খামার ও গোবিন্দগঞ্জে অবস্থিত এবং শীতবস্ত্র তৈরীতে (হোসিয়ারী শিল্প) অনেকটা অগ্রসর। বাঙ্গালী জাতির হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐহিত্য, ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের অপূর্ব এ লীলাভূমির ঐতিহ্য বাঙ্গালীর সাংস্কৃতি আগামী প্রজন্মের গর্বিত সাংস্কৃতি চর্চার বাহন হিসেবে অগ্নিবীনা সঙ্গীত নিকেতন, চিন্তকসহ নানা প্রতিষ্ঠান এ উপজেলার অহংকার।

Introduction

Gobindogonj is an old thana on the bank of Karotoa. According to the resolution no. 22 of 1793, English Governor General Warren Hastings established 24 thanas in Rangpur district. Among those thanas, three (Gobindoganj, Sadullapur, Bhavaniganj) were in the Gaibandha area, and Gobindoganj was one of them with an area of 278 square miles. According to the description published by Mr. Hunter in 1876, the 4 thanas under the then Bhavaniganj are - (1) Bhavaniganj (2) Gobindoganj (3) Sadullapur and (4) Chilmari. During the formation of Bogura district on 15 April 1821, Gobindoganj was included under the Bogura district. According to the Rangpur gazetteer published in 1977, Bhavaniganj was established as a sub-division in 1857. Gobindoganj came under the Bhavaniganj sub-division again on 12 August 1871. In 1880, during the regime of Lord Ripon, 17 Union Parishad was formed. As a result of the establishment of Gobindoganj municipality in 1998, Fulbari union was established abolishing Gobindoganj Sadar Union.

Gobindoganj, the gateway to the former Rangpur district, is a historic Upazila. Once it had been controlled by the rules of kings and jamindars. The tale of Raja Birat and the establishment of Birat Nagar are the glazing instance of its antiquity. The thana was developed immensely because the famous and ancient jamindars of Bandhankhuti used to live here. Moreover, largest heavy industry of the district, Rangpur Sugar Mill and its commercially viable Sahebganj Sugarcane Farm, is also located at Gobindoganj. Hosiery industry for producing winter clothes is also advancing here. Cultural tradition of the Bangalee nation, the tradition of religion, caste and culture, the tradition of the Lilabhumi. The culture of Bangali is the pride of the next generation. It is the proud cultural festival of Agnibina songit Niketan, Chintak and other institutions.

নামকরণ

গোবিন্দগঞ্জ নামকরণ নিয়ে একাধিক মতামত পাওয়া যায়। ইতিহাসের বিভিন্ন উৎস থেকে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তন্মধ্যে সাঁওতালদের সনাতন গ্রন্থ 'সত্যং শিবং পুরান' মতে উত্তর পৌন্ড্রবর্ধন রাজ্যের প্রাচীন রাজারা হলেন- রাজা বিরাট, বালরাজ, হাতিয়াররাজ, মৎস্যরাণী, কুন্দরাম, কামেশ্বর, কাঞ্চনকুমার, নরেঙ্গারাজ, দেউলরাজ ও গোবিন্দ। রাজা গোবিন্দ'র নামেই গোবিন্দগঞ্জের নামকরণ হয়েছে। বর্তমান পৌরশহরে পুরাতন গোবিন্দগঞ্জ নামে খ্যাত এলাকার মৌজার নাম গোবিন্দপুর ও চক গোবিন্দ। চক গোবিন্দ মৌজায় মোঘল আমলের পূর্বে নির্মিত বিখ্যাত গোবিন্দ মন্দির ছিল। সেই মন্দিরে প্রতিদিন বিগ্রহ দর্শন ও পূঁজা দেয়ার জন্য শত শত ধর্মপ্রাণ ভক্ত আসত। কালক্রমেই এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে গোবিন্দগঞ্জ নামকরণ করা হয় বলে অনেকেই ধারণা করেন।

এছাড়াও ফার্সী শব্দ গঞ্জ এর অর্থ হাট-বাজার, বন্দর, গোলা বা শস্য ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান/কেন্দ্র। প্রাচীনকালে করতোয়া নদীর তীরে যে বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে উঠে তা মোঘল আমলে গঞ্জ হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। কালক্রমে অতীতের সেই রাজা গোবিন্দের স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখার জন্য গোবিন্দ নামের শেষে গঞ্জ শব্দ যুক্ত হয়ে গোবিন্দগঞ্জ নামকরণ হয়।

গোবিন্দগঞ্জের আর এক নাম গোলাপবাগ। ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের থানা মোড় চারমাথা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা গোলাপবাগ নামে পরিচিত। বৃটিশ শাসন আমলে বর্ধনকুঠির রাজা শ্যাম কিশোর বর্তমান বাজার এলাকায় একটি বিশাল গোলাপ ফুলের বাগান তৈরী করেন। সেই গোলাপ থেকেই এলাকার নাম গোলাপবাগ হয়।

Naming

There are more than one views regarding the naming of Gobindoganj. Among the information derived from various sources, according to the ancient book "Sottong Sebong Puran" of Santal community, the ancient kings of north Pundrabardhan are Raja Birat, Bal Raj, Hatiarraj, Matsorani, Kundoram, Kameswar, Kanchankumar, Norengaraj, Duelraj and Gobindo. Gobindoganj was named after King Gobindo. Old Gobindoganj (within the current municipality) is now under Gobindopur and Chakgobindo mauza. The famous Gobindo mondir built before the the Mughal Era was in Chakgobindo mauza. Hundreds of religious devotees used to come here to watch the image of the goddess as well as worship. Gradually it started familiarizing the area as gobindoganj after this mondir.

Moreover, the meaning of the Persian word Gonj is Hat Bazar, Bandar, Barn or a place / center of buying or selling crops. The commercial center established in the ancient era on the bank of the river Karotoa gradually started to become famous as Gonj in the Mughal Era. In course of time, to reminiscence and immortalize the king Gobindo, Gong was added to the end of his name and was called Gobindoganj.

Another name of Gobindoganj is Golapbag. The south western area from Charmatha of Dhaka Rangpur Highway is known as Golapbag. During the British Regime, King Sham Kishore of Bardhankuthi made a large rose garden in the current bazar area. This area is named as Golapbag after that rose garden.

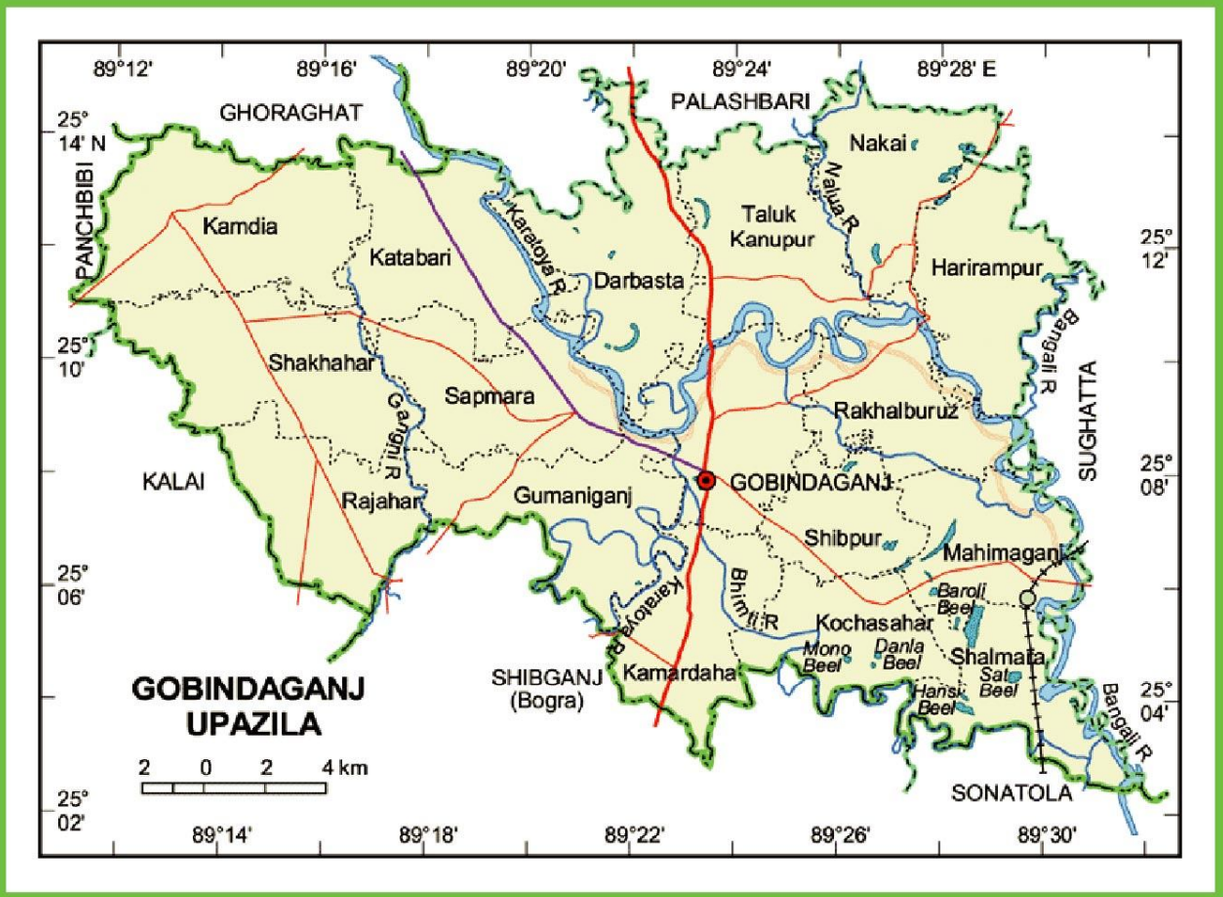

সীমানা ও আয়তন

জিওগ্রাফি অব বাংলাদেশ গ্রন্থ হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে ১৭৮৭ সালের ভয়াবহ বন্যা এবং ১৮৯৮ সালের শক্তিশালী ভূমিকম্পের ফলে বৃহত্তর রংপুর ও বগুড়া অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। তিস্তা নদীর গতি পথ পরিবর্তন, দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট ও গাইবান্ধা'র তুলশীঘাটের মধ্যবর্তী ১৫ মাইলের বিস্তীর্ণ নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় এবং করতোয়া, ঘাঘট ও কাটাখালীর মত ছোট নদীর উৎপত্তি হয়। এই করতোয়া নদীর তীরে প্রাচীন থানা গোবিন্দগঞ্জ অবস্থিত। প্রশাসনিক কারণেই গোবিন্দগঞ্জ কখনও বগুড়া'র সঙ্গে, কখনও ঘোড়াঘাটের সঙ্গে, কখনও ভবানীগঞ্জ, পলাশবাড়ী'র সঙ্গে যুক্ত ছিল। বর্তমান গোবিন্দগঞ্জের উত্তরে - পলাশবাড়ী, উত্তর পশ্চিমে - ঘোড়াঘাট, জয়পুরহাট ও কালাই, দক্ষিণে - কালাই ও শিবগঞ্জ, পূর্বে - সাঘাটা ও দক্ষিণ পূর্বে - সোনাতলা উপজেলা।

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বর্তমান লোক সংখ্যা ৫,১৪,৬৯৬ জন (পুরুষ ২,৫৫,৬০৯ জন ও মহিলা ২,৫৯,০৫৭ জন), আয়তন- ১,১৯,০২৯ একর বা ৪৬০.৪২ বর্গ কিলোমিটার। যার মধ্যে ৩৩৬টি মৌজা, ৫১১টি গ্রাম, ১৭টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা অবস্থিত।

Boundary and Area

According to the information derived from the book "Geography of Bangladesh", the geology of the greater Rangpur and Bogura area changed significantly due to the severe flood of 1787 and the strong earthquake of 1898. The course of the Tista River changed and the vast river area around 15 miles between Ghoraghat of Dinajpur and Tulsighat of Gaibandha were filled up; and as a result, small rivers like Karatoa, Ghaghot and Katakhali originated. Old Gobindogonj thana is located on the banks of this Karatoa river. For administrative reasons, sometimes Gobindogonj was connected to Bogura, sometimes to Ghoraghat, sometimes to Bhavaniganj and sometimes to Palashbari. Current Gobindogonj is bordered on the north by Palashbari, on the north west by Ghoraghat, Joypurhat and Kalai, on the south Kalai and Shibganj, on the east Saghata and on the southeast Sonatala Upazila.

Currently Gobindoganj Upazila has a population of 5,14,696 (male 2,55,609 and female 2,59,057) and has an area of 1,19,029 acre or 460.42 square kilometer. It includes 336 Mauzas, 511 villages, 17 unions and 1 municipality.

গোবিন্দগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ

গোবিন্দগঞ্জ থানা সদর হতে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার পূর্বে বর্ধনকুটি মৌজার প্রাচীন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষকে ঘিরে ১১.৮১ একর জমির উপর মনোরম পরিবেশে গোবিন্দগঞ্জ ডিগ্রি কলেজটির অবস্থান। কলেজটি ১৯৬৫ সালে কিছু- বিদ্যোৎসাহী ও কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রথম লেখাপড়া শুরু হয় গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে। এক বৎসর কার্যক্রম চলার পর কলেজটির সকল কার্যক্রম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় হতে মূল স্থানে অর্থাৎ বর্তমান কলেজ ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়ে অদ্যাবধি উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে পাঠদান করে আসছে। ১৯৬৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৬৮ সালেই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রথম পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৬৯ সালে স্নাতক পর্যায়ে পাঠদান শুরু হয় এবং ১৯৭২ সাল থেকে উক্ত পর্যায়ে পরীক্ষা কেন্দ্র বলবৎ হয়।

অত্র কলেজে বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ১৮টি বিষয়ের এবং স্নাতক পর্যায়ে বি.এ, বি.এস.এস, বি.এসসি ও বি.বি.এস-এ ১৯টি বিষয়ের অনুমোদন নিয়ে পাঠদান হয়ে আসছে। এ ছাড়াও ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা শাখায় ২টি ট্রেড চালু রয়েছে। কলেজটিতে ১৯৯০ সাল হতে মহাস্থান রেজিমেন্টের অধীনে ২-মহাস্থান ব্যাটালিয়নের আওতায় বি.এন.সি.সি এবং ১৯৯৯ সাল হতে রোভার স্কাউট কার্যক্রম শুরু হয়ে অদ্যাবধি সুনাম ও প্রশংসার সাথে এগিয়ে চলছে। এখানে সমৃদ্ধশালী গ্রন্থাগার, মানসম্মত বিজ্ঞানাগার, প্রয়োজনীয় খেলাধুলার ব্যবস্থা ছাড়াও রয়েছে আবাসিক ছাত্রাবাস, মসজিদ ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কমনরুম।

এ কলেজ থেকে ভালো ফলাফল নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অনেক শিক্ষার্থীই দেশের বিভন্ন স্থানে সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত থেকে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং অনেকেই দেশ পরিচালনা তথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জন করেছন।

Gobindoganj Degree College

Gobindoganj Degree College is located at Bardhankuthi Mouza around 1.5 kilometer east of Gobindoganj Thana Sadar on 11.81 acres of land in a beautiful environment, surrounded by the ruins of the ancient royal house. Some education enthusiasts and local leaders established the college in 1965. First higher secondary education started in at Gobindoganj Bahumukhi High School. One year later, all the functions of the college were shifted to its current campus from Gobindoganj Bahumukhi High School and it still continues its higher secondary and bachelor education here. In 1965, the college opened various subjects of higher secondary level. First higher secondary examination center was established here in 1968. In 1969, it started bachelor program and set up bachelor exam center in 1972.

In this college, there are 18 subjects in the Humanities, Science and Business Education section at higher secondary level, and with the approval of 19 subjects in BA, BSc, BSc and BBS at the Phase-level. Apart from this, two trade is going on in the business management sector from 1995-96 education year. In the college, since 1990, under the Mahasthan Regiment, under the 2nd Mahasthan Battalion, BNCC and the Rover Scout program started in 1999, and continues with good reputation and praise. In addition to the rich library, quality science, necessary sports arrangements, there is also the residential hostel, common room for mosques and students.

Many students who have come out with good results from this college have earned considerable fame from their respective occupations in different places of the country, and many have achieved establishment and reputation in the field of political leadership.

বর্ধনকুঠি

গোবিন্দগঞ্জকে ঘিরে যে প্রাচীন কীর্তিগুলোর নিদর্শন মিলে তাতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম যুগের সৃষ্টি বলে প্রমান মিলে। প্রত্ন নিদর্শন আয়তন এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা উত্তর জনপদের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। পুরাকালের পুন্ড্রবর্ধন, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালের বরেন্দ্র এবং আজকের ইতিহাস সমাদৃত গোবিন্দগঞ্জ তার প্রাচীন ঐতিহ্যের অনেক কিছু হারাতে বসেছে; এ মধ্যে বর্ধনকুঠি অন্যতম।

বর্ধনকোট বা বর্ধনকোঠি স্রষ্টা কে বা কারা তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। ডঃ নাজিম উদ্দিন আহমেদ প্রভাতচন্দ্র সেনের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, নরসিংহ দাসস্য ভোজ গৌড় রাজবংশীয় ব্যক্তি ছিলেন। রাজা রাজেন্দ্র নামে তাঁর এক বংশধর মহাস্থানে (পুন্ড্রনগর) নরসিংহের পতনের পর মহাস্থানের কয়েক মাইল উত্তরে গিয়ে নিরালাভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানকার রাজবাড়ীর নামকরণ করা হয় বর্ধনকোটা যা কালক্রমে বর্ধনকুঠিতে রূপ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং এবং কয়েক পুরুষ ধরে রাজত্ব করেন। কোন বর্ণনা মতে রাজা বর্ধনই বর্ধনকোট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষে উদ্ধারকৃত শিলালিপি পাঠ থেকে জানা গিয়েছে মহারাজ শ্রীধর বর্ধনের প্রপৌত্র, মহারাজা পাইখ বর্ধনের পৌত্র ও মহারাজা বিক্রমবর্ধনের পূত্র মহারাজা অংশু বর্ধন কর্তৃক বৌদ্ধ বিহারটি নির্মিত হয়েছিল।

বর্ধনকুঠি রাজ বাড়ীর শোভাবর্ধন ছাড়াও পানীয় জলের সমাধানের জন্য এখানে খনন করা হয়েছিণ সরোবর, দুধসাগর, রক্তসাগর, মলপুকুর, হাগড়ার দীঘি, রাণীর দীঘির মত অনেক ছোট বড় দীঘি।

Bardhankuthi

The evidences regarding the ancient archaeological sites of Gobindoganj prove that those were created in Hindu, Muslim or Buddhist Era. Gobindoganj Upazila has occupied a special place in northern areas of the country for its archaeological sites and historic significance. Pundrabardhan of ancient era, Barendra on the eve of Muslim victory and current historic Gobindogonj is about to lose many of its ancient traditions; Bardhankuthi is one of them.

There are differences in opinions regarding who was/ were the creator of Bardhankuthi. Quoting Provat Chandra Sen, Dr. Nazim Uddin Ahmed has written that Norsingho Dasosso Voz Gour was a man of royal dynasty. One of his predecessors named Raja Rajendra, after the fall of Norshingho in Mohasthan (Pundranagor), peacefully established a kingdom which was a few miles north of Mohasthan. Its royal house was named Bardhankota and in course of time, it got familiarized as Bardhankuthi. His dynasty ruled several generations. According to some references, King Bardhankot is the founder of Bardhonkot Kingdom. From the scriptures recovered from the ruins of the Buddhist Bihar, it is known that the Bihar was built by Maharaja Ongshu Bordhan; grandchild of Maharaj Sreedhor Bardhan, son of Maharaj Paikh Bordhan and son Maharaja Bikrom Bardhan. Many small and large dighi like Sorobor, Dudhsagar, Roktosagor, Molpukur, Hagrar Dighi, Ranir Dighi were dug to enhance the beauty of the royal house as well as to solve the water scarcity problem of the area.

মহিমাগঞ্জ রেল স্টেশন

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পূর্বপার্শ্ব ঘেসে যে রেল যোগাযোগ রয়েছে এর একটি স্টেশনের নাম মহিমাগঞ্জ রেল স্টেশন। যোগাযোগ ও মালামাল পরিবহনের প্রয়োজনে ১৯০৮ সালে এটি স্থাপিত হয়। এক সময় মহিমাগঞ্জই ছিল গোবিন্দগঞ্জের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণ কেন্দ্র। নৌপথের পাশাপাশি রেল পথের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। রংপুর সুগার মিলস্ লিমিটেড ভারী শিল্প কারখানাটির মালামাল পরিবহনের জন্য চিনি কলের অভ্যন্তরে রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকায় পরিবহন ক্ষেত্রে রেল স্টেশনটির গুরুত্ব ছিল অনেক। বর্তমানে মিলের উৎপাদন কমে যাওয়ায় স্টেশনটির গুরুত্বও কমে গেছে।

Mahimaganj Railway Station

One of the railway stations of the railway communication going through the eastern side of the Gobindognj upazila is Mahimaganj Railway Station. It was established in 1908 for transporting goods and communication. Once Mahimaganj was the center of commerce of Gobindoganj. The importance of railway along with river communication was very significant. The importance of the railway station was momentous because of the introduction of railway communication inside the Rangpur Sugar Mills to transport the goods of this heavy industry. Currently, the importance of the station has lessened because of the decrease of production of the mill.

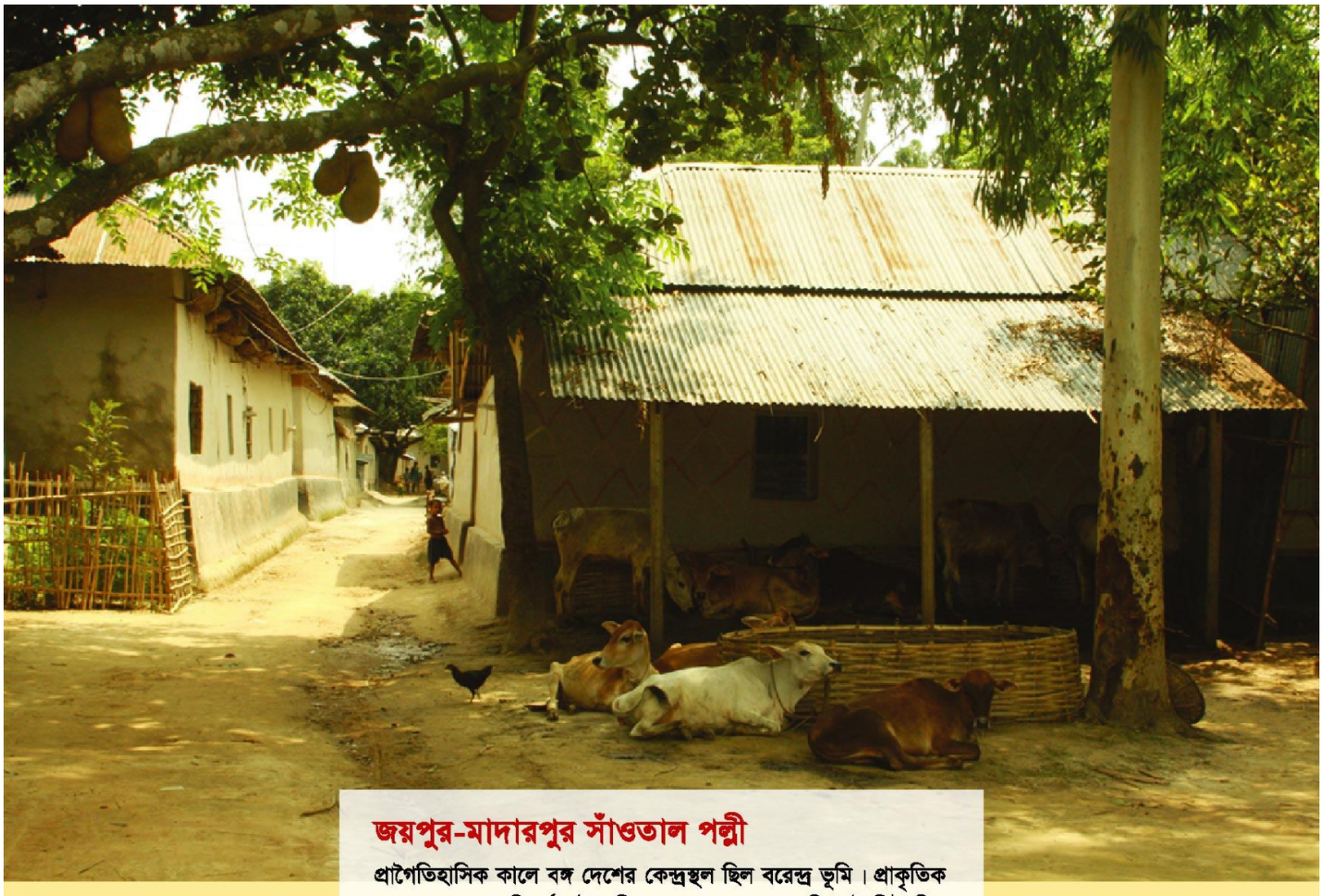

জয়পুর-মাদারপুর সাঁওতাল পল্লী

প্রাগৈতিহাসিক কালে বঙ্গ দেশের কেন্দ্রস্থল ছিল বরেন্দ্র ভূমি। প্রাকৃতিক সম্পদ-সম্ভারে পরিপূর্ণ এই সুবিস্তৃত অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট ছিল বৈচিত্রময়। বিস্তীর্ণ তুণাচ্ছাদিত সমতল ভূমি অঞ্চল, অঘন বনজঙ্গল, গাড়-পাহাড়, নদী-নালা, খাল-বিল, জলাশয় মিলে এই ভূ-ভাগ আদিম কালেই মানব বসতির উপযুক্ত অনুপম এক ক্ষেত্র হিসেবে বিদ্যমান ছিল। অনুকূল ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু, শিকারের প্রাণীর সহজলভ্যতা, বনজ খাদ্য বস্তুর প্রাচূর্য প্রভৃতির কারণে পরিভ্রমনশীল, আদিম মানবগোষ্টিকে এ অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট করে। চারপাশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বিচিত্র সব জানা-অজানা মানবগোষ্ঠী তরঙ্গের ন্যায় একের পর এক এই ভূখন্ড-বরেন্দ্রভূমিতে প্রবেশ করেছে। এই সব আদিম যাযাবর মানবগণ প্রজন্ম-প্রজন্মান্তর ধরে বহুবহু শতাব্দী পূর্ব হতে বরেন্দ্রভূমির বনজঙ্গলে, জলাশয়ের তীরে শিকার আহার্য্যের সন্ধানে বিচরণ করেছে। আধুনিক মানবযোষ্ঠীর একটি অংশ অতীতে ফেলে আসা অরণ্যে স্থিত জনগোষ্ঠীই আদিবাসী নামে পরিচিত।

সাবেক বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলা নিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চল এর বর্তমান জনসমষ্টিকে দু'টি ভাগে বিভক্ত, একটি 'হিন্দু-মুসলিম অধিবাসী' অপরটি 'আদিবাসী'। আদিবাসী সাঁওতাল, ওঁড়াও, পাহাড়িয়া ও মহালী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাঁওতালদের নিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চলের উত্তর-দক্ষিণ মাঝামাঝি গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার জয়পুর-মাদারপুর সাঁওতাল পল্লী অবস্থিত। সাঁওতালরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত এবং সাঁওতাল ভাসায় গোত্রগুলোকে 'পারিস' বলা হয়। গোত্রগুলো হচ্ছে - হাঁসদা, মুরমু, হ্যাম্বরম, মারান্ডি, সোরেন, টুডু, বাসিক, কিসকু, বেশরা, চুঁড়ে, পাউরিয়া ও চিলবিলি। এ গোত্রগুলো টোটেম সম্পর্কিত গাছ, জীবজন্তু, পশুপাখি ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত।

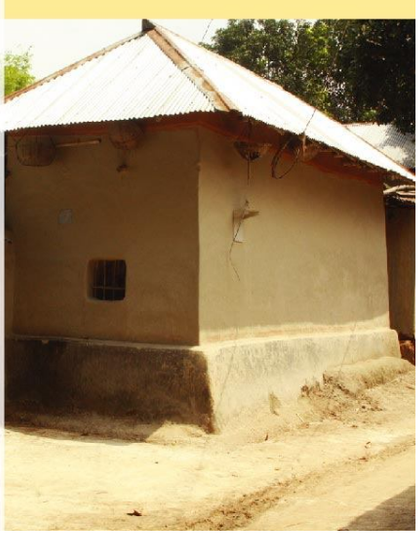

Joypur-Madarpur Santal Palli

During the prehistoric times, the center of Bengal region was the Varendra land. The natural features of this vast region filled with natural resources were varied and varied. This land was found to be an unique field of human settlement in the primitive period, with vastly subtropical plain land areas, intruding forests, terrestrial, river-trails, canal-bills and water bodies. Due to the favourable natural environment and climate, availability of prey animals, the abundance of forest food items, etc. attracted the primitive human species to this region. All known and unknown people from different regions around the world have come into this land-wide region after one wave. These primitive nomad people travel in the forests of Varendra, in search of prey of hunting on the shores of the water bodies, from the many generations before the generation-generation. A part of the modern human family is known as Adivasi in the forests left in the past.

With the division of the former broader Rajshahi division, the current population of the varendra region is divided into two parts, one is Hindu and Muslim resident, and the other is 'Adivasi'. In the north-south of Varendra region, with the Santals between the indigenous Santal, Orao, Paharia and Mahali communities, Joypur-Madarpur is situated in Gobindaganj upazila. The Santals are divided into different tribes and tribes are called 'Parish' in the Santal Vaas. The tribes are - Hansda, Murmu, Hammamam, Marandi, Soren, Tudu, Besik, Kisku, Pratra, Katha, Pauriya and Chilbili. These tribes are characterized by totem related trees, animals, Animal bird etc.

মাস্তা মসজিদ

মুসলিম স্থাপত্যের শিল্পের অন্যতম নিদর্শন মসজিদ। মসজিদ সমূহকে ইতিহাসের কালক্রমে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ সুলতানী আমলে এবং দ্বিতীয় ভাগ মোঘল আমলে নির্মিত হয়। গোবিন্দগঞ্জ এলাকায় বিশেষতঃ মোঘল আমলে যে সমস্ত মসজিত নির্মিত হয় এর মধ্যে মাস্তা মসজিদ মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন। মসজিদটির এলাকার জনশ্রুতি মতে এককালে অত্র এলাকায় বাদশা ফকির নামে একজন প্রভাবশালী ও ধর্মপরায়ন ব্যক্তির বাস ছিল। তিনি এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদটির নাম প্রাচীন মাস্তা লাল মসজিদ। এটি একটি জামে মসজিদ। মাস্তা গ্রামে অবস্থিত বলেই এটির নাম হয়েছে মাস্তা মসজিদ। স্থানীয়ভাবে একে কেউ কেউ বাদশা ফকিরের মসজিদ বলেও ডেকে থাকেন।মসজিদটি কোন সময় নির্মিত হয়েছে কোন সূত্র থেকে অদ্যাবধি তা জানা যায় নি। তবে পরিমাটি এলাকায় নির্মিত মসজিদের অবস্থা, মসজিদের নির্মাণ কৌশল ও মোঘল আমলের মসজিদ স্থাপত্যের বৈশিষ্টের সূত্র ধরে বলা যায় যে, মাস্তা মসজিদটি মোঘল আমলের কোন এক সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৩৫ ফুট ও প্রস্থ ১৬ ফুট। চারকোণে চারটি স্তম্ভ, একই আকারে তিনটি গম্বুজ, তিনটি দরজা আছে, তবে কোন জানালা নেই। মসজিদের একটু দুরে একটি মাজার আছে যা বাদশা ফকিরের মাজার হিসেবে ধরা হয়। ১০ শতাংশ জমির উপর অবস্থিত এই মসজিদ ও মাজারকে লোকজন যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে থাকেন।

Masta Mosque

Mosque is one of the symbols of Muslim architecture. On the basis of historical chronology, mosques can be classified into two types. First type is built in the Sultani Era and the second type is built in the Mughal Era. Masta mosque is one of the symbols of the Muslim architectural mosques built especially in Gobindoganj area in the Mughal period. According to the hearsay of the adjoining areas of the mosque, once a religious and influential Badsha Fakir of the area lived here. He built this mosque. It is called ancient Masta lal Mosque. It's a jame mosque. It is called Masta mosque as it is located at Masta village. Locally, it is also called Badsha Fakir Mosque. There is no reliable resource till today regarding the time of the construction of the mosque. But from the condition, building strategy of the mosque, and the characteristics of the mosques built in the Mughal period, it can be said that the mosque was built within the regime of the Mughal Era.

The mosque is 35 feet by 16 feet. It has 4 pillars in 4 corners, 3 domes of the same size on the above and 3 doors; but it has no window. There is a Majar close to the mosque which is thought to be the mosque of Badsha Fakir. People show proper respect to this mosque and Majar which is built on a 10-decimal land.

বাহা উৎসব

আদিবাসীরা অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। সারা বৎসর বিভিন্ন পর্ব উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পালনের আনন্দের মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়ে থাকে। সাওতালদের সাংস্কৃতিক জীবন পার্বণ বিভিন্ন উৎসবের স্রোত ধারায় প্রবাহিত। এ সব উৎসবের মধ্যে একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসবের নাম 'বাহা উৎসব'। বাহা শব্দের অর্থ পুষ্প। ফাল্গুন মাসে বসন্তের আগমনের সাথে এ উৎসব শুরু হয়। সাধারণত যুবক-যুবতীরাই এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। সাঁওতালরা বাহা উৎসবের পূর্বে মাথায় ফুল পড়ে না, মহুয়া ফুলের তৈরী বা ফুলের তৈরী খাবারও খায় না, এটা সাঁওতালদের শৃংখলা শেখায়। আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে নায়েকের(ঠাকুর) মাধ্যমে গোটটান্ডি (দেবত্তর স্থান)-তে নানা রকম ফুল দিয়ে পূজা করে এবং পায়রা, ছিমছান্ডি, চাউল (কবুতর, মোরগ, আতপচাল) দিয়ে পোলাও রান্না করে বিতরণের প্রথা অত্যন্ত চমকপ্রদ। ওঁড়াও সম্প্রদায় এ উৎসবকে 'ফাগুনা উৎসব' বলে পালন করেন। সাঁওতালদের বাহা ছাড়াও সহরাই, এরোক, লবান প্রভৃতি উৎসব আছে।

বাহা উৎসব মঞ্চ, গোবিন্দগঞ্জ

Baha Festivals

Indigenous people are very entertaining. Throughout the years, they pass their life by celebrating various festivals and social occasions. The cultural life of the Santals flows through various streams of different festivals. Among these festivals, the name of a traditional festival is 'Baha Festival'. The word 'Baha' means flower. This festival begins with spring arrival in Falgun. Usually young boys and girls participate in this festival. Before the Santals Baha festival, they do not wear flower on the dead and they do not eat foods made of flowers. It teaches the discipline of the Santals. By inviting relatives and worshiping Naok (Thakur) through various flowers in Gottandi Debottor Place) and the custom of distribution of Palao with pigeons, camphor, rice (Pigeon, Cock, Atopchail) are very surprising. The Orawo community celebration the festival as Faguna festival: In addition to the Santals Baha festival, there are festivals such as Sahrai, Erok, Loban etc.

বাগদা খামার

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৬-৭কিঃমিঃ উত্তর-পশ্চিমে সরকারের একটি ইক্ষুফার্ম আছে, যার নাম বোগদহ ফার্ম বা বোগদা ফার্ম বা বাগদা ফার্ম বা বাগদা খামার। মৌজার নাম বোগদহ (জে.এল নং-১৩৭) হলেও এ স্থান সাহেবগঞ্জ নামে অধিক পরিচিত। ১৯৫৪-৫৪ সালে ৭টি এল.এ কেসের মাধ্যমে ১৯৪৮ সালের ভূমি হুকুম দখল আইন দ্বারা প্রায় ২০০০ একর জমি ফার্মের জন্য হুকুম দখল করা হয়। বাগদা খামার এলাকার পূর্ব প্রান্তে একটি বড় হাট আছে, নাম সাহেবগঞ্জ। এ বোগদহ এবং সাহেবগঞ্জ এলাকায় ২৪ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে প্রচীনকালে একটি সুবিশাল নগরীর অবস্থান ছিল। ফার্মের বিশ্রামাগারের নিকটবর্তী একটি ঢিবিতে উৎখননের পরে ৯.০৯ মিটার X ৯.০৯ মিটার আয়তনের একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে এবং এখানে বিচিত্র ধরনের প্রত্নবস্তু আবিস্কৃত হয়েছে।

Bagdha Farm

There is a government sugarcane farm around 6-7 kilometer northwest of Gobindoganj Upazila named Bogdah farm or Bogda farm or Bagdda farm or Bagda Khamar. Though the name of the mouza is Bogdah (JL No. 137), the area is popularly known as Sahebganj. Around 2,000 acres of land were acquired for sugarcane farm (Bagdha Farm) through 7 LA cases under the land acquisition act, 1948 in 1954-54 season. There is a big bazar on the eastern side of the Bagda Farm area named Sahebganj. A big city was located across the 24 square km area of Bogdaha and shahebganj. Near the rest house of the farm a building of 9.09 square meter was excavated and many a variety of archeological materials were found.

রাজা বিরাট

প্রাচীন মানব সভ্যতার লীলাভূমি বরেন্দ্র অঞ্চল। বরেন্দ্র অঞ্চলে সে যুগে যেসকল দূর্গনগরী গড়ে উঠেছিল এবং কালের বিবর্তনে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে, নিদর্শন হিসেবে আজও কিছু না কিছু টিকে আছে তার মধ্যে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা সদর হতে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিমে আবিস্কৃত বিরাট নগর একটি অতি প্রাচীন স্থান। ১৯৫৮-৬০ খ্রিঃ প্রস্তুত মেজর সেরউলের মানচিত্রে এ স্থানকে ব্রাদ বাজার গড় বলে অভিহিত করা হয়েছে। অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ও সেগুলোর চিহ্ন এ এলাকায় আছে। ১৮০৭-০৮ খ্রিঃ ফ্রান্সিস বুকানন এ স্থান পরিদর্শন করে যে প্রতিবেদন রেখে গেছেন তা থেকে জানা যায় প্রাচীন কালে একটি বিরাট দূর্গনগরীর অবস্থান ছিল যার চারদিকে ছিল মাটির তৈরী সুউচ্চ প্রাচীর এবং প্রাচীরের বাইরে ছিল প্রশস্ত ও গভীর পরিখা।

গোবিন্দগঞ্জে অবস্থিত রাজা বিরাট নেপাল রাজ্যের বৈরাট নগরাধিপতি মহারাজ উত্তরের একমাত্র পুত্র ছিলেন। তিনি মৃগয়ার্থে বৈরাট নগর হতে আলোচ্য বিরাট বনে আগমন করেন। মহারাজ উত্তরের পুত্র যুবরাজ বিরাট এই বিরাট বনের এক উচ্চ ভূমিতে রাজবাড়ী ও নগর নির্মাণ করেন। ১১২২ খ্রিঃ পর্যন্ত বিরাট নগরের অস্তিত্ব ছিল। ১১৫৩ সালে এক মহাপ্লাবনে বিরাটের অংশ ও কীর্তিসমূহ ধ্বংস হয়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে ঐ স্থান গভীর অরণ্যে পরিণত হয়। প্রাচীন এই বিরাট নগরে আজ পর্যন্ত অসংখ্য প্রত্ন- প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষ ও সে গুলোর চিহ্ন নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম সুউচ্চ প্রাচীর, গভীর পরিখা, বিরাট অট্টালিকা, সুন্দর ড্রেন পাইপ, পাথরের কপাট, তোরনের চূড়া, রাজ মন্দির, রাজদরবার, অতিথি শালা, নাট্যশালা, প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ ইত্যাদি।

Raja Birat

Barendra area is the pleasure-ground of the ancient human civilization. The fort cities that were established during that era in the Barendra area, most of those have turned into ruins in course of time; yet some of those are still in existence and one of those ancient cities discovered is Birat Nagar which is around 14 kilometers west of the Gobindoganj Sadar Upazila. In the map prepared by Major Serul in the 1958-60 period, this place has been teermed as "Brad Bazar Garh". The ruins and relics of innumerable archaeological sites still exists in the area. From the report prepared by Francis Buccanon after visiting the site in the 1807-08 period, it is known that there was an ancient fort city which was surrounded by high earthen wall in the inside and a long and deep ditch in the outside.

Raja Birat of Gobindoganj was the only child of the Maharaj Uttar who was the king of Boirat city of the Kingdom of Nepal. He came to the talked Birat forest from the Birat city to hunt deer. Prince Birat, son of Maharaj Uttar, built a royal house and a city on the highlands of the forest. The city of Birat was in existence up to 1122 AD. In 1153, a deluge destroyed the remains and evidence of the city and gradually the area turned into a dense forest. This ancient city still remains with the innumberable ruins of the archaeological site including High wall, deep ditch, large palace, beautiful drain pipe, stone doors, royal temple, royal hall, guest room, theatre, famous places etc.

রংপুর সুগার মিলস্ লিমিটেড

১৯৫৪ সালে রংপুর সুগার মিলস্ লিমিটেড ভারী শিল্প কারখানাটি ৩৫ একর জমি নিয়ে কাজ শুরু হয়ে ১৯৫৭ সালে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ১৯৫৭-৫৮ মৌসুম থেকে মিলের উৎপাদন কাজ শুরুর হয়। পরবর্তীতে ৭টি এল.এ কেসের মাধ্যমে ১৯৪৮ সালের ভূমি হুকুম দখল আইন দ্বারা প্রায় ২০০০ একর জমি ইক্ষু ফার্মের (বাগদা ফার্ম) জন্য হুকুম দখল করা হয়; যা উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নে অবস্থিত এবং সাহেবগঞ্জ ইক্ষু খামার নামে পরিচিত। এক সময়ের এশিয়ার বৃহত্তম এই চিনিকলের দৈনিক মাড়াই ক্ষমতা ১৫০০ মেঃ টন। মিল এলাকায় আখ চাষ উপযোগী জমির পরিমান ৩৯০০০ একর। আখ সাব জোনের সংখ্যা ৮টি এবং ৪২টি ক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।

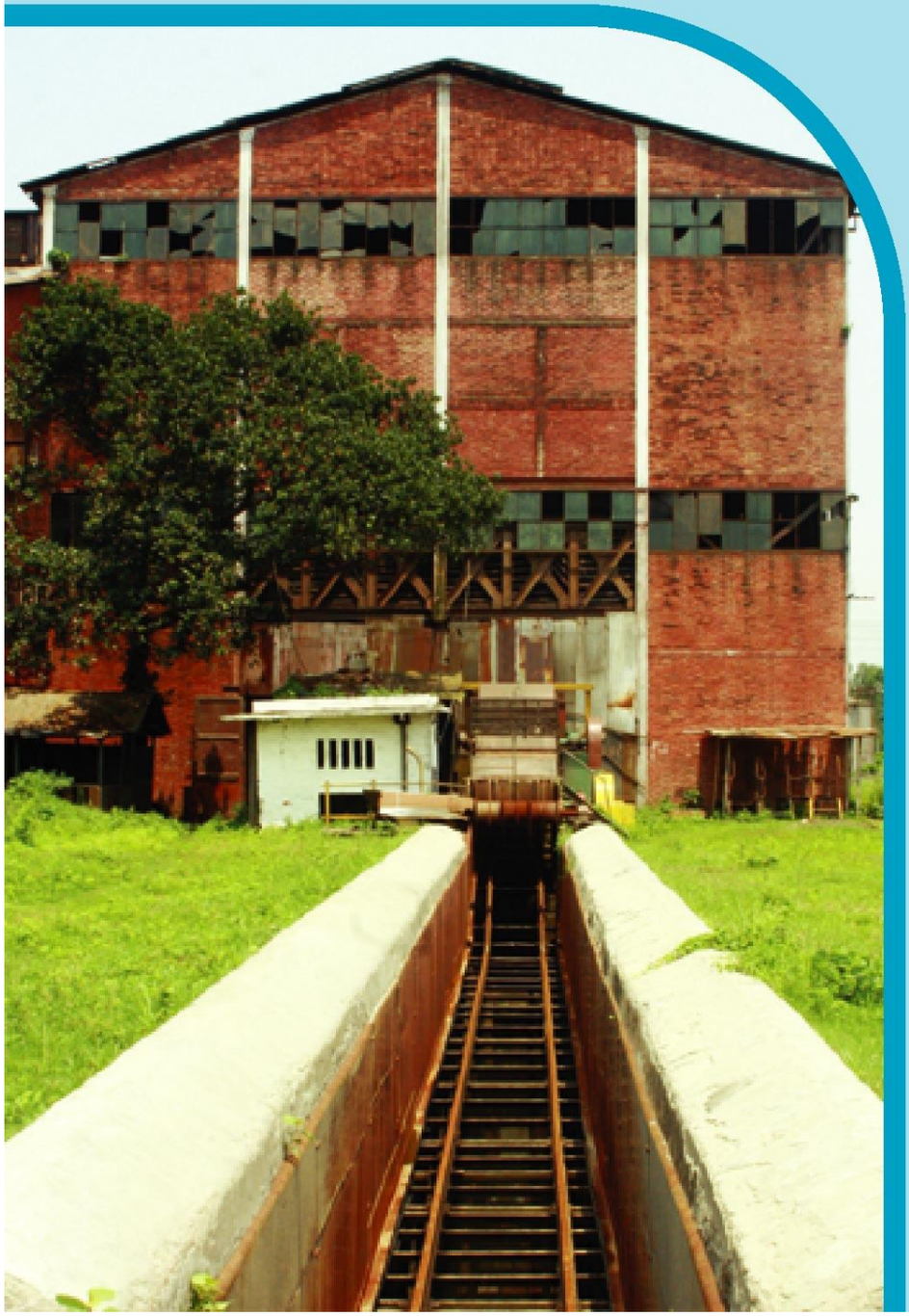

Rangpur Sugar Mills Limited

The heavy industry Rangpur Sugar Mills Limited started operations in 1954 on 35 acres of land and its construction work ended in 1957. The mill started its production in the 1957-58 season. Later on, around 2,000 acres of land were acquired for sugarcane farm (Bagdha Farm) through 7 LA cases under the land acquisition act, 1948. The farm is at Sapmara union of the Upazila and is also called as Sahebganj Sugarcane Farm. It was once the largest sugarcane mill of Asia with the daily harvesting capacity of 1,500 MT. The amount of land suitable for sugarcane production in the mill area is 39,000 acres. It has 8 sugarcane sub-jones and 42 sales centers.

চিন্তক

কিছু চিন্তাশীল মানুষকে নিয়ে চিন্তক গঠিত। চিন্তক এক চলমান প্রক্রিয়া। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় বেড়ে উঠেছে বাঙ্গালী জাতির হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐহিত্য। ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের অপূর্ব এ লীলাভূমির ঐতিহ্য বাঙ্গালীর সাংস্কৃতি। আজও আগামী প্রজন্মের গর্বিত সাংস্কৃতি চর্চার বাহন হিসেবে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে "চিন্তক" এর জন্ম।

এই সংগঠনটি গোবিন্দগঞ্জের হাজার বছরের সামাজিক–সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ, এই এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিলুপ্ত প্রায় সাংস্কৃতি ঐতিহ্যকে বিশ্ব সংস্কৃতিতে স্ব–মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদের আর্থ–সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো, এই এলাকার দুস্থ/অস্বচ্ছল প্রতিভাবানদের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা দান, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি কারণসহ সুষ্ঠু নাট্য চর্চার মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতির নিজস্ব আঙ্গিক নির্মাণ ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতা যুদ্ধে বাস্তব প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ও সঠিক ইতিহাস জানার জন্য আলোচনা অনুষ্ঠান ও সেমিনারের ব্যবস্থা করা, এতিম ও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও পূর্ণবাসন মূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, মাদক বিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ ইত্যাদি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে "চিন্তক" কাজ করে যাচ্ছে।

Chintok

Chintok is formed with some thoughtful people. Chintok is a continuous process. The thousand years tradition of culture of the Bangali nation raised in the bank of Padma, Meghna, Jamuna, and Brahmaputra. The religious caste and creed of this unique pleasure land or Bangalees culture.

Chintok was formed as the medium of glorious culture exercises for the generation of today and the future. Chintok is working as a cultural organization to preserve the socio-culture of Gobindoganj, to establish the decayed cultural tradition of the indigenous people of this region and to develop their socio-economic management, to help flourish the merit of the poor talents of their region, to create mass awareness indifferent matters by cultural activities as well as to build the Bangalee's own style by practicing read drama, to create social values by the declaration of logical facts and by observing different national days, to arrange discussion meeting and seminar for knowing the spirit of the Liberation War and the introduction of the Liberation War and its real history, to take program on the welfare of the orphan and disabled for rehabilitation and for implementation and taking anile drag program for achieving the goal of its aims and objectives.

পলাশবাড়ী উপজেলা

Gobindaganj Upazila

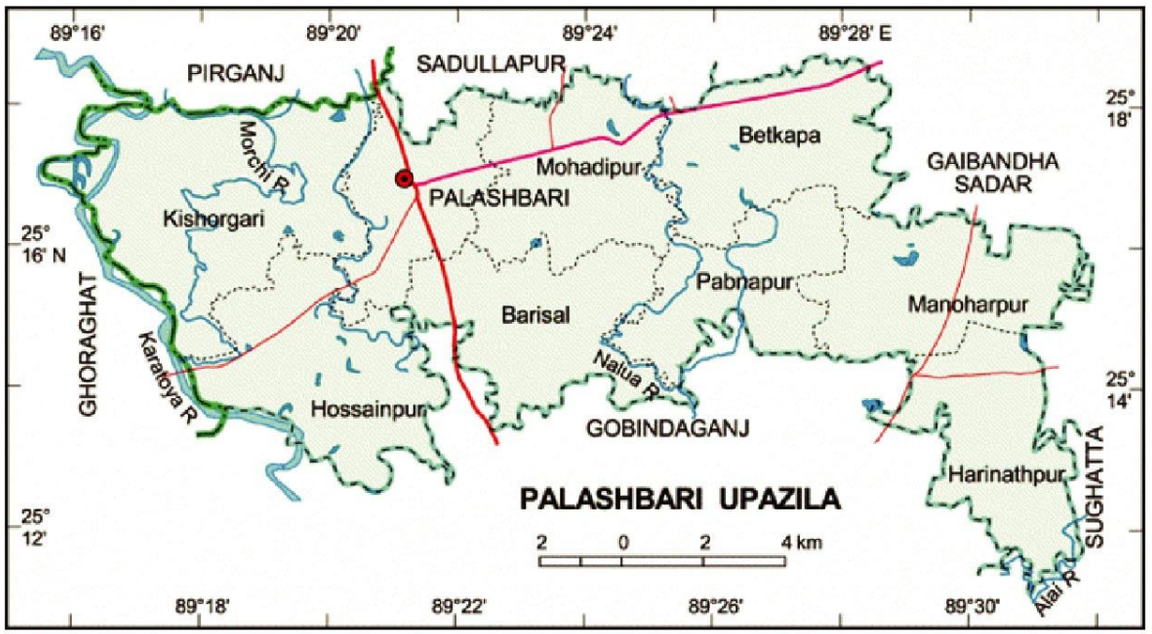

পরিচিতি

আয়তন- ১৮৫.৩৩ বর্গকিঃমিঃ

জনসংখ্যা - ২,৩১,৭৫৫ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)

ঘনত্ব- ৪৫০ জন প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ

নির্বাচনী এলাকা- সাদুল্যাপুর-পলাশবাড়ী (জাতীয় সংসদ আসন ৩১- গাইবান্ধা-৩)

ইউনিয়ন সংখ্যা- ০৯ টি (১নং কিশোরগাড়ী, ২নং হোসেনপুর, ৩নং পলাশবাড়ী, ৪নং বরিশাল, ৫নং মহদীপুর, ৬নং বেতকাপা, ৭নং পবনাপুর, ৮নং মনোহরপুর, ৯নং হরিনাথপুর)

খানা - ৫৩,৯৯৯টি

মৌজা - ১৬০টি

সরকারি হাসপাতাল- ১টি (৫০ শয্যা)

ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র- ০৫টি

কমিউনিটি ক্লিনিক- ৩৩টি

পোষ্ট অফিস- ১২টি

নদনদী- ২টি (আখিরা নদী স্থানীয় নাম মর্চ নদী ও নলেয়া নদী। করতোয়া নদী উপজেলার পশ্চিম সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।)

হাট-বাজার - ১৪টি

ব্যাংক-০৫টি (সোনালী, জনতা, কৃষি, রাকাব এবং কর্মসংস্থান)

শিক্ষার হার- ৪৭.০৬ (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)

সরকারি ডিগ্রি কলেজ-০১টি

পাকা রাস্তা- ১৬০ কিঃমিঃ (প্রায়)

At a glance

Area: 185.33 square kilometers.

Population: 2,31,755 people (according to the 2011 census)

Density: 450 people per square kilometer.

Electoral Area: Sadullapur-Palashbari (Jatiya Sangsad seat 31, Gaibandha-3)

Union: 09 (1. Kisorgari, 2. Hossainpur, 3. Palashbari, 4. Barisal, 5. Mohdipur, 6. Betkapa, 7. Pabnapur, 8. Monoharpur, 9. Harinathpur)

Khana: 53, 999

Mouza: 160

Government hospital: 01 (50 seated)

Union sub-health center: 05

Community Clinic: 33

Post Office: 12

River: 2 (Akhia river, locally called Mourcha river and Nolliya river. Karatoa river flows through the western side of the Upazila)

Hat-bazar: 14

Bank: 05 (Sonali, Janata, Krishi, RAKUB and Kormoshonghosthan)

Literacy rate: 47.06 (according to the 2011 census)

Government Degree College: 01

Pucca Road: 160 km

নামকরণ

মোঘল সম্রাট আকবরের সভা পন্ডিত আবুল ফজল প্রণীত 'আইন-ই-আকবরী' নামক গ্রন্থে আকবরের শাসন পদ্ধতি ছাড়াও তাঁর শাসনামলে রাজ্যের সীমানা এবং মহাল সমূহের বিবরণ পাওয়া যায়। 'আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ঘোড়াঘাট সরকারের আওতাধীন যে ৮৪টি মহালের বিবরণ রয়েছে তাতে গাইবান্ধা নামে কোন মহালের নাম নেই। সেখানে নামান্তরে বালকা (বেলকা), বালাশবাড়ী (পলাশবাড়ী), তুলশীঘাট, সা-ঘাট (সাঘাটা), বেরী ঘোড়াঘাট, কাটাবাড়ী আলগাঁ ইত্যাদি নাম দেখা যায়। তাছাড়া ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে পলাশবাড়ীর গৌরবময় অবদান উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয় নিপীড়িত মানুষের অধিকার অর্জন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসহ গণমানুষের যে কোন দাবীর বিষয়ে পলাশবাড়ী উপজেলা সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৮৩ সালে পলাশবাড়ী উপজেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

Naming

In addition to Akbar's governing system, the details of the borders and mahals of the his kingdom are found in the book 'Ain-I-Akbari' which was published by Pundit Abul Fazal of Mughal Emperor Akbar during his regime. There is no reference of the mahal named Gaibandha among the 84 mahals under Ghoraghat Government described in the book 'Ain-I-akbari'. Names like Balka (Belka), Balashbari(Palashbari), Tulshighat, Sa-ghata (Sghata), Beri Ghoraghat, Katabari Algaon etc. are referred in it. Moreover, the contribution of Palashbari in the liberation war of 1971 was significant. Palashbari Upazila has always played a pioneering role in attaining any justified demand of the mass people including ensuring the rights of the oppressed, protesting against any type of injustices etc. Palashbari got the recognition of an Upazila in 1983.

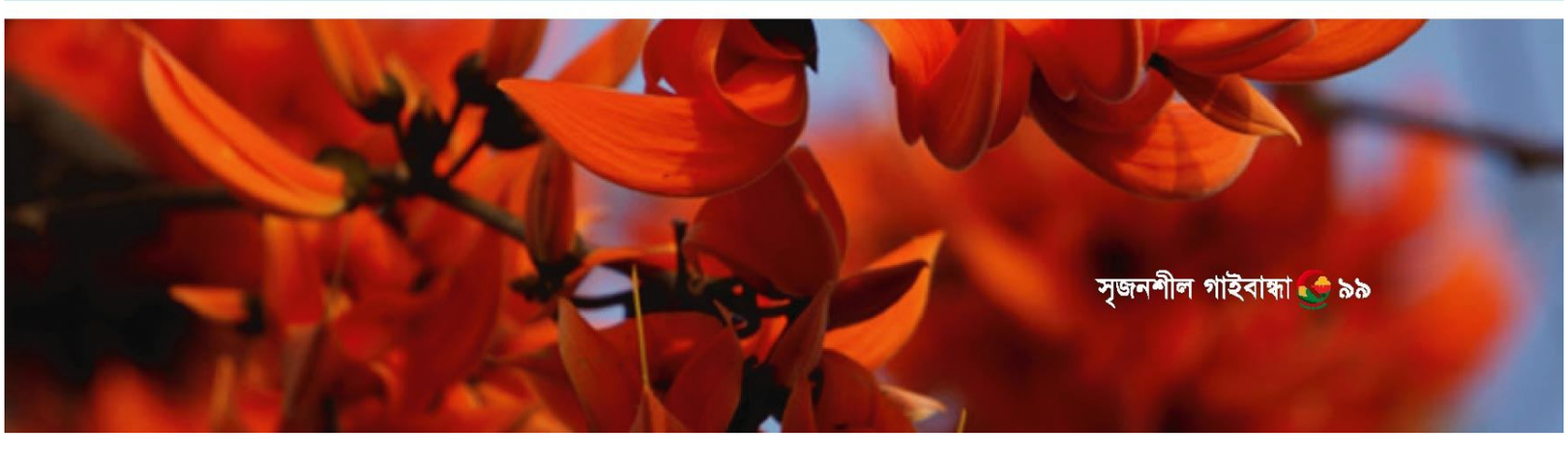

আয়তন ও সীমানা

অবস্থানঃ ২৫°১৬'৫২.২৬" উত্তর, ৮৯°২১'১১.৫৬" পূর্ব। এর দক্ষিণে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা ও বগুড়া জেলা, উত্তরে পীরগঞ্জ উপজেলা ও রংপুর জেলা, পূর্বে গাইবান্ধা জেলা সদর এবং পশ্চিমে ঘোড়াঘাট উপজেলা ও দিনাজপুর জেলা। এই উপজেলা শহরটি ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাছাড়া পলাশবাড়ী-গাইবান্ধা, পলাশবাড়ী-ঘোড়াঘাট রাস্তা জুড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে শহরটি গড়ে উঠেছে। উপজেলা শহর হিসাবে মোটামুটি অনেক বড় এলাকা জুড়েই এটি বিস্তৃত।

Area and Border

Location: 25°16'52.26" North 89°21'11.56" East. It is bordered by Gobindaganj Upazila and Bogura district on the south, Pirganj upazila and Rangpur district on the north, Gaibandha district Sadar on the east and Ghoraghat upazila and Dinajpur district on the west. The Upazila city has developed encircling the Dhaka-Rangpur highway. Besides, the city has developed with a wide area on both the sides of the Palashbari-Gaibandha and Palashbari-Ghoraghat road. As the upazila Headquaters, it is spread across a fairly large area.

দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর বধ্যভুমি

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময় পাক হানাদার বাহিনী ঘোড়াঘাট থানার বিহারী ও আলবদর রাজাকারদের সহযোগিতায় দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার জাইতোর পশ্চিম রামচন্দ্রপুর কাশিয়াবাড়ী সেগুনা কেশরপুর মৌজা হইতে হিন্দু, মুসলমান সহ প্রায় ১৬৯ জন মানুষকে দেশীয় অস্ত্র দ্বারা হত্যা করে মাটির মধ্যে পুতে রাখে এবং সাতটি বসত বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে। এই কারণেই জায়গাটি দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর বধ্যভুমি নামে পরিচিত। স্থানটি উপজেলা কর্তৃক ক্রয়কৃত ইহার পরিমাণ ১০ শতাংশ এবং জমির মাঝখানে একটি স্মৃতি ফলক আছে।

South Ramchandrapur mass killing grounds

During the liberation war of 1971, the occupying Pakistani forces with the assistance of the Bihari and Al-Badar Razakars of Ghoraghat thana killed around 169 people including both Hindu and Muslim with local weapons from Zaitor of South Ramchandrapur Mouza, and Kesharpur mouza and buried them in the ground; and set fire on 7 houses on the same day. For this reason, the place is familiarly known as Southern Ramchandrapur Boddobhumi. This 10-decimal land was bought by Upazila and there is a monument in the middle.

সড়ক ও জনপথ বধ্যভূমি গৃধারীপুর

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ পাক সেনা বাহিনী উক্ত সড়ক ও জনপথে ক্যাম্প করে বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ হতে রাজাকার আলবদর ও দালালদের সহযোগিতায় পলাশবাড়ী থানাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে নারী পুরুষসহ প্রায় ৫০০ জনের বেশী লোককে হত্যা করে সড়ক ও জনপথের উপর পশ্চিম কোণে গর্ত করে পুতে রাখে। এ কারণে স্থানটি বধ্যভূমি নামে পরিচিত ও চিহ্নিত করা হয়। এই কারণেই ১৯৭১ সাল হইতে স্থানকে সড়ক ও জনপথের বধ্যভূমি নামে পরিচিত। এই স্থানের আয়তন দৈর্ঘ্য ১৫০ ফুট ও প্রস্থ ১৫০ ফুট এর মধ্য একটি ফলক আছে।

Roads and Highway mass killing ground, Griadhiripur

During the liberation war of 1971, the Pak army camped in the roads and highways office and with the assistance of Rajakar Al-Badr and Dalalas killed more than 500 people including men and women from different areas including Palashbari Thana and buried them in the northwest corner of Roads and highways office. For this reason, since 1971, the place is known as the mass grave of the roads and highways. This place has an area of 150 feet by 150 feet.

পলাশবাড়ী এস.এম পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

১৯১১ সালে স্থাপিত এবং সরকারিকরণ করা হয় ৩০/০৮/২০১৭ ইং তারিখে। জমির পরিমাণ ৭.৬৭ একর। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা-রংপুর বিশ্বরোড় সংলগ্ন এবং উপজেলা পরিষদ হতে ১/৪ কিঃ মিঃ দুরে শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত। জনাব সুতি মাহমুদ নামের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশাল অংকের দানে প্রতিষ্ঠিত হয় এই শিক্ষা প্রতিষ্টান। প্রথমে প্রাথমিক এবং পরবর্তীতে জুনিয়ার স্কুল এবং তারপর উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে একাডেমিক স্বীকৃতি পায়। বর্তমান এটি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে পরিচিত।

Palashbari SM Pilot Government High School

The school was established in 1911 and nationalized on 30/08/2017. The amount of land is 7.69 acres. The school is situated in the heart of the city, around ¼ km away from the Upazila Parishad and beside the Dhaka-Rangpur Highway. The school was established with the huge donation of the prominent Suti Mahmud. Firstly, it got academic recognition for primary level; later on, Junior School level and finally high school level. Currently, it is known as the Model High school.

জয় মা কালি মন্দির

পলাশবাড়ী উপজেলার করতোয়াপাড়া গ্রামের শ্রী দুলাল ঠাকুরের বাড়ীতে মা কালি মন্দির আবির্ভুত হন বাংলা ১৩৯৯ সনের ২২শে বৈশাখ। বর্তমানে গোবিন্দ মন্দির বাবা ভোলামন্দির, মা কালি মন্দির, মা মনোসার মন্দির, বাবা বিশ্বকর্মার মন্দির, বাবা লোকনাথ ঠাকুরের মন্দির বাবা রামকৃষ্ণ ঠাকুরের মন্দির, হনুমান জির মন্দির, ষষ্টিমাতার মন্দির, মিলিয়ে সর্বমোট ১৯টি মন্দির আছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত মন্দির খানা জয় মা কালি মন্দির এবং দুলাল ঠাকুরের আশ্রম হিসেবে পরিচিত।

Joy Ma Kali Mondir

Ma Kali Mondir appeared in the house of Sri Dulal Thakur of Karatoyapara village under Palashbari upazila on the 22nd Boisakh 1399. At present, there are 19 Mondirs including Govinda Mondir, Baba Vola mondir, Ma Kali Mondir, Ma Monosha Mondir, Baba Vishva bara Mondir, Mondir of Ramakrishana Thakur, Mondir of Baba Lokhnath Tagore, Hauman Zir Mondir, Sosthimatar Mondir. It is to mention here that the Mondir is known as both Jai Ma Kali Mondir and the "Ashram" of Dulal Thakur.

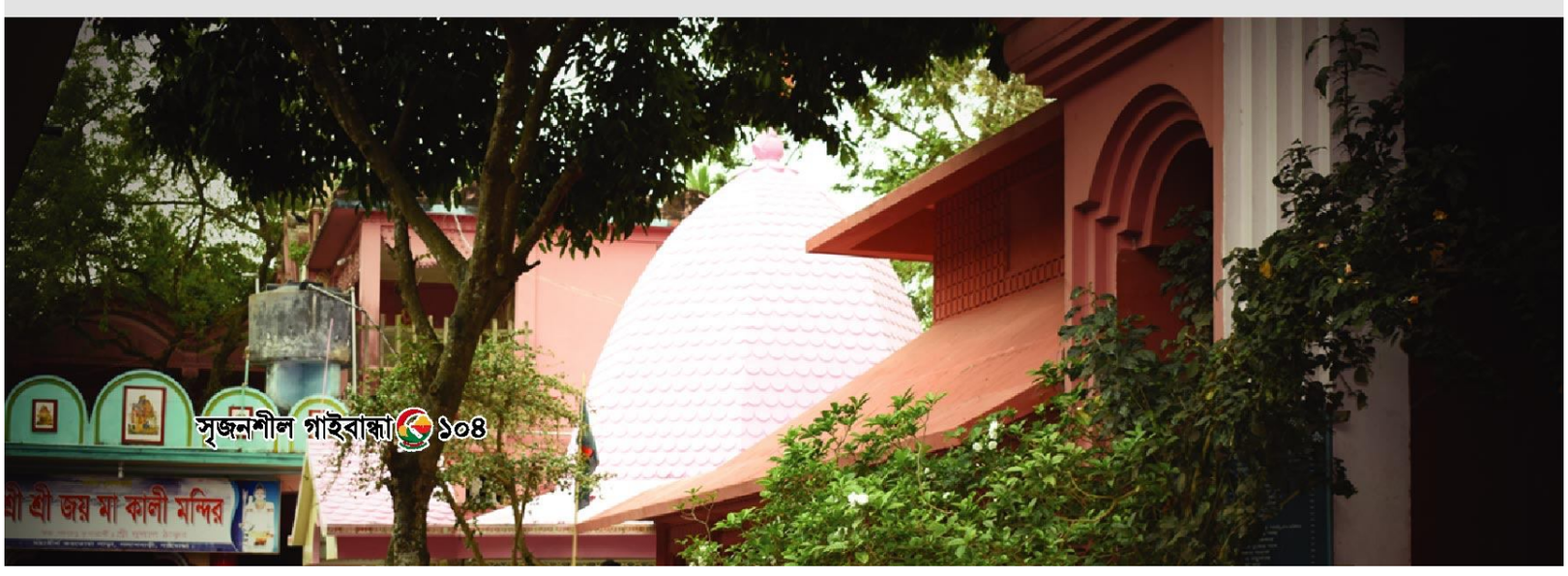

ড্রীম ল্যান্ড এডুকেশন্যাল পার্ক

২০০০ সালের ৪ এপ্রিল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব রশিদুন্নবী (চান) নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন। পলাশবাড়ী উপজেলা সদর হইতে ০.৫০ কিলোমিটার যাহা বগুড়া মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ৩৬ বিঘা জায়গার উপর অবস্থিত। এখানে পার্ক সহ বিভিন্ন প্রজাতির শিল্পকলা মনীষীগণের চিত্রকলাসহ প্রাণী ও মানুষের ভাস্কর ও খেলাধুলার যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে।

Dreamland Educational park

Mr. Rashidunnabi (Chan), a prominent educationist, established this park on his own venture on the 4th April, 2000. It is built on a 36 bighas of land on the west side of Bogura highway and about 0.50 km away form palashbari upazila headquarters. In addition to park and sports facilities, it has the sculptures of legendary personalities, various animals etc.

পলাশবাড়ী গ্রিড সাবস্টেশন

পলাশবাড়ী ১৩২/৩৩ কেডি গ্রীড উপকেন্দ্রটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেডের একটি কেপিআই ভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৭৫ সালে ভৌগোলিক এরিয়া গাইবান্ধা জেলার পশ্চিমে পলাশবাড়ী উপজেলার নুনিয়াগাড়ী গ্রামের পলাশবাড়ী-ঘোড়াঘাট রোডের পাশে ৬.৮ একর জায়গায় অবস্থিত। পলাশবাড়ী ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্রটি বগুড়া ও রংপুর ১৩২ কেভি কার্ভ সার্কিট সোর্সের সাথে সংযুক্ত। বর্তমানে উপকেন্দ্রটিতে ১৩২/৩৩ কেভি ৫০/৭৫ এমভিএ ২টি এবং ২৫/৪১ সবর্মোট ৪টি ট্রান্সফর্মার আছে। উপকেন্দ্রটির বতর্মানে ক্যাপাসিটি ১৫০/২৩২ এনভিএ। উক্ত উপকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হইতে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে উপকেন্দ্রটি হইতে ৩৩ কেভি ১১টি ফিডারের মাধ্যমে নর্দান ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। যেমন নর্দান ইলেক্ট্রিক সাপ্লাইকোম্পানীর আওতাধীন গাইবান্ধা সার্কিট-১ এবং ২, গোবিন্দগঞ্জ ও পলাশবাড়ী, রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি- এর মাধমে ডুকডুগিহাট এলাকা। বর্তমানে উপকেন্দ্রটিতে দিবাকালিন পিক লোড ৬৫/৭০ মেগাওয়াট এবং সন্ধ্যাকালীন পিক লোড ১০০-১০৫ মেগাওয়াট।

Palashbari Grid Substation

Palashbari 132/33 KD Grid Substation which was included in the KPI graded organization of the Power Grid Company of Bangladesh Limited of the people's Republic of Bangladesh in 1975 is located on a 6.8-acre land near Palashbari-Ghoraghat Road of Nuniagari village under Palashbari upazila and on the west of Gaibandha district. Palashbari 132/33 kv Grid sub-station is connected to Bogura and Rangpur with 132 KV curve circuit sources. At present, there are 4 Transformers - one of 132/33 kv, two of 50/75 MVA and one of 25/41 KV. The current capacity of the substation is 150/32 NVA. Electricity is supplied in various areas from the time of the establishment of the sub-station. At present, the substation supplies electricity in various places by Northern Electric Supply Company and Rural Electrification Board with 11 feeders of 33KV. For example, Gaibandha Sarkit-1 and 2, Gobindaganj and Palashbari under Northern Electric Supply Company; and Dukdugihat under Rangpur Palli Bidyut Samity. Currently, the substation has a daytime pickup load of 65/70 MW and in the evening around 100-105 MW.

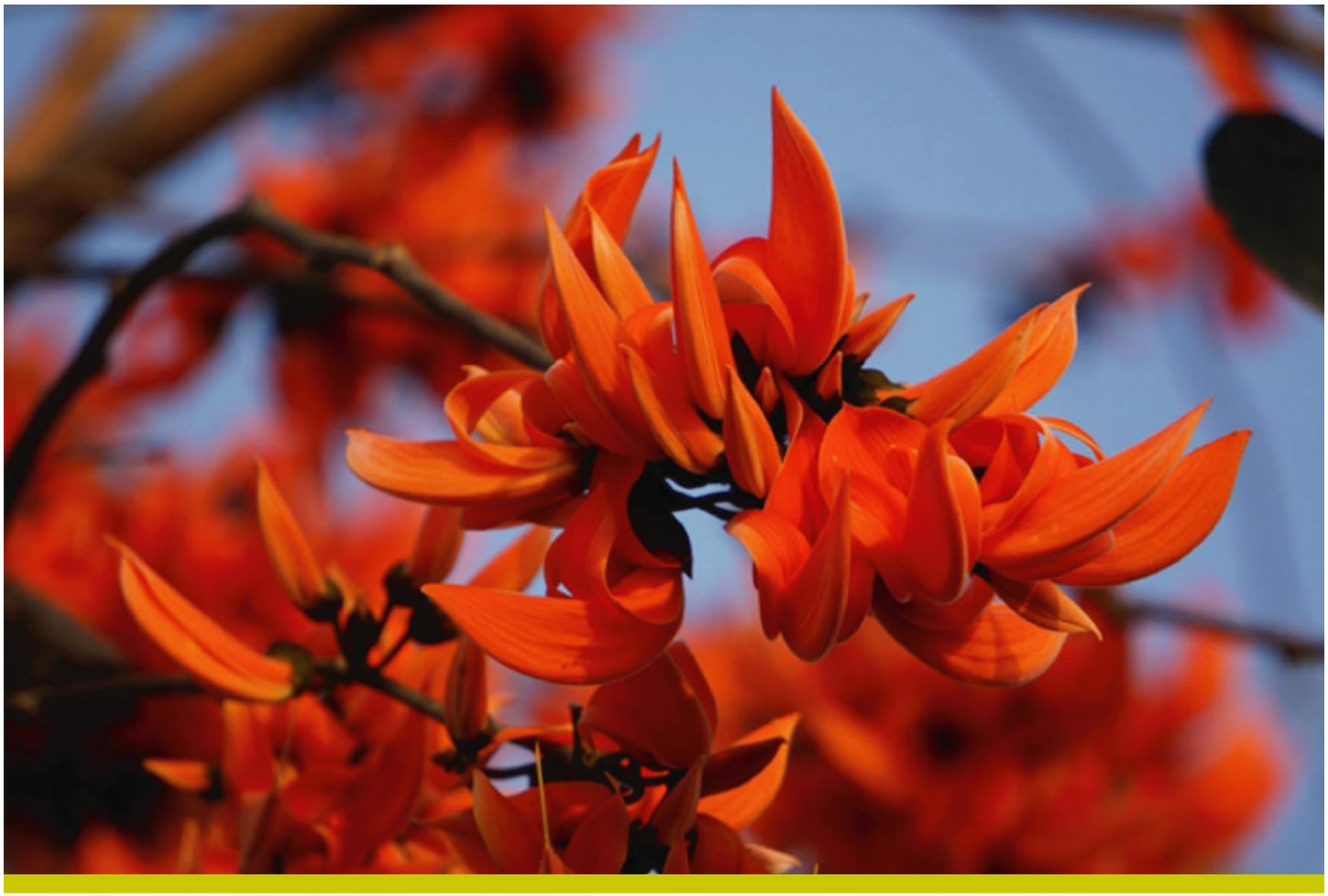

পলাশফুলের পলাশবাড়ী

পলাশবাড়ীর ইতিহাস খ্যাত পলাশ ফুলের বৃক্ষ। যতদূর জানা যায় এক সময় পলাশবাড়ীর জিরো পয়েন্ট থেকে যতদূর দু'চোঁখ যায় বিস্তীন এলাকা জুড়ে পলাশবাড়ী পলাশ ফুলের বৃক্ষে ছিল ঢাকা। যত্র-তত্র গভীর অরণ্যে পলাশ ফুলের বৃক্ষের সমারোহে পেরিয়ে আসা দিনগুলিই ছিল নাকি স্বর্ণযুগ। উপজেলা প্রশাসন সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় "পলাশফুলের পলাশবাড়ী" ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে পলাশবাড়ীতে পলাশফুলের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করছে। ইতোমধ্যে অত্র উপজেলায় পাঁচ লক্ষ পলাশগাছের চারা রোপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হলে ফুলে ফুলে ভড়ে উঠবে পলাশবাড়ী, পযর্টক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে পলাশবাড়ী।

Palashbari of Palash Flower

The Palash flower of the historic Palashbari. As far as known, once, from the Zero Point of Palashbari, palash flowers spread across a vast area as long as one can see. Those days when palash flowers were prevalent here and there even in the dense forest without care are said to be the golden age. Upazila administration with the cordial efforts of all is working with the intention of bringing back the lost glory of Palash flower in Palashbari through the branding of "Palashfuler Palashbari". The upazila administration has already decided to plant five lakh palash plant seedlings in the upazila. If the program is implemented, Palashbari will be teemed with palash flowers and it will turn into a center of tourist attraction.

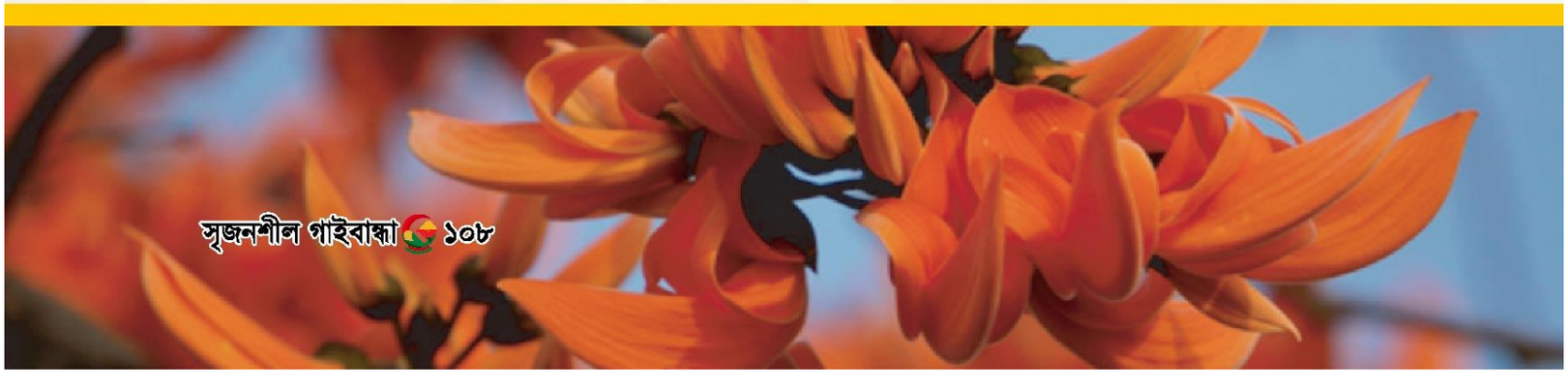

পান চাষ

পলাশবাড়ী উপজেলা পান চাষের জন্য বিখ্যাত। উপজেলার দু'টি হাট থেকে প্রতিদিন পাইকারিভাবে বিক্রি হয় ৮ লাখ টাকার পান। পলাশবাড়ী উপজেলার পলাশবাড়ী-ঘোড়াঘাট মহাসড়কের পাশে ছোট শিমুলতলায় ও রংপুর-বগুড়া মহাসড়কের পাশে কোমরপুরে সপ্তাহে ছয় দিন বসে পান বিক্রির হাট। এর মধ্যে ছোট শিমুলতলায় রোববার ও কোমরপুরে বৃহস্পতিবার পান বিক্রির হাট বসে না। এখান থেকে পান কিনে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করেন ব্যবসায়ীরা।

দুই পাইকারি হাটে প্রতিদিন প্রায় ৮ লাখ টাকার পান বিক্রি হয়। সপ্তাহে ছয়দিন চালু থাকায় হাট দু'টিতে মাসে প্রায় ২ কোটি টাকার পান বিক্রি হয়। পলাশবাড়ীর পানের সুনাম রয়েছে। পান 'বিড়া' হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। ৮০টি পানে এক বিড়া গণনা করা হয়। সে হিসেবে এ হাটে প্রতিদিন বিড়া ১০০ টাকা হিসেবে ১ হাজার বিড়া পান বিক্রয় হয়।

পলাশবাড়ী সদর ইউনিয়নের শিমুলতলা, কালুগাড়ি, হিজলগাড়ি, শিমুলিয়া, হরিনমারী, গোয়ালপাড়া, নূরপুর, হোসেনপুর ইউনিয়নের রামকৃষ্ণপুর, ঝাপড়, দিগদাড়ী, বরিশাল ইউনিয়নের রামপুর, দুবলাগাড়ি, ভবানীপুর গ্রামে পান চাষ বেশি হয়ে থাকে।

Betel Cultivation

Palashbari Upazila is famous for betel cultivation. Betel leaf worth around 8 lakh taka is sold every day in the two wholesale markets of the upazila. These two hats, one at small Shimultala near Palashbari-Ghoraghat Highway and another at Komorpur, beside Rangpur-Bogra Highway, trade betel leaf six days a week. Small Shimultala hat remains closed on Sunday and Komorpur hat remains closed on Thursday.

Betel leaf worth around 8 lakh taka is sold every day in the two wholesale markets. Betel leaf worth around 2 crore taka is sold every month from these two hats as these hats remain open for trade six days a week. Palashbari has a reputation for producing high quality betel leaf. The trading unit of betel is 'bida'. A bida contains 80 betel leafs. In that count, around 1,000 bida (at a rate of 100 taka per bida) of betel leaf is traded every day in this hat.

Betel is cultivated especially at Shimultala, Kalugari, Hijalgari, Shimulia, Harinmari, goalpara, Nurpur, Rumkrishnpur of Hossainpur Union, Jhapar, Digdarhi, Brisal Union Rampur, Dublagari and Bhabanipur villages under Sadar Union.

ঔষধি গাছ

পলাশবাড়ী উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের ৩০টি গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কতিপয় মানুষ ঔষধি গাছের চাষ করে তাদের ভাগ্যে পরিবর্তন এনেছেন। এ থেকে ঔষধি গাছ চাষের ক্ষেত্রে তারা এখন অনুকরণীয় হয়ে আছেন।

জেলায় দুটি উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় এখন বাণিজ্যিকভিত্তিতেই বাসক, অর্শ্বগন্ধা, কালোমেঘ, তুলসী চাষ হচ্ছে। এসব উৎপাদিত ঔষধি পণ্য

বাজারজাতের কোনো সমস্যা নেই। ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানির প্রতিনিধি বাড়ি থেকেই কিনে নিয়ে যায় এসব ঔষধি পণ্য। ফলে লাভজনক এই ঔষধি গাছ চাষের দিকে ঝুঁকে পড়েছে কৃষকরা। এজন্য তাদের কৃষি জমি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। বসতবাড়ির চারপাশে, পুকুরপাড়ে, বাঁশের ঝাড়ে, পতিত জমিতে এবং রাস্তার ধারে এসবের আবাদ করা হয়।

Medical Plants

Some people of the marginal population of 30 villagers of the three unions of Palshbari upazila have brought changes in their lot by cultivating medicinal plants.They have now become a model in cultivating medicinal plants.

Now, Basok, Orsogondha, Kalomegh, Tulsi are produced commercially in different areas of 5 unions of 2 upazilas of the district. There is no problem with the marketing. Representatives of different medicine producing companies collect those medicinal plants from the house of the producers. As a result, farmers are becoming interested in producing these profitable medicinal plants. They don't need to use agricultural land for this. These are cultivated beside the homestead, on the edges of ponds, in the bamboo bunds, fallow lands and even beside roads.

চামড়া শিল্প

গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলায় চামড়া শিল্প ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চামড়া শিল্পে একটি সমিতি আছে। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মৃত মোজাম্মেল হোসেন এবং বর্তমান সভাপতি আফতাব উল্লাহ। ৩ বছর পর পর সমিতি গঠন হয়। এখানে মোট চামড়া শিল্পে সদস্য সংখ্য ৭৫ জন। প্রথমে চামড়া বিভিন্ন হাট থেকে পলাশবাড়ী চামড়া শিল্পে হাটে আসে।কাচা চামড়া প্রথমে লেভার লবন দিয়ে প্রসেসিং করে তারপর প্রতি বুধবার ঢাকা সাভার চামড়া কারখানা এখান থেকে বাজারজাত করে। চামড়া শিল্পে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলা সারা বাংলাদেশে দ্বিতীয়।

Leather Industry

Leather industry was established in Palashbari upazila of Gaibandha district in 1998. There is an association here for the leather industry. The founder of the Samiti is late Mozammel Hossain and Altab Ullah is its current president. After every three years, the association is reformed. There is a total of 75 members in the leather industry here. Firstly, leather is collected from different hats and brought to the palashbari leather industry. Primarily, the raw leather is processed with lever salt and then it is marketed for leather factories of Savar, Dhaka. Palashbari upazila of Gaibandha district holds the second place in the leather industry in Bangladesh.

কলা চাষ

পলাশবাড়ীতে আস্তে আস্তে কলার চাষ ছড়িয়ে পড়ে। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন উপজেলার পলাশবাড়ী কলার চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে এ উপজেলার থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে ৪০ থেকে ৫০ ট্রাক কলা দেশের বিভিন্ন জেলায় যাচ্ছে। বর্তমানে মাটি ও আবহাওয়া কলা চাষের উপযোগী, অন্যদিকে লাভজনক হওয়ায় পলাশবাড়ীতে কলার আবাদ বেড়েছে। কলা চাষ ও বিক্রির সঙ্গে জড়িয়ে সচ্ছলতা ফিরেছে পলাশবাড়ীতে কয়েক হাজার পরিবারে। পলাশবাড়ীতে সদর উপজেলার, বলিয়ারপুর, গোপালপুর, কোমরপুর গ্রামের মাঠে প্রচুর পরিমাণ কলার চাষ হয়েছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন উপজেলায় পলাশবাড়ীর কলার চাহিদা রয়েছে।

Banana Cultivation

The cultivation of banana has been spreading gradually in Palshbari since then. The banana of Palashbari has a great demand in different upazilas of the country, including the capital city Dhaka. Currently, at least 40 to 50 trucks of banana are sent in different districts of the country every day form this upazila. Current soil and weather are suitable for banana cultivation. On the other hand, the cultivation of banana is increasing in Palashbari because of its profitability. A few thousands of people have regained affluency in Palashbari by engaging themselves with banana cultivation and sales system. Large quantities of banana are cultivated in Palashbari upazila's Bandarpur, Komorpur and Gopalpur villages. There is a demand for Palshbari banana in different upazilas including Dhaka.

রায়তি নড়াইল ভাঙ্গা জামে মসজিদ

গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলাধীন ০৬ নং বেতকাপা ইউনিয়নের রায়তী নড়াইল মৌজায় পুরাতন স্থাপত্য কীর্তি নিদর্শন রয়েছে। যাহা প্রায় ২০০ বছর পূবে রাতারাতী মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এখানে বিভিন্ন লোক নিয়ত/মানত করে এবং মাঝে মাঝে মিলাদ মাহফিল হয়। ঢোলভাঙ্গা থেকে অটো ভাড়া ৫ টাকা, বর্তমানে এই মসজিদটি ভাঙ্গা মসজিদ/ নেংটা মসজিদ নামে পরিচিত।

Raiyoti Narail Bhanga Jami Mosque

There is a symbol of old architecture at 6 no. Betkapa Union of Palashbari Upazila under Gaibandha district. It is about 200 years old. Many people from different areas come here and make different promises. Sometimes, milad-mahfil is arranged here. It would take 5 taka auto fare from Dholvanga and currently, it is known as Bhanga Masjid/Nangta Masjid.

সাঘাটা উপজেলা
Saghata Upazila

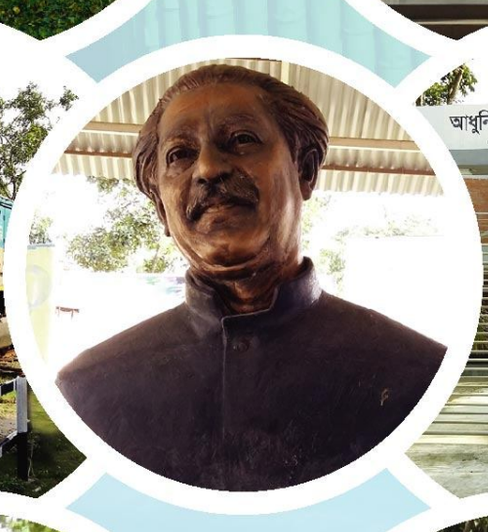

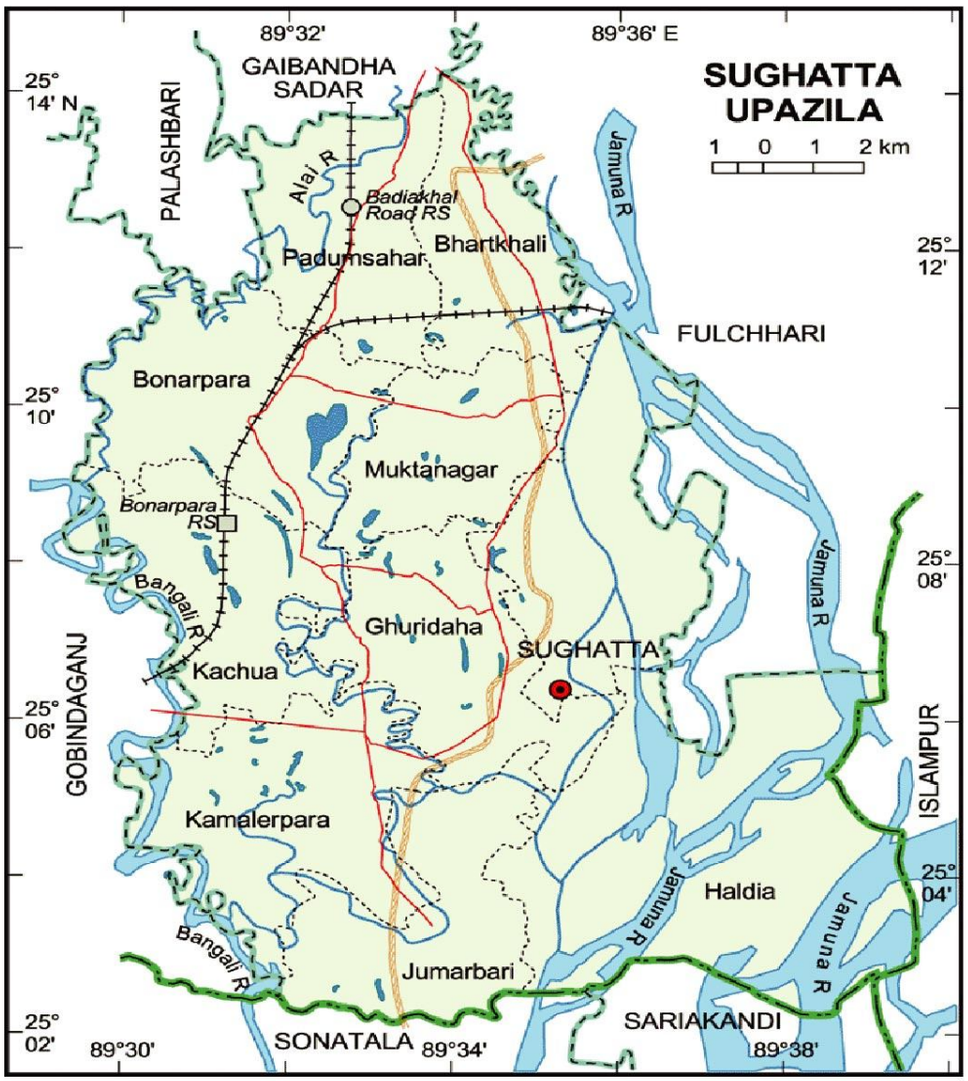

পরিচিতি

৩৫৩.৫৮ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট সাঘাটা উপজেলার বর্তমান জনসংখ্যা ২,৫৭,৯২৫ জন। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে বর্তমানে ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২টি উপ-স্বাস্থকেন্দ্র, ১০টি ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ০৭টি পরিবার-কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৩৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া মাঠকর্মীরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদানসহ পুষ্টি ও বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বর্তমানে সাঘাটা উপজেলায় মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি লক্ষে ১৭৬ জন। নবজাতক মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ২৫ জন (জাতীয়ভাবে ২৪ জন), ১ বছরের কমবয়সী শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৩১ জন (জাতীয়ভাবে ৩৩ জন) এবং ৫ বছরের কমবয়সী শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৩৬ জন (জাতীয়ভাবে ৪১ জন)। উপজেলায় টিকাদান কর্মসূচীর বর্তমান সাফল্যের হার ৯৪%।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে।

Introduction

The current population of Saghata Upazila is 2, 57,925 with 353.58 sq km area. One Upazila complex, two health centers, ten union sub-health centers, seven family welfare centers and thirty nine community clinics are working simultaneously to ensure public health services. Besides, field workers are delivering services like family planning, vaccination and nutrition and various health care going at every one's door. At present, the number of maternal mortality rate of Saghata Upazila is 176 per lac. Newborn baby death rate is twenty-five percent per thousand (nationally 24), Less than one year child mortality rate is 31 per thousand, (nationally 33). Less than five years child mortality rate is 36 per thousand (nationally 41). The recent success rate of vaccination programs is 94% in this Upazila. According to statistics, the Saghata Upazila Health and Family Planning Division has been able to achieve Millennium Development Goals in most cases and in some cases at the far end of success.

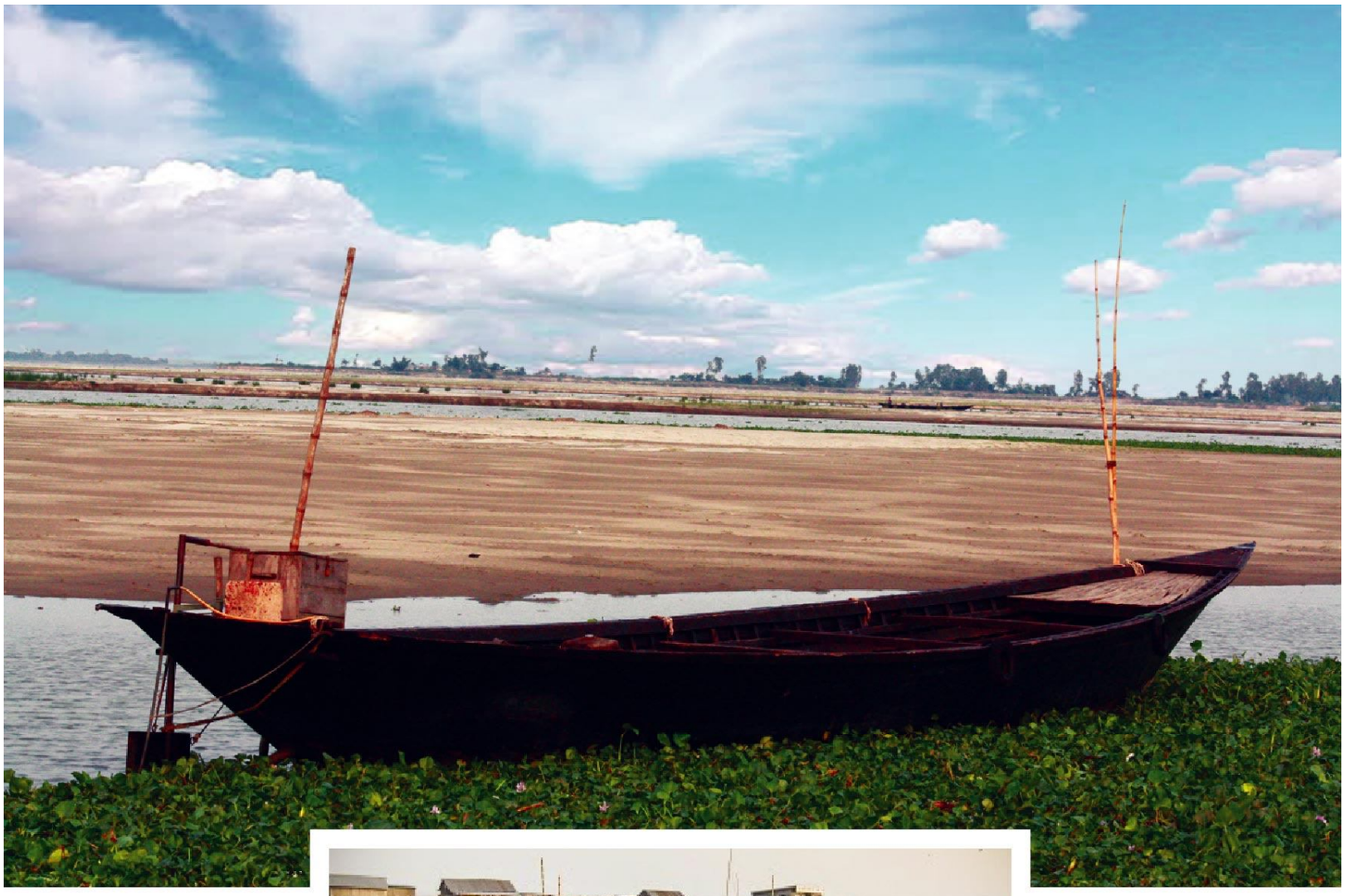

নামকরণ

বহুদিন পূর্বে লোকমুখে প্রচলিত ছিল যে সাহা সম্প্রদায়ের হিন্দু পরিবার যমুনা নদীর ঘাট সংলগ্ন এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য বসবাস শুরু করেন। সেই সুবাদে বিশ্বাস করা হয় যে, দুটি শব্দ সাহা এবং ঘাট থেকে সাঘাটা শব্দের উৎপত্তি হয়। পরবর্তীতে সময়ের প্রয়োজনে ১৯০৩ সালে সাঘাটা থানা গড়ে উঠে। ১৯৮৩ সালে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে বোনারপাড়ায় উপজেলা সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন অফিস গড়ে ওঠে।

Name History

Long ago, people were in this belief that Hindu families of Saha Community started living in the adjacent areas of the Jamuna River Ghat to trade. That's the reason it is believed that the word "Saghata" is derived from two words "Saha" and "Ghat". Later, in 1903, the Saghata Thana was developed for the time required. In 1983, various offices were set up for conducting all kind of activities of Upazila at Bonarpara for administrative decentralization.

মুক্তিনগর শহীদ স্মৃতিসৌধ

০৪ ডিসেম্বার ১৯৭১। চূড়ান্ত বিজয়ের ১২ দিন আগের এ তারিখটি সাঘাটা-ফুলছড়িবাসীর জন্য অত্যান্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় একটি দিন। এ দিনে গাইবান্ধা জেলার ও রংপুর অঞ্চলের মধ্যে ফুলছড়ি ও সাঘাটার বেশিরভাগ এলাকা (বোনারপাড়া ছাড়া) প্রথম স্বাধীনতা লাভ করে। এটি এ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা এবং আমজনতার অসীম ত্যাগ ও বীরত্বের স্বাক্ষর বহন করে। ফুলছড়ি ঘাট ও সাঘাটার গোবিন্দী এলাকায় হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে পাঁচ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। পাঁচজন বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ খামার ধনারুহা গ্রামে যাথাযথ মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। তাঁদের স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ মুক্তিনগর ইউনিয়নের খামার ধনারুহা গ্রামে শহীদ স্মৃতিসৌধ, কমপ্লেক্স ভবন নির্মান করা হয়। প্রতি বছর তাঁদের স্মরণে ৪ ডিসেম্বর স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয় এবং তাঁদের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

Muktinagar Shaheed Memorial:

December 4, 1971 the day, twelve days before the final victory is a very significant and memorable day for the Saghata-Fulchhari people. On this day, Most of the areas of Saghata and Fulchhari without Bonarpara got first freedom in the Gaibandha district and Rangpur regions.

It bears the heroic significance and unlimited sacrifices of the freedom fighters and people of this region. Five heroes of freedom fighters were martyred in face to face battle with the Pakisthani army forces in Fulchhari Ghat and Gobindi area of Saghata. These five freedom fighters' dead bodies were buried at Khamar Dhanaruha village with proper dignity. Shaheed Memorial and Complex Buildings were constructed at Khamar Dhanaruha village as vestige of their memory. Flowers are offered at the Shaheed Minar on 4th December every year to remember them.

দলদলিয়া শহীদস্মৃতিসৌধ

১৯৭১ সনে ৪ অক্টোবর ভোররাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে এ উপজেলার কচুয়া ইউনিয়নের ত্রিমোহিনী ঘাট নামক স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধাদের আস্তানার খরব পেয়ে গোপনে আক্রমন করে। মুক্তিযোদ্ধারা সারারাত যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের গোলাবারুদ শেষ হয়ে আসে। এ খবরটিও রাজাকারদের সহায়তায় পাক বাহিনী জানতে পারে। পরে তারা মুক্তিযোদ্ধদের আক্রমন শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারা গোলাবারুদ না থাকায় খালি হাতে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে বার জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বোনারপাড়া ইউনিয়নের দলদলিয়া গ্রামে সমাহিত করা হয়। বর্তমানে তাঁদের স্মৃতির স্মরণে শহীদ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে।

Daldalia Shaheed Memorial

At dawn night of 4 October, 1971 a fierce battle was fought between the freedom fighters and the Pakistani occupation army at Trimohoni Ghat of Kachua union of the Upazila. Getting the news of freedom fighters' haunt with the help of local Razakars, the Pakistani army attacked the freedom fighters secretly. The freedom fighters got tired after fighting all night and their ammunition come to end. The Pakistani army with the help of the Razakars came to know about this. Getting that chance, they attacked the freedom fighters in a hurried manner. Though they had no ammunition, the freedom fighters started fighting empty handed. Twelve freedom fighters were martyred in this fight. The martyrs' dead bodies were buried at Daldalia village of Bonarpara Union. Shaheed Memorial Monument has been built to remember them.

বোনারপাড়া

বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল

সাঘাটা উপজেলা হেডকোয়ার্টার প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার জনাব মোঃ ফজলে রাবিব মিয়া, এম.পি তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা ব্যায়ে বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল ২০১৭ সালে স্থাপন করেন।

Bonarpara Bangabandhu Mural

Honorable Deputy Speaker of Bangladesh Jatiya Sangshad Md. Fazle Rabbi Mia MP set up Bonarpara Bangabandhu Mural in 2017 in front of Saghata Upazila head quarter administrative building with his whole hearted efforts costing about 13 lac taka of his own fund in honor of the father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

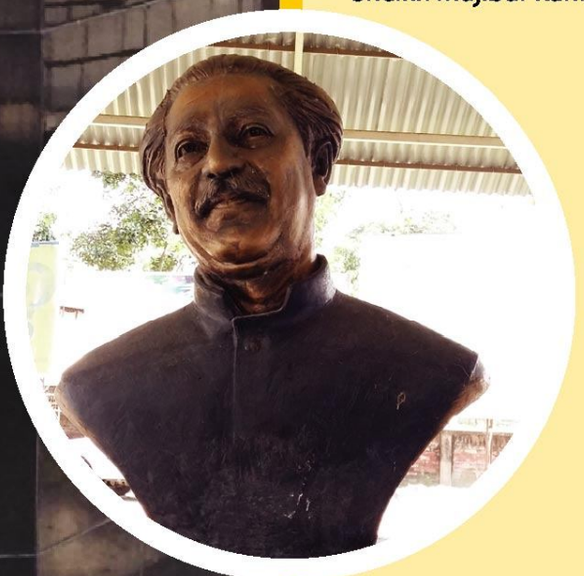

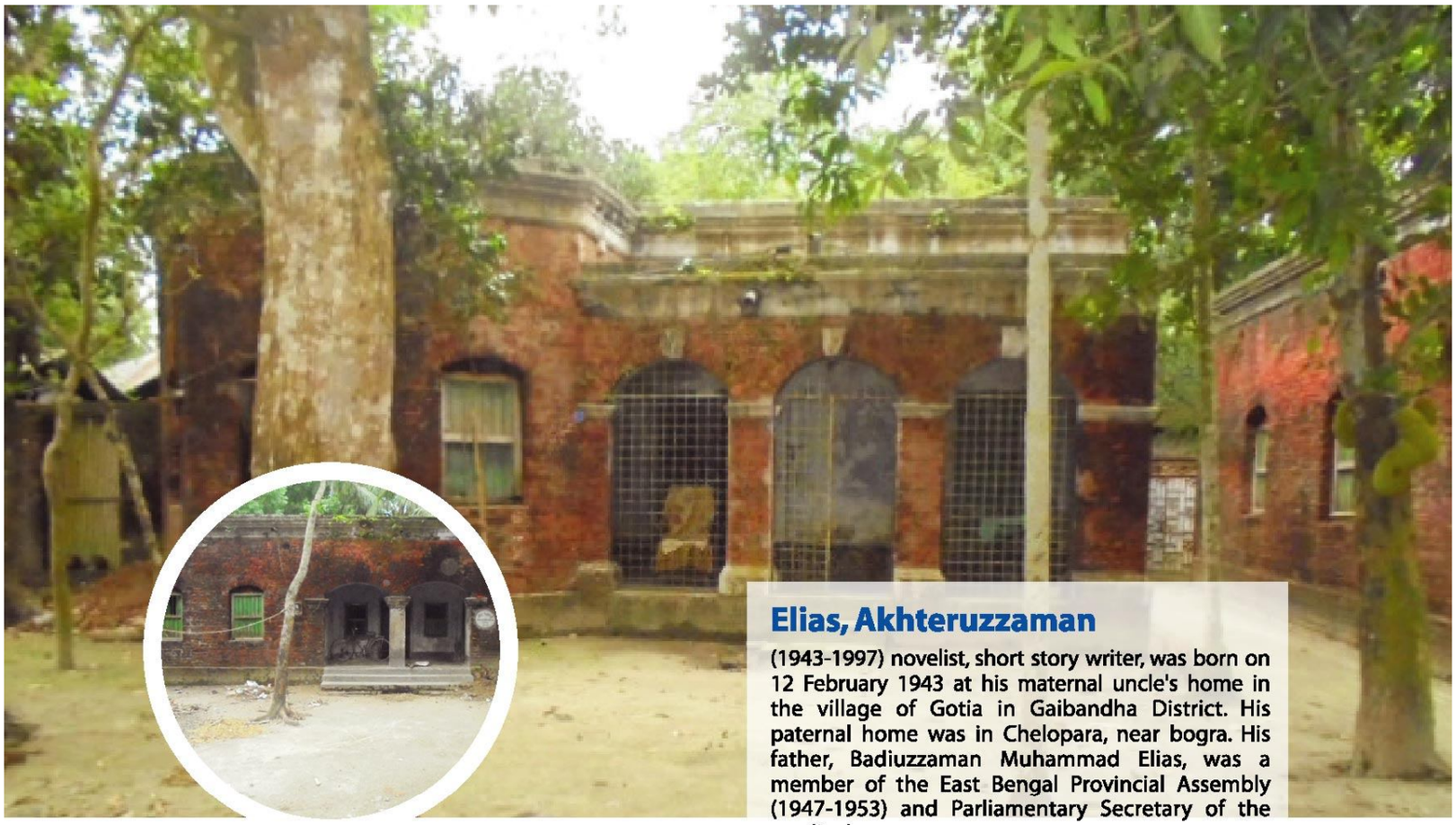

ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান

(১৯৪৩-১৯৯৭) কথাসাহিত্যিক। পূর্ণনাম আখতারুজ্জামান মুহম্মদ ইলিয়াস। ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। তাঁর পৈতৃক নিবাস বগুড়া শহরের নিকটবর্তী চেলোপাড়ায়। পিতা বদিউজ্জামান মুহম্মদ ইলিয়াস ছিলেন পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য (১৯৪৭-১৯৫৩) এবং মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি।

আখতারুজ্জামান বগুড়া জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৫৮), ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ (১৯৬০) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বি.এ অনার্স (১৯৬৩) ও এম.এ (১৯৬৪) ডিগ্রি লাভ করেন। এর পরপরই তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে লেকচারার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত সেখানে অধ্যাপনা করেন। তারপর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ, মফিজউদ্দীন শিক্ষা কমিশনের বিশেষজ্ঞ এবং ঢাকা কলেজে অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এদেশের প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিও তাঁর পরোক্ষ সমর্থন ছিল। তিনি কথাসাহিত্যিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর লেখায় সমাজবাস্তবতা ও কালচেতনা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত, তাঁর রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে যে স্বকীয় বর্ণনারীতি ও সংলাপে কথ্যভাষার ব্যবহার লক্ষণীয় তা সমগ্র বাংলা কথাশিল্পে অনন্যসাধারণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো: অন্যঘরে অন্যস্বর (১৯৭৬), খোঁয়ারি (১৯৮২), দুধভাতে উৎপাত (১৯৮৫), চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭), দোজখের ওম (১৯৮৯), খোয়াবনামা ১৯৯৬), সংস্কৃতির ভাঙা সেতু ইত্যাদি।

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' (১৯৮২), খোয়াবনামা উপন্যাসের জন্য 'সাদত আলী আখন্দ পুরস্কার' (১৯৯৫) ও কলকাতার 'আনন্দ পুরস্কার' (১৯৯৬) লাভ করেন। তাঁর রচনা কয়েকটি ভারতীয় ভাষাসহ অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সম্প্রতি তাঁর চিলেকোঠার সেপাই নাটকে রূপায়িত হয়েছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

Elias, Akhteruzzaman

(1943-1997) novelist, short story writer, was born on 12 February 1943 at his maternal uncle's home in the village of Gotia in Gaibandha District. His paternal home was in Chelopara, near bogra. His father, Badiuzzaman Muhammad Elias, was a member of the East Bengal Provincial Assembly (1947-1953) and Parliamentary Secretary of the muslim league.

Akhteruzzaman completed his Matriculation from Bogra Zila School (1958), Intermediate from Dhaka College (1960), and BA (Hons) and MA from the University of Dhaka (1964). He began his career as a lecturer at jagannath college and continued teaching there till 1983. Subsequently he also worked as Deputy Director, Directorate of Primary Education, Vice-Principal of Music College, and Professor and Head of the Department of Bangla at Dhaka College. He was also a member of the Mofizuddin Education Commission.

Though not a voluminious writer, with only two novels and twenty-two short stories to his credit, Akhteruzzaman is considered as one of the foremost fiction writers of Bangladesh. His two novels are Chilekothar Sepai (1987) and Khoyabnama (1996), while his short stories have been anthologized in Anyaghare Anyasvar (1976), Khonyari (1982), Dudhbhate Utpat (1985), Dojakher Om (1989). He also has a collection of 22 essays, Sangskrtir Bhanga Setu (1997), published posthumously. Elias' insight into the subtle nuances of human nature, his use of physical and psychological details, his keen sense of wit and humour, his sarcasm at hypocrisy, his critical knowledge of history and politics and its objective, aesthetic articulation in the novels and short stories have earned for him an eminent stature in bangla literature.

Among the several awards Akhtaruzzaman Elias received were Humayun Kabir Smriti Puraskar (1977), Bangla Academy Sahitya Puraskar (1983), Alaol Sahitya Puraskar (1987), Ananda Puraskar (1996), Sa'dat Ali Akhand Puraskar (1996), Kazi Mahbubullah Gold Medal (1996), and Ekushey Sahitya Padak (1999, posthumous). Some of his works have been translated into several foreign languages. Chilekothar Sepai has been rendered into a film. He died on 4 January 1997 in Dhaka.

ভরতখালী কালি মন্দির

শ্রী শ্রী জয়কালী (কাষ্ঠকালী) মাতা এক রাতে জমিদার রুহিনীকান্ত রায়কে স্বপ্ন দেখান আমি নদীর ঘাটে চেপে আছি তুই আমাকে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা কর। পরদিন প্রভাতে জনৈক ব্যক্তি নদীর ঘাটে একটি কাঠের গুড়ি দেখতে পায় এবং সে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের জন্য কুঠার দ্বারা কাঠটিতে আঘাত করলে রক্ত বেরিয়ে আসে। জমিদার ঘুম থেকে জেগে ঘটনাটি জানতে পারেন এবং তার লোকজন নিয়ে গিয়ে কাঠের গুড়িটি নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মায়ের নামে ৭.২৮ একর জমি দেবত্তর হিসাবে লিখেদেন। তিনি প্রথমে টিনের মন্দির তৈরি করে দেন। পরে বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করে দেন। উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনা এ মন্দিরটি পরিদর্শন করেন।

প্রতিবছর বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে দেশের বিভিন্ন স্থান সহ বিদেশের হাজার হাজার মানুষের ভক্তি পূজা অর্চনা হয়ে থাকে। শনিবার ও মঙ্গলবারের পূর্ব ৩০০ এর মত পাঠা বলি হয়। ৭০০/৮০০ জোড়া কবুতর ভক্ত ও পূনার্থীরা দিয়ে থাকেন।

Bharatkhali Kastha Kali Mondir

According to myth of the Hindus, it was learnt that about 200 years ago, a local man found a wooden log floating in the nearby Jamuna River and took it away at his home to use it as fuel. When he started chopping the log with a sharp axe, blood was coming out from the log that feared him and also created a panicky situation to the locals. At that night, local land lord (Jamidar) Ramni Kanta Roy saw a dream, and in the dream, he was asked to keep the wooden log in a safe place for Puja. Following the dream, the Jamidar, with the wood, constructed a Devi Kali Idol that was kept upon a stone at a straw house at Bharatkhali Ghat for doing rituals. The Jamider donated 7. 28 acres of land in the name of Devi Joy Kali Ma. After spreading the arrival of the Kali Devi, the Hindu devotees crowded the Ghat and started to perform their rituals in honour of the Devi through giving her gift items like milk and banana. Since then, the Hindu devotees had been visiting the Bharatkhali Kastho Kali Mondir to seek the blessing of the Devi and performing rituals for the satisfaction of the Devi. A month long traditional Kali Mela is held on Kastha Kali Mondir premises on the first day of Bengali New Year through active participation of the Hindu devotees. Every Saturday and Tuesday of the Baishakh month, the Hindu devotees sacrifice about 300 male goats and 700 pairs of pigeons in the Mondir in honour of the Devi.

বোনারপাড়া রেলওয়ে জংশন

১৯০০ সালে বৃটিশ নর্দান রেলওয়ে কোম্পানি ঐতিহ্যবাহী বোনারপাড়া স্টেশনের গোড়াপত্তন করেন। রাজধানী ঢাকা থেকে রেলপথে উত্তরবঙ্গের আসার প্রবেশদ্বার বোনারপাড়া জংশন। বোনারপাড়া হয়ে তিস্তামুখঘাট-বাহাদুরাবাদ ঘাটের মধ্যে ফেরী চলাচলের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের পূর্বাঞ্চলের সাথে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ চালু ছিল। জংশন রেলষ্টেশন হওয়ায় এ অঞ্চলের অন্যতম ব্যবস্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় বোনারপাড়ায়। ১৯০৬ সালের পর ৪০০ বিঘা জমির উপরে লোকোসেড, ক্যারেজসেড, কয়লা/তেলের ডিপো, সিগনাল অফিস, পানি সরবরাহে পাম্প হাউজ, প্রশস্ত ইয়ার্ড, কর্মকর্তা কর্মচারীদের বাসভবন (কলোনী), হাসপাতাল, রেষ্ট হাউজ, স্কুল মাদ্রাসা রেলের জমির উপর স্থাপিত হয়। বর্তমানে ১ম শ্রেণির বিশ্রামাগারটিকে ১ম শ্রেণির ভিআইপি বিশ্রামাগারে উন্নত করা হয়েছে। দিনদিন নদীর নব্যতা হ্রাস পাওয়া ১৯৯৮ সনে ফুলছড়ি ফেরিঘাট বালাসী নামক স্থানে স্থানান্তর করা হয়। ফলে বোনারপাড়া রেলওয়ে জংশনের কার্যক্রম হ্রাস পায়।

Bonarpara Railway Junction

In 1900, the British Northern Railway Company started Bonarpara station. At that time Bonarpara Junction was the gateway to the north Bengal from the capital Dhaka. Two decades ago, communication between west Bengal and eastern part of the country along with the capital Dhaka was on via the ferry route between the Tistamukhghat and Bahadurabadghat via Bonarpara. The railway station being a junction, Bonarpara became one of the business centers of the region. After the year 1906, locoshade, carriageshade, coal / oil depot, signal office, water supply pump house, spacious yard, officers-employees' residential (colony), hospital, rest house, school, madrasa were placed on 400 Bigha land of railway. At present, the 1st class restroom has been upgraded to the 1st class VIP restroom. In the year 1998 Fulchari Ferryghat was transferred to Balashi due to reducing the navigability of the river. As a result, the activities of the Bonarpara Railway Junction decreased.

ভরতখালী উচ্চ বিদ্যালয়

গটিয়া গ্রাম নিবাসী মরহুম মকবুলার রহমান মন্ডল সাহেবের প্রচেষ্টায় তৎকালীন গাইবান্ধা মহকুমা প্রশাসক জনাব আকরাম হোসেন সাহেব, আরমান আলী মন্ডল, তোজাম্মেল হক মন্ডল, শাহ আলী সর্দার, মোজাহার আলী মন্ডল, ভরতখালী রেলওয়ে স্টেশন, তিস্তামুখ রেলওয়ে কর্মকর্তাগণ, ভরতখালী সাব-রেজিস্ট্রার সাহেব ও অত্র এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৪০ ইং সালে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠানটি একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান যেটি ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৬.৪১ একর জমি আছে।

মেধাবী ছাত্রবৃন্দ (প্রয়াত) ড. রকিবুদৌলা (প্রাক্তন পরিচালক, সাইন্স ল্যাব্রেটরি রিসার্চ ডাইরেক্টর) ড. এমদাদ হোসেন (প্রাক্তন পরিচালক, আনুবিক শক্তি কমিশন) মতলুবর রহমান, (প্রাক্তন ডিস্ট্রিক রেজিষ্ট্রার) ড. মাহফুজার রহমান (মন্ত্রণালয় সচিব) ড. আজিজুর রহমান (কাস্টম কালেক্টর, চিটাগং ডিভিশন) কবি ছদরুল হোসেন মন্ডল (প্রখ্যাত লেখক) মেধাবী ছাত্রবৃন্দ (বর্তমান) এ্যাড: ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি, মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ) মো: কামরুজ্জামান (এডিশনাল ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ) মো: রানা মিয়া (এডিশনাল এসপি, বগুড়া) মাহাবুর রহমান মন্টু (অবসরপ্রাপ্ত অফিসার কাষ্টমস) ডা: বদরুল আলম (নিওরো বিশেষজ্ঞ, ঢাকা মেডিকেল)।

Bharatkhali High School

Late Makbular Rahman Mondal of Gatia Village with the helps and supports of the then Gaibandha sub divisional administrator Akram Hossain, Arman Ali Mandal, Tojammel Huq Mondal, Shah Ali Sardar, Mojahar Ali Mandal, officers of Bharatkhali railway station and Tistamukhghat, Bharatkhali sub registrar and elite persons of this locality founded the school in 1940. It is located in Bharatkhali Union adjacent to the Saghata-Gaibandha Road. The institution has a total of 6.41 acres of land. This school was named after the ruler king Bharat.

Meritorious students of this school: Advocate Md Fazle Rabbi Mia MP, (Honorable Deputy Speaker, Bangladesh Jatiya Sangsad) Md. Kamruzzaman (Additional DIG, Sylhet Range) Md. Rana Mia (Additional SP, Bagura) Mahabur Rahman Montu (retired officer customs) Dr. Badrul Alam (Neuro specialist, Dhaka Medical) Dr. Rakibuduollah (Ex Director, Science Laboratory Research Institute), Dr. Emdad Hossain (Ex Director, Atomic Energy Commission), Matlubar Rahman (Ex District Registrar), Dr. Azizur Rahman (Ex Custom Collector, Chattagram division) and Poet Sadrul Hossain Mandal (renowned writer) Dr. Mahfuzar Rahman (EX Secretary of the Ministry).

কাজী আজহার আলী উচ্চ বিদ্যালয়

তৎকালীন বৃটিশ শাসন আমলে অত্র রংপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার প্রত্যান্ত বোনারপাড়া এলাকাবাসীর শিক্ষার দ্বার উন্মোচনের লক্ষে ১৯২০ সালে বোনারপাড়া বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব তাঁরা চাঁদ, সদারাম মহেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় নামে এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। ৩.৩১ একর জমি বিদ্যালয়ের নামে দানপত্র করে দেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানটিকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন জনাব খিতিষ চন্দ্র রায় ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কমর্রত ছিলেন। ১৯৬৮ সালে তদানিন্তন মহকুমার প্রশাসক জনাব কাজী আজহার আলী বিদ্যালয়ে ২০ হাজার টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করেন এবং বিদ্যালয়টির নাম পরিবর্তন করে কাজী আজহার আলী উচ্চ বিদ্যালয় নামে নামকরণ করা হয়।

Kazi Azhar Ali High School

In 1920, during the British rule, A famous trader of Bonarpara Bazar Tara Chand established a school named "Sadaram Maheshwari High School" with a view to spreading the light of education to the people of remote Bonarpara of Gaibandha subdivision of Rangpur district. He donated 3.31 acres of land to the school. At that time the school was delivering quality education and in 1946 Calcutta University recognized the institution. The founder head teacher Khitish Chandra Roy was on duty till 1947. In 1968, the then sub divisional administrator Kazi Azhar Ali donated a grant of Tk 20,000 to the school and in the same year the name of the school was changed to Kazi Azhar Ali High School.

জেলা পরিষদ ডাক বাংলো

সাঘাটা উপজেলা হেডকোয়ার্টাস বোনারপাড়ায় উপজেলা পরিষদের ৩০ শতাংশ জমিতে আধুনিক ভিআইপি ডাকবাংলো ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। গাইবান্ধা জেলা পরিষদের ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ ডাকবাংলোটি নির্মিত হয়। সরকারি/বেসরকারি সংস্থার ব্যক্তিগণ দাপ্তরিক কাজে এটি ব্যবহার করতে পারেন।

District Parishadl Dak Bungalow

The modern VIP Dak Bungalow was established at Saghata Upazila Headquarters on 0.30 acres of land in 2017 at a cost tk 1 crore and 35 lac financed by Gaibandha Zilla Parishad. People of government / non-government organizations can use it in the official purpose.

ড্রীম সিটি পার্ক

এ উপজেলার ঘুড়িদহ ইউনিয়নের বিশিষ্ট্য শিল্পপতি জনাব মোঃ ফারুক আলম সরকার তার নিজস্ব পৈতৃক সম্পত্তিতে বারকোনা জুমারবাড়ী রাস্তা সংলগ্ন ড্রীম সিটি পার্ক ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন বিনোদনের জন্য এখানে আসে।

Dream City Park

Md Faruk Alam Sarker, an eminent industrialist established Dream City Park in 2016 at Barokona-Jumbarbari road adjoining area also known as Kamolpur village under Ghuridaho Union of this Upazila on his own parental land. All classes of people from different parts of this Upazila come here to entertain.

সুন্দরগঞ্জ উপজেলা
Sundarganj Upazila

পরিচিতি

জেলা শহর থেকে ৩৬ কি.মি. উত্তরে উপজেলা প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ভৌগোলিক অবস্থান উত্তর অক্ষাংশের ২৩.২৯ ডিগ্রি এবং ২৩.৪২ ডিগ্রি এর মধ্যে ৯০.০৫ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। এ উপজেলার উত্তরে রাজারহাট ও পীরগাছা উপজেলা, দক্ষিণে গাইবান্ধা সদর ও সাদুল্লাপুর উপজেলা, পূর্বে রাজীবপুর-চিলমারী ও উলিপুর উপজেলা এবং পশ্চিমে মিঠাপুকুর ও পীরগাছা উপজেলা।

Introducation

Centre of Upzali administration, 36 km away from northern part of the district town. The Geographical location of Sundarganj Upazila latitude 23.290 and its 23.420 in longitude 90.050 . Rajar Hat and Prigonj Upazila are its Northern part and Sadullapur is in the Southern part, Rajibpur, Chilmari and Ulipur Upazila is in Eastern part and Mithapukur and Pirgacha are in the western part.

নামকরণ

সুন্দরগঞ্জ নামকরণের সঠিক কোন তথ্য না থাকলেও বিভিন্ন জনশ্রুতি বা কিংবদন্তির মাধ্যমে 'সুন্দরগঞ্জ' নামটা পাওয়া যায়। এই জনপদের উপর দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ, তিস্তা নদী ও ঘাঘট নদী প্রবাহিত। কথিত আছে নদীর পাশে একটি গঞ্জ বা বাজার অবস্থান করতো এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই গঞ্জের নাম ডাক ছিল। গঞ্জের লোকজনের আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র এবং চেহারা সুন্দর থাকায় এ জনপদের নাম হয় সুন্দরগঞ্জ।

আর একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে, তাতে বলা হয়েছে তাজহাটের রাজা গোপাল রায় বাহাদুরের পুত্র ছিল সুন্দর লাল বাহাদুর। তিনি খাজনা আদায়ের জন্য অত্র এলাকায় আসতেন ও মেলার প্রচলন করেন। বলা হয়ে থাকে রাজার পুত্রের নামানুসারে এ এলাকার নাম হয় সুন্দরগঞ্জ।

আর একটি কিংবদন্তির মাধ্যমে জানা যায়, ষাটের দশকের প্রথম দিকে এ এলাকায় (সুন্দরগঞ্জ উপজেলা সদরের উপকণ্ঠে) ১৩টি ইঁদারা ছিল এবং এখানকার পাড়ায় সুন্দর সুন্দর মহিলা ছিল। তারা এই ইঁদারাগুলোতে গোসল করতো। এছাড়া প্রতি বছর মহররম মাস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত লোকজনের সমারোহ হতো। উক্ত লোক সমাগম বা লোকের সমারোহকে 'গঞ্জ' এবং সুন্দরী মহিলাদের বাসের সমন্বয়ে এ উপজেলার নামকরণ হয়েছে 'সুন্দরগঞ্জ'।

Naming

There have various types of myth regarding the naming of the Sundarganj. Some people believe that as the river Tista, Brahmaputra and Ghaghot have passed this area, there had some market or ganj beside those rivers. The market was very popular and the behavior, character and the faces were nice (sundar) which named the place as Sundarganj.

Other people believe that, Sundar Lal Bahadur, the son of the King of the Tajhat Gopal Roy Bahadur, used to come this place to collect taxes and intoduced fairs. According to the name of the King's son, the place is named so.

There is another myth that, in the first of the sixty decade, there had 13 wells and very beautiful ladies in this area. They used to bath in those wells. Moreover, in the month of Maharam, various types of people came here in every year. These two features have named the area as Sundarganj.

বামনডাঙ্গা রেল স্টেশন

বামনডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন উত্তরবঙ্গের একটি ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ে স্টেশন। বৃটিশদের হাত ধরে উপমহাদেশে রেলের গোড়াপত্তন হয় ১৫ নভেম্বর, ১৮৬২ সনে, চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ও কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত, অতঃপর ১৯০৫ সনে ফুলছড়ি হতে বামনডাঙ্গা হয়ে কাউনিয়া পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হয়। পশ্চিমের মিঠাপুকুর, দক্ষিণ পশ্চিমের সাদুল্যাপুর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার একমাত্র আন্তঃনগর ট্রেন সেবা দানকারী স্টেশন হওয়ার কারণে উক্ত স্টেশনটির জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এটি লালমনিরহাট রেলওয়ে বিভাগের অন্তর্গত একটি সেকশনাল অফিস হিসেবেও কাজ করছে। এই রুটে বর্তমানে ৪ জোড়া আন্তঃনগর ও ৩ জোড়া মেইল বা লোকাল ট্রেন চলাচল করে, যার সকল টেনের বামনডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রাবিরতী রয়েছে। এই রেলওয়ে স্টেশনে বর্তমানে বৃটিশ শাসনামলের আপ ও ডাউন আউটারে সিগনালিং স্তম্ভ ও সিগনালিং কন্ট্রোল মেশিন এখনো স্মৃতি স্বরূপ দাড়িয়ে রয়েছে, যা এই রেলওয়ে স্টেশনের ঐতিহাসিক গুরুত্ববহন করে। এই রেলওয়ে স্টেশনের প্রথম আন্তঃনগর ট্রেন তিস্তা এক্সপ্রেস যা দিনাজপুর থেকে যাত্রা শুরু করে কাউনিয়া, বামন্ডাঙ্গা হয়ে ফুলছড়ি ঘাট ব্যবহার করে ঢাকা পর্যন্ত যাত্রী সেবা প্রদান করত। আন্তঃনগর ট্রেন সেবা জনপ্রিয়তা লাভ করায় পরবর্তীতে একই রুটে একতা এক্সপ্রেস নামে আরেকটি আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালু করে। বর্তমানে ট্রেন দুটি এই রুটে বন্ধ থাকলেও রংপুর এক্সপ্রেস ও লালমনি এক্সপ্রেস নামে দুটি আন্তঃনগর ট্রেন যথাক্রমে রংপুর ও লালমনিরহাট হতে বামন্ডাঙ্গা হয়ে ঢাকা পর্যন্ত নিয়মিত যাত্রী সেবা প্রদান করছে। এছাড়াও সান্তাহার ও বুড়িমাড়ির মধ্যে চলাচলকারি করতোয়া এক্সপ্রেস এবং সান্তাহার ও দিনাজপুরেরর মধ্যে চলাচলকারি দোলনচাপা এক্সপ্রেস নামে দুটি আন্তঃনগর ট্রেন রয়েছে। ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে স্টেশন চত্বরে আরো রয়েছে শতাধিক বছরের পুরনো বিশাল বিশাল রেইনট্রি গাছের সমাহার।

Bamondanga Railway station

Bamondanga railway station is a significant railway station of the North Bengal. The first rail from Darshana, Chuadanga to Jagati, Kustia was introduced in Bengal by the British on 15 November, 1862. Then the rail was expanded from Fulchori to Kaunia through Bamondanga in 1905. The popularity of the station has increased due to Mithapukur in the west, Sadullapur in the southwest and Sundarganj upazila is the only intercity train service station. Currently it is the sectional office of Lalmonirhat railway division and acts as the important intercity train station for the adjacent upazillas. 4 pairs of intercity train including Rangpur Express, Lalmoni Express and 3 pairs of mail train including Korotoya Express, Dolonchapa Express etc. are available here. The up and down outer signaling post and the signaling controlling machine still carries its traditional values. The first intercity train of this railway station, Tista Express, which started from Dinajpur, used to provide passenger services to Kaunia, Bumandanga via Fulchari Ghat and Dhaka. After the popularity of the intercity train service, it started another intercity train service called Ekota Express on the same route. While the train is now closed on both of these routes, two intercity trains named Rangpur Express and Lalmoni Express are providing regular passenger services ranging from Rangpur and Lalmonirhat respectively to Bamandanga. There are also two intercity trains namely Karatoya Express in between Santahar to Burimari and Dolanacha Express in between Santahar to Dinajpur. Moreover, the lines of the Rain Trees staying there for more than 100 years preserve the history of the past.

শিব মন্দির

১২৯৬ বাংলা সনের ২৮ মাঘ তারিখে বামনডাঙ্গা শিবমন্দির স্থাপিত হয়, ঘাঘট নদীর পূর্ব পাড়ে। নদী ভাঙ্গনে তা পরবর্তীতে স্থানান্তরিত হয়ে বর্তমান অবস্থান রয়েছে। তৎকালীন জমিদার সুনীতি বালা দেবী এ মন্দিরকে জমি দান করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান এখানে হয়ে থাকে। নিয়মিত কমিটি দ্বারা এটি পরিচালিত হয়ে আসছে। গাইবান্ধা জেলার একমাত্র শিবমন্দির যেখানে শুধু গাইবান্ধা নয় তার পার্শ্বের জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ও তাদের ধর্মীয় উপাসনা হিসেবে এটিকে মনে করে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে আসছে।

Shiva Mandir

The Bamandaga Shiva Mandir was established on bangla magh 28th of the month of 1296, on the eastern bank of the river Ghaghat. After breaking to river, it was shifted to the present position. The landlord Sunita bala Devi donated the land to the Mondir. All the religious ceremonies of the Hindu community are here. It has been managed by the regular committee. The only Shiva mondir in Gaibandha district, where it is not lonely Gaibandha, is considered by the Hindu community of its district as a part of their religious worship and performing various programs.

আব্দুল্লাহ দরবেশ

আব্দুল মুন্সি থেকে দরবেশ নামে পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। সাতগিরি নিবাসী আজগর আলী ফকিরের ছেলে দরবেশ ছিলেনে একজন প্রেমী মানুষ। তিনি অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। নামমাত্র ছোট্ট একটি কুটিবাড়ী থাকলেও সেখানে তিনি বেশীদিন থাকেননি। এলাকাতেই বিভিন্ন বাড়ী বাড়ী থেকেছেন সস্ত্রীক। তিঁনি বেশীর ভাগ সময় বসে থাকতেন মাজারের পাশে অবস্থিত ময়নাগাছের নীচে। তিনি হারানো জিনিস অতি সহজে বের করে দিতেন। যে পানিতে মাছ থাকা সম্ভব না সেখান থেকে তিনি মাছ ধরে আনতেন। কোন এক সময় প্রচন্ড খরায় ফসল তো দূরের কথা মাটি পর্যন্ত পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে তিনি শুকনা মাটিতে কলাগাছের ভেলা সাজিয়ে বসেছিলেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে। পরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে তিনি ঐ ভেলাতে বসে স্থান ত্যাগ করেন। এরকম অনেক অলৌকিক ক্ষমতা পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর এলাকাবাসী ও দুরদূরান্তের ভক্তবৃন্দ প্রায় ৫০ বছর থেকে ২৯ ফাল্গুন তারিখে ওরস করে আসছে। দরবেশের নাতি (মরহুম রুহুল আমিন মুন্সির ছেলে) বর্তমানে এলাকাতেই বসবাস করছেন। আনুমানিক ৮০-৮৫ বছর বয়সে এই সাধক মৃত্যুবরণ করেন। তার সমাধি মাজার হিসেবে পরিচিত।

Abdullah Darbesh

A person known as the 'Darbesh' from Abdul Munsi was a lover of mankind , the son of Aggar Ali Fakir of Satgiri. He used to live a simple life, but he did not live long enough. According to the life story of the relatives of many hoses in the area, he sat for most of the time, at the bottom of the posterior mortality near the shrine. He sat while sitting. He could easily get rid of the lost things. He used to fetch the fish from the fish in the water.

At one time, after scorching heat to the ground the matter was going to burn up to the ground, he was sitting on a dry ground in a banana tree. Foods leave sleep. After a lot of rainfall, he left the place in the villa and left place. He received many such miracles. After his death, the devotees of the locals and far-flung devotees from around 50 years to 29 phalgunas. The granddaughter of the saint (son of late Ruhul Amin Munshi) is living in the area. Estimated at the age of 80-85, this saint died. His tomb is known as the shrine.

শিবরাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিবরাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত এ বিদ্যালয়টি তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৮৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত হন। ২০০২ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচিত হয়। আবাসিক-অনাবাসিক মোট ১২৩২ জন ছাত্র/ছাত্রী এ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে।

কিভাবে যাওয়া যায়: গাইবান্ধা বাসস্ট্যান্ড হতে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বাইপাস ৩৫ কিঃমিঃ প্রায়। প্রথমে গাইবান্ধা বাসস্ট্যান্ড হতে বাস যোগে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বাইপাসে যেতে হবে। সিএনজি/অটো-রিক্সা/মেজিক ভাড়া ৫০/৫৫ টাকা প্রায়। সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বাইপাস হতে সুন্দরগঞ্জ-রংপুর সড়কের বামানডাংগা অভিমুখে প্রায় ৪/৫ কিঃমিঃ দূরে ছাইতান তলা নামক স্থানে আসতে হয়। এখানেই শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। রিক্সা/অটো-রিক্সা/সিএনজি/মেজিক যোগে যেতে প্রতিজন ভাড়া ২০/২৫ টাকা প্রায়।

Shibram Government Primary School

Shibram Government Primary School was established in 1916. This school ocagted in Sundargonj upazila has been recognized as the best primary school in Bangladesh due to its special characteristics. In 1985, the Headmaster of this organization was elected as the best Headmaster. In 2002, the school was selected as the best primary school at the national level. A total of 123 students from non-resident schools are studying in this school.

How to go: From Gaibandha bus stand Sundargonj by-pass is about 35 km. First go to Gaibandha bus stand by going to the bypass of Sundarganj upazila. CNG/Auto-rickshaw/ magic rent is about 50/55 taka. The Sundarganj upazila has to reach the place of Bamondhanga on the Sundarganj-Rangpur road, about 4/5 kilometers away to Chaitantola. Here is the Shibram Model Government Primary School. For every rickshaw / auto-rickshaw / CNG /magic every fare is 20/25 taka.

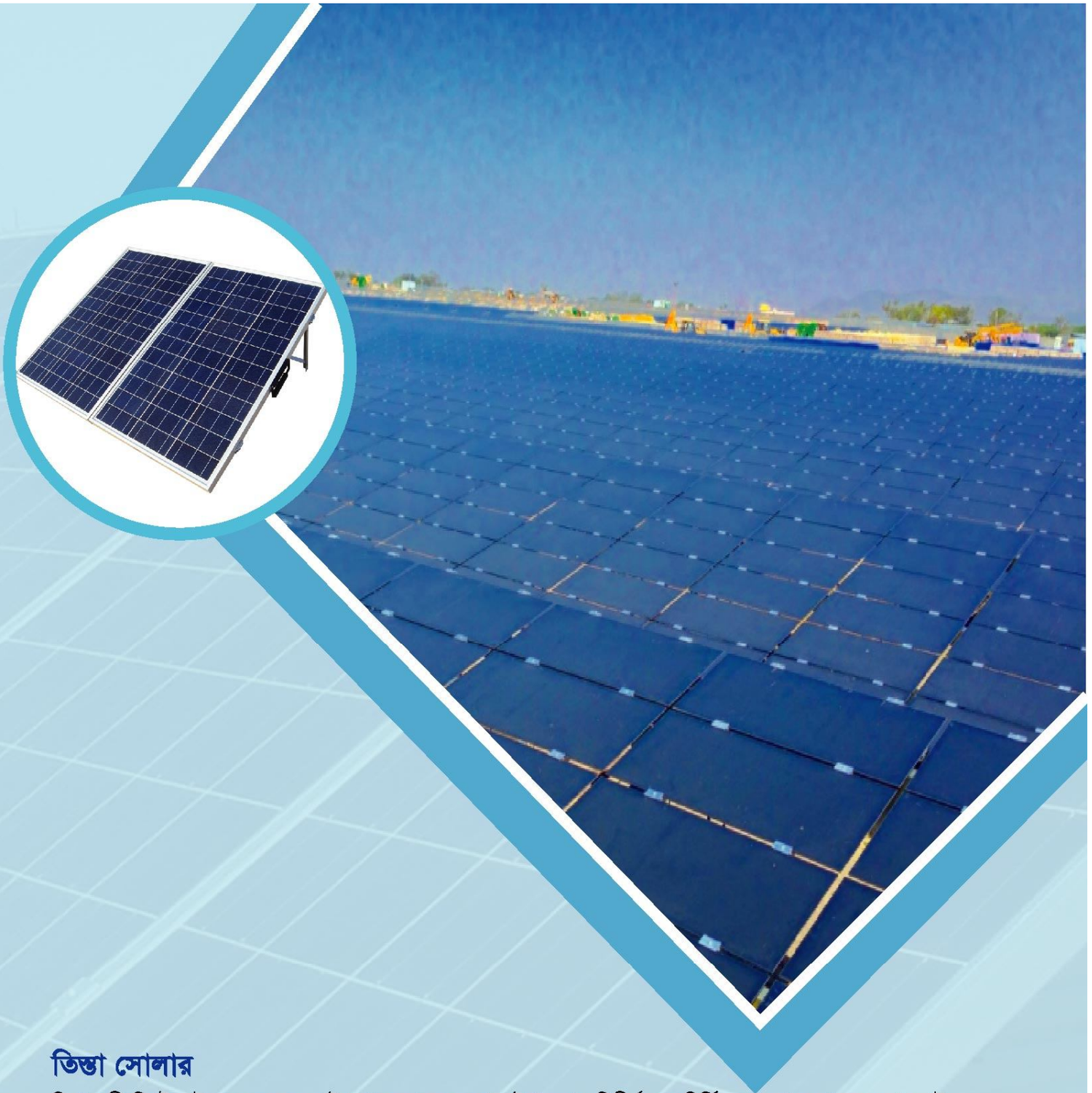

তিস্তা সোলার

তিস্তা নদী বিধৌত উত্তরের জনপদ গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বিস্তীর্ণ চরে নির্মিত হতে যাচ্ছে ২০০ মেগাওয়াট (এসি) ক্ষমতাসম্পন্ন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। বেসরকারি খাতে দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'তিস্তা সোলার লিমিটেড' এই বিশাল কর্মযজ্ঞটি বাস্তবায়ন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর শতভাগ পরিবেশ বান্ধব এই সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে তিস্তা সোলার লিমিটেড এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে গত ২৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি ও বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। লাটশালা এবং খোর্দ্দা মৌজার প্রায় এক হাজার একর জমির উপর নির্মিতব্য এই কেন্দ্রটিতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশনা অনুসারে ছায়ানিবিড় কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থা হচ্ছে। এর ফলে জমির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত হবে। স্থানীয় কৃষকদের মাধ্যমে সমবায়ের ভিত্তিতে উক্ত কৃষিকাজ পরিচালনা করা হবে।

এই কেন্দ্রের কারণে সমগ্র উত্তরবঙ্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির সাথে যোগাযোগ নিশ্চিত করতে কোম্পানীর নিজস্ব উদ্যোগে প্রায় ৭ কি. মি নতুন রাস্তা/সড়ক তৈরী হচ্ছে যা স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও এই সংযোগ সড়কে বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ব্যাপক সবুজায়ন করা হবে। এছাড়াও তিস্তা নদীর পাশে নির্মিতব্য এই কেন্দ্রে শত শত লোকের কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

Tista Solar

The largest solar power plant, with capacity of 200 MW (AC), in Bangladesh is going to be built in the Tista river deltaic plain of Sundarganj Upzilla under Gaibandha district. Tista Solar Limited, a subsidiary of the largest private sector conglomerate in Bangladesh, Beximco Group, is implementing this huge work.

After approval of honorable Prime Minister, Tista solar Limited signed Power Purchase Agreement (PPA) and Implementation Agreement (IA) on October 26, 2017 with the Government of the People's Republic of Bangladesh for establishing the 200 MW (AC) solar power plant in the Tarapur union of Sundarganj Upzilla, Gaibandha district. Built on land area of approximately 1000 acres in the Latshala and Khorda area, the plant will use state-of-the-art technology.

In addition, according to the special instructions of the honorable Prime Minister, arrangements will be made for shadow-resistant farming in the project area. It will ensure diversified usage of the land. The farm will run through the cooperatives of the local farmers.

The plant will bring multi-faceted socio-economic changes of the entire North Bengal. About 7 km new road is being developed by the company's own initiative to ensure connectivity with the power station, which will play an important role in improving the standard of living of the local people. In addition, through tree plantation in the road cut section will increase huge environmental go green of the area. Apart from this, a project of this size will create hundreds of employments around the riverine system of Tista River.

সাদুল্লাপুর উপজেলা
Sadullapur Upazila

পরিচিতি

গাইবান্ধা জেলা সদরের ঠিক পশ্চিমে এবং পলাশবাড়ি উপজেলার উত্তরে এবং রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার পূর্বে সাদুল্লাপুর উপজেলা অবস্থিত। সাদুল্লাপুর উপজেলার উত্তরে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা এবং রংপুরের মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ উপজেলা দ্বারা বেষ্টিত। এ উপজেলাটি প্রায় ২৫ ডিগ্রী ১৭ ফুট ও ২৫ ডিগ্রী ৩১ ফুট উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯ ডিগ্রী ২০ ফুট ও ৮৯ ডিগ্রী ৩২ ফুট পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। উত্তর জনপদের বহুল পরিচিত ঘাঘট নদী এ উপজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবহিত হয়েছে। ১৯১৩ সালে ১১টি ইউনিয়ন ও ১৬৬ টি মৌজার সমন্বয়ে গঠিত সাদুল্লাপুর উপজেলার আয়তন ২৩০.১২ বর্গ কিলোমিটার। গাইবান্ধা জেলা শহর থেকে ১১ কি.মি. দূরত্বে উত্তর-পশ্চিম কোনে অবস্থিত।

Introduce

Sadullapur Upazila is situated just east of Gaibandha district sadar and north of Palashbari upazila and Pirganj upazila of Rangpur. Sadullapur upazila is surrounded by Sundarganj, Mithapukur and Pirganj upazilas of Rangpur Division. The upazila is located between 25 degree 17 feet and 25 degrees 31 feet north latitudes and 89 degrees 20 feet and 89 degrees 32 feet east longitude. The well known Ghaghat river of the north Bangle has been flowed through this upazila. In 1913, a total of 230.12 sq km area of Sadullapur upazila, comprising 11 unions and 166 mouzas. 11 km from Gaibandha district town In the Northwest.

নামকরণ

কথিত আছে বহুকাল পূর্বে এ জনপদটি বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। তাই উপজেলার সদর ইউনিয়নের নাম করণ হয় বনগ্রাম। জনৈক হিন্দু রাজা জমিদারদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। সময়ের পরিক্রমায় সাইদুল্লাহ নামের এক ধর্মীয় সাধক এই এলাকায় এসে ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করেন পরবর্তী তার নামানুসারেই এই উপজেলার নাম রাখা হয় সাদুল্লাপুর।

Naming

It is said that long ago this upazila was full of forests, so the name of sadar union of the upazila is bongram. There was an absolute dominance of so called Hindu king and landlords. During this time, a religious man named Saidullah came to this area and started preaching the religion of Islam. Then Sadullapur upazila was named after his name.

নলডাংগা জমিদার বাড়ী

উপমহাদেশের বিখ্যাত নাট্যকার, শিল্পী, চলচ্চিত্র অভিনেতা তুলসী লাহিড়ীর স্মৃতি বিজড়িত নলডাঙ্গার জমিদার বাড়ি গাইবান্ধা জেলার অতীত ইতিহাসের এক সুবর্ণ স্বাক্ষর। নলডাঙ্গা এলাকা ছাড়াও লালমনির হাটের হাতীবান্ধা, ডাউয়াবাড়ি, বগুড়ার শেরপুর ও পশ্চিম দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে এদের জমিদারি বিস্তৃত ছিল। উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের মধ্যে ভগ্নপ্রায় কস্টিপাথরের শিবলিঙ্গ ও শ্বেত পাথরের বৃষ মন্দির (১২৮০ সালে তৈরি) এবং কাশি থেকে আনা ছোট ছোট নক্সা করা পাথরের টুকরোয় তৈরি শ্রী শ্রী শৈলেশ্বর মন্দিরের অভিনব নির্মাণ শৈলী অনুসন্ধিত্সু ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে নির্মিত এই মন্দির গাত্রের শিলালিপি থেকে নলডাঙ্গার জমিদার বংশের কৃতী পুরুষ সুরেন্দ্র দেবশার্মা ও শ্রীমতি শৈলবালা দেবীর নাম পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষ কবলিত নলডাঙ্গায় জমিদারদের দ্বারা খননকৃত ৫ একর ১৭ শতাংশ আয়তন বিশিষ্ট বিরাট আকারের পুকুরটি বর্তমানকাল পর্যন্ত বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাত্যহিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কিভাবে যাওয়া যায়:

লাহীড়ী জমিদার বাড়ীতে যাওয়ার জন্য গাইবান্ধা জেলা থেকে ট্রেন, সিএনজি, অটোরিক্সা, মটর সাইকেল প্রাইভেট কার দিয়ে যাওয়া যায়। গাইবান্ধা শহর থেকে ইহা প্রায় ২৩ কিলোমিটার।

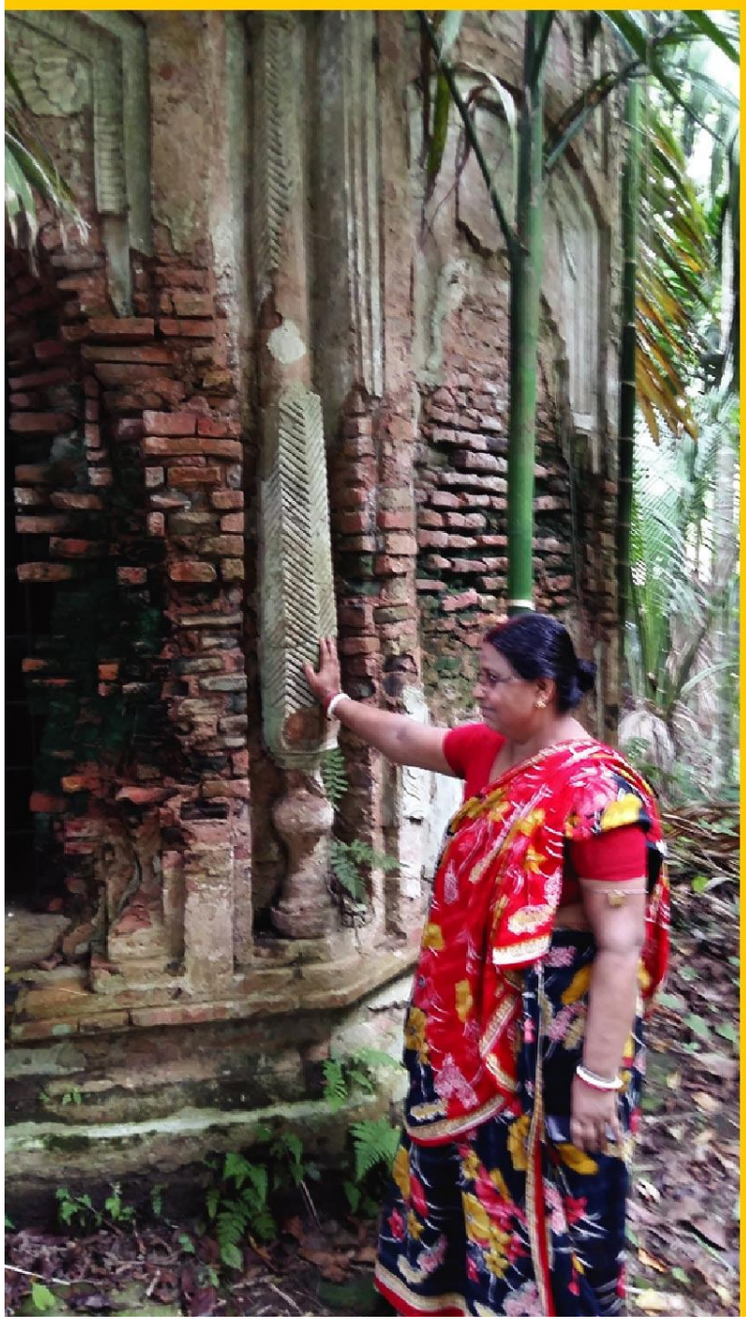

Naldanga Zamindari House

Naldanga Zamindar House, a famous playwright, artist of the subcontinent, and film actor Tulsi Lahiri, is a golden sign in the past history of Gaibandha district. In addition to the Naldanga area, their zamindari was expanded in different areas of Hatibandha, Doyabari, Bogra Sherpur and West Dinajpur of Lalmonirhat. Among the notable theoretical monuments, the attraction of the Shree Shinga and white stone bulls (made in the 1280s) of the artificial custodian and small pieces of stone important from kashi, attracted the attention of the person of the construction of the Shri Shree Shaileshwar temple. The name of the goddess Surendra Devsharma and Shrimati Shailabala Devi of the zamindars of Naldanga, from the inscriptions of this temple built in 1334 BS, were found. Due to the famine of Naldanga, a large pond of 17 percent of the 5 acres excavated by zamindars was used for the daily work of a large number of people.

How to go:

To go to Lahiri zamindar house, go to Gaibandha district with train, CNG, Autorixa, Motor cycle, private car. It is about 23 kilometer from Gaibandha town.

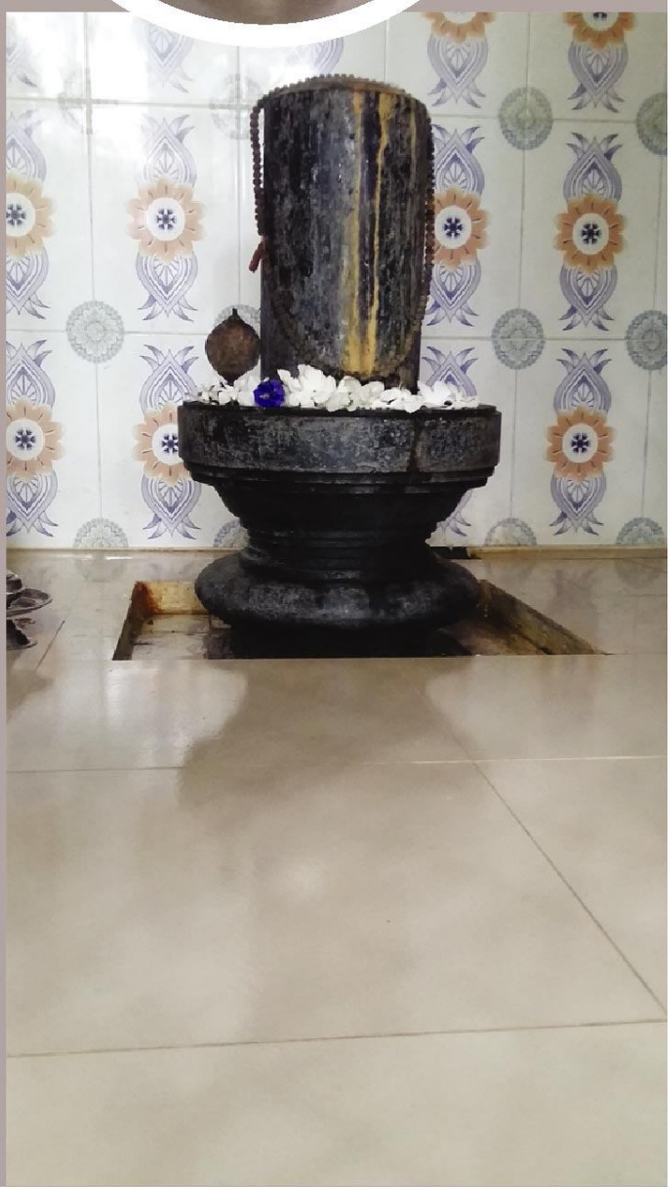

নলডাংগা রেলস্টেশন

সাদুল্লাপুর উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন এবং সাদুল্লাপুর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের রেল যোগাযোগ সুবিধাযুক্ত করেছে। নলডাংগা জমিদার বাড়ির বিপরীতে নলডাংগা রেলস্টেশনটি অবস্থিত। সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে একসময় রেল স্টেশনটি মানুষের পদচারনায় মুখরিত ছিল। সহজে সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় স্টেশনটির গুরত্ব কমেছে। তা ছাড়া বর্তমানে আন্তঃনগর ট্রেনসমূহ না থামায় মানুষ অনেক বেশী শহরমুখী হয়েছে। তবুও কালের চিহ্ন হিসাবে নলডাংগা রেলস্টেশনটি এখনো স্থানীয় যাত্রীসেবায় নিয়োজিত।

Naldanga Railway Station

Nearly 12 kilometers from Sadullapur Upazila Sadar, six unions of Sundarganj upazila and four union of Sadullapur upazilas have provided rail communication. Naldanga railway station is located opposite Naldanga zamindar house. Because of the inadequacy of the road transport system, the railway station was once run by the people. Due to the smooth connectivity of the station, the capacity of the station has decreased. Apart from this, people have been far more urbanized than intercourse trains. Yet, as a mark of time Naldanga Railway Station is still engaged in local services.

জামালপুর শাহী মসজিদ

অত্র উপজেলায় বিবিধ ঐতিহাসিক নিদর্শনের মধ্যে জামালপুর শাহী মসজিদের নাম উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে এই এলাকায় খিরোধর রাজা নামের এক অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে এলাকাবাসীকে মুক্ত করতে একসময় সিলেটের বিখ্যাত আউলিয়া হযরত শাহজালাল এই এলাকায় আসেন এবং তিনি সেসময় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যার নাম শাহজালাল শাহী মসজিদ এবং পরবর্তীতে তাঁর নাম অনুসারে ইউনিয়নের নামকরণ করা হয় জামালপুর।

Jamalpur Shahi Mosque

Among the various historical relica Jamalpur Shahi Mosque is one of them. It is said that well know saint Hazrat Shah Jalal come here to free the inhabitants of this area from the oppressor named khirodor raja and in that time he built a mosque name shah Jalal Shahi mosque. There the name of his jamalpur was named after his name.

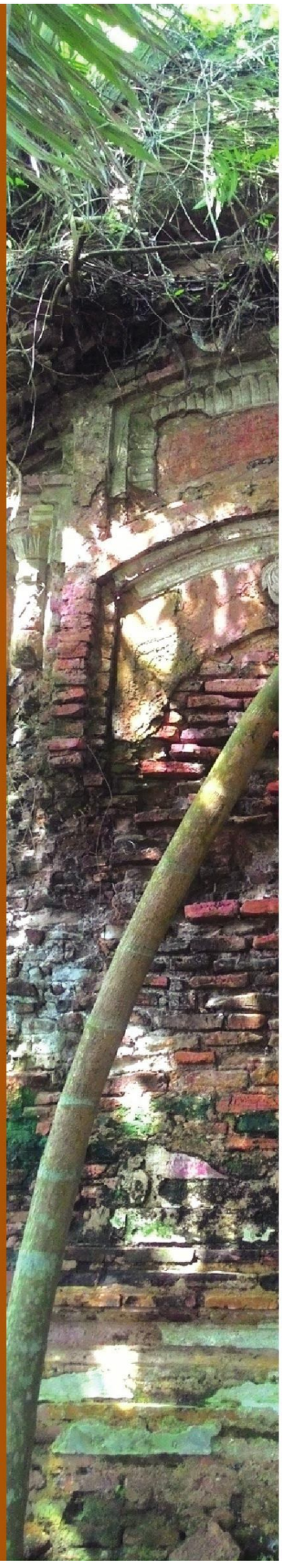

লাহিড়ী জমিদার বাড়ী

উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত নাট্যকার ও চলচ্চিত্র অভিনেতা তুলসী লাহিড়ী। গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার নলডাঙ্গায় অবস্থিত তার স্মৃতিবিজড়িত জমিদার বাড়ি। জেলা শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সাদুল্যাপুর উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়ন। তিনি এ নলডাঙ্গার জমিদার পরিবারে ৭ এপ্রিল ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন তুলসী লাহিড়ী। তার বাবা সুরেন্দ্র দেবশর্মা ও মা শৈলবালা দেবী। নকশা করা ছোট ছোট পাথরের টুকরোয় নির্মিত শ্রী শ্রী শৈলেশ্বর মন্দিরের অভিনব নান্দনিক নির্মাণশৈলী সহজেই অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া ১২৮০ সালে তৈরি করা হয় কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ ও শ্বেত পাথরের বিষ্ণু মন্দির।

এছাড়া নলডাঙ্গায় জমিদারদের খনন করা ঐতিহাসিক পুকুরটিও সৌন্দর্য হারাচ্ছে। পাশাপাশি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাড়ির সামনের টিনশেড হলরুমটি। এখানেই তুলসী লাহিড়ী তার লেখা নাটক মঞ্চস্থ করতেন। তিনি ৫০-এরও বেশি ছায়াছবিতে অভিনয় করেছেন। বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। একাধারে তিনি ছিলেন মঞ্চ অভিনেতা, চিত্রাভিনেতা, নাট্যকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, চিত্র নাট্যকার ও চিত্র পরিচালক। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের যুগনায়ক তুলসী লাহিড়ী ১৯৫৯ সালের ২২ জুন কলকাতায় পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৬২।

Larhi zamindar Bari

Tulsi Lahiri was a famous playwright and film actor of the sub-continent. This Zamidar house is situated at Naldanga under shadullapur upazila which is 20 K.M. far from district sadar. Tulshi Lahiri was born in 7 April, 1897 at a Zamindal Family. His father was Surendra Dev Sharma and mother was Shailabala Devi. Designed small pieces of stone import from kashi attracted the attention of the person of the construction of the Shree Shree Shaileshwar Mondir. Without it shivlingo made of streck plate and lord bishnu mondir made of white stone build in 1280.

On the other hand the large historical pond excavated zamindars is lossing its attraction. Besides tin sheted halroom infront of the house is destroying day by day. Here lahiri staged his drama written by him. He Acted more was a versatile genius. staged performer, film tune maker, song dire director. He breathed h 1959 in kolkata.

তুলসী লাহিড়ী
৭ এপ্রিল ১৮৯৭ - ২২ জুন ১৯৫৯

বীরাঙ্গনা

বহুমুখী সম্ভাবনায় ভরা সাদুল্লাপুরের একটি বিশেষ পরিচিতি হলো মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে এখানকার বহুমানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং দেশমাতৃকার প্রতি বিশেষ অবদান রাখে। ইতিহাসের কালজয়ী স্বাক্ষী হিসাবে বীরাঙ্গনা রাজকুমারী রবিদাস ফুলমতি এবং মোছা. সাফাতন বেওয়া এই উপজেলার অহংকার হিসাবে চিরঞ্জীব হয়ে আছেন। ইতিমধ্যে সরকারি সহায়তায় রাজকুমারী রবিদাস ফুলমতিকে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বীরনিবাস উপহার দেয়া হয় এবং মোছা. সাফাতন বেওয়াকে গুচ্ছগ্রামে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেইসাথে সরকারি ভাতাসহ বিভিন্ন সুযোগসুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

নিম্নে বীরাঙ্গনাদ্বয়ের পরিচিতি তুলেধরা হলোঃ

নামঃ রাজকুমারী রবিদাস ফুলমতি
স্বামীঃ মৃত কুশিরাম রবিদাস
গ্রামঃ উত্তরপাড়া
ইউনিয়নঃ বনগ্রাম
পোষ্ট+উপজেলাঃ সাদুলাপুর
জেলাঃ গাইবান্ধা

নামঃ মোছা. সাফাতন বেওয়া
স্বামীঃ শুকুর আলী শেখ
গ্রামঃ জয়েনপুর
ইউনিয়নঃ বনগ্রাম
পোষ্ট+উপজেলাঃ সাদুলাপুর
জেলাঃ গাইবান্ধা

বীরাঙ্গনা: মোছা. সাফাতন বেওয়া
Biranggana: Ms. Safaton Bewwa

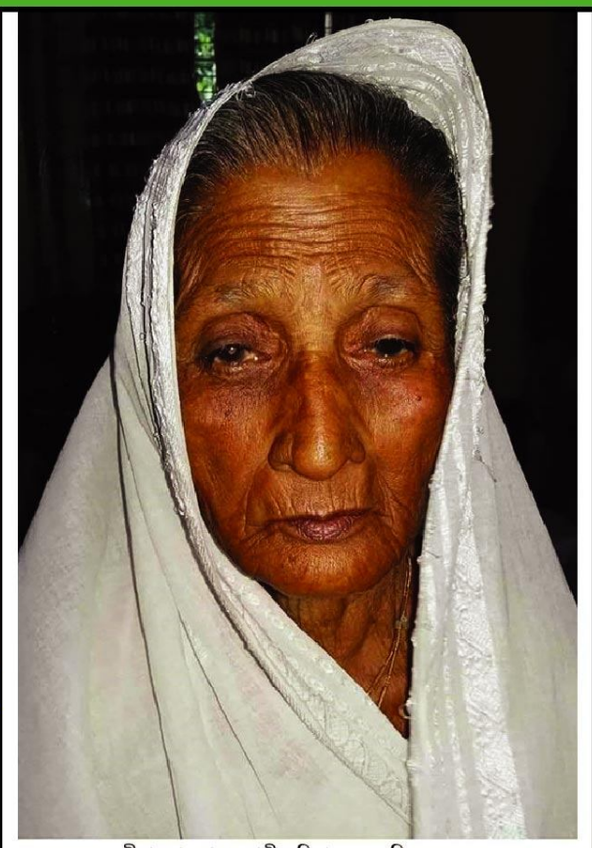

বীরাঙ্গনা: রাজকুমারী রবিদাস ফুলমতি
Biranggana: Razkumari Robidas Fulmoti

Biranggana (Female Freedom Fighter)

Sadullapur is full of multi-dimensional possibilities, participated in the war of liberation in the war of independence and made a special contribution to the mother land. Which resulted in the era of heroin, Mrs. Rabidas Phulmati, and Ms Safaton Bewwa as heroic witnesses of history. They are living as the arrogant of this upazila. In the meantime, Razkumari Robidas Fulmoti, with government assistance, was given a Birnibis at a cost of taka 9 lakh. At the same time a permanent residence is ensured for Ms. Safaton Bewwa at the Guchha Gram (Cluster House) project. Besides these various facilities including government allowances have been continued for them.

The identity of two Biranggana (Female Freedom Fighter) as bellow

Name: Razkumari Robidas Fulmoti
W/O: Late Kusiram Robidas
Vill: Uttarpara
Post+ Upazila: Sadullapur
Dist: Gaibandha

Name: Ms. Safaton Bewwa
W/O: Late Shukur Ali Sheikh
Vill: Joyenpur
Post+ Upazila: Sadullapur
Dist: Gaibandha

ফুলছড়ি উপজেলা
Fulchhari Upazila

পরিচিতি

ফুলছড়ি উপজেলা গাইবান্ধা জেলার ০৭ টি উপজেলার মধ্যে একটি। এ উপজেলার মোট আয়তন ৭৭,৬০০ একর বা ৩১৪ বর্গ কিলোমিটার। উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ১,৩৭,৭৯৫ জন। ফুলছড়ি উপজেলা ০৭ (সাত) টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এগুলো হ'ল ১) কঞ্চিপাড়া, ২) উড়িয়া, ৩) উদাখালী, ৪) গজারিয়া, ৫) ফুলছড়ি, ৬) এরেন্ডাবাড়ী, ৭) ফজলুপুর ইউনিয়ন। এ উপজেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যায় প্রতি বছর নদীবাহিত এলাকায় সৃষ্টি হয় অসংখ্য চর। ১৯১৪ সালে গাইবান্ধা থানা বিভক্ত হয়ে ব্রহ্মপুত্রের তীরে স্থাপিত হয় ফুলছড়ি থানা। সে সময়ে ফুলছড়ি ঘাটে ভিড়তো বড় বড় জাহাজ, লঞ্চ, স্টিমার। ইংরেজ লর্ডরা গাইবান্ধার নাম না জানলেও চিনতো ফুলছড়ি ঘাট।

Introduction

Fulchhari Upazila is one of the 7 upazilas of Gaibandha district. The total area of this upazila is 77,600 acres or 314 sq km. Total population of the upazila according to the 2001 census, is 1,37,975 people of Fulchhari upzila consists of 7 unions. These are 1) Kanchipara, 2) Oriya 3) Udakhali, 4) Ghazaria, 5) Fulchhari, 6) Erendabari and 7) Fazlupur. In this upazila there are numerous chars, which are created in river-bed areas every year due to natural disasters and floods. In 1914 Fulchhari thana was established on the bank of Brahmaputra. At that time the big ships, launches, streamers rush into Fulchhari Ghat. Though the English lord did not know the name of Gaibandha. They knew about Fulchhari Ghat.

নামকরণ

ফুলছড়ি উপজেলা নামকরণের তেমন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৮৩৬ সালে যমুনা সৃষ্টির পূর্বে গাইবান্ধা অঞ্চলে ঘাঘট, আলাই, জিঞ্জিরাম, বাঙ্গালী, মানস, গজারিয়া, আখীরা, নলেয়া, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ইত্যাদি নদী প্রবাহিত ছিল। কালের বিবর্তনে, ভূমিকম্পে এ সমস্ত নদীর গতিপথের পরিবর্তন হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যায় প্রতি বছর নদীবাহিত এলাকায় সৃষ্টি হয় অসংখ্য চর।ব্রহ্মপুত্রের খন্ড খন্ড চরগুলোতে উঠে সাদা কাশফুল তা দেখেই হয়তোবা কোন মিষ্টভাষী এলাকাকে ফুলছড়ি নামে অভিহিত করেছিলেন, তার ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৯১৪ সালে গাইবান্ধা থানা বিভক্ত হয়ে ব্রহ্মপুত্রের তীরে স্থাপিত হয় ফুলছড়ি থানা।

ভৌগোলিক অবস্থান: উত্তরে গাইবান্ধা সদর উপজেলা, পূর্বে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলা, দক্ষিণে সাঘাটা উপজেলা, পশ্চিমে গাইবান্ধা সদর ও সাঘাটা উপজেলা।

Naming

No history is found in the name of Fulchhari Upazila. Before the born of Jamuna in 1936, rivers like Ghagot, alai, gingiram, bangali, manosh, gagria, akhira, noleya, brahmaputtra, tista etc were flown. In course of time, earthquake has changed the way of these rivers. Every year many chars are seen for the cause of natural calamities and flood. When many white kashfuls are seen in many parts of this area of Brahmanputtra, probably a creation person called it Fulchhari, Though its history is unknown. In 1914 Gaibandha thana was divided and it was established on the bank of the Brahmaputtra, Fulchhari thana.

Geographical site: In the north Gaibandah Sadar thana, in the east Dewangonj and Islampur upzaila of Jamalpur district, in the north Saghata upazila, in the west Gaibandha sadar and Saghata upazila.

বালাসীঘাট

১৯ শতকে মেরিন বিভাগের নেতৃত্বে ব্রহ্মপূত্রের বুক চিরে একদা গাইবান্ধার ফুলছড়ি (বালাসী) ঘাট হতে জামালপুরের বাহাদুরাবাদ ঘাট অব্দি চলাচল করত অসংখ্য ফেরী। পরবর্তীতে যমুনা ও ব্রহ্মপূত্রের নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় এবং বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মিত হওয়ায় সেটি কার্যকারিতা হারায়। সুসংবাদ হলো বর্তমান সরকার "বালাসী ও বাহাদুরাবাদে আধুনিক ফেরীঘাটসহ আনুষাংগিক স্থাপনাদি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মৃত বালাসীঘাটকে পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ১২৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্প পুনরায় লাখো মানুষের জীবিকা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় নবজোয়ার সৃষ্টি করতে যাচ্ছে।

Balasi Ghat

Centennial Traditional Balsighat which was once known as the arcade of East and west railway links to Bangladesh. In the 19th Century, Brahmaputra, under the leadwership of Marine Division, fired from Fulchhari of Gaibandha to Bahadurabad Ghat of Jamalpur, so many ferries were plying later, dut to navigability of Jamuna and Brahmaputra and the Bangabandhu Bridge being built, Balashighat lost its effectiveness. The good news is that the present government has planned to revive the dead Balasi ghat under the project.

Construction of an inclusive deck including modern ferrying in Balasi and Bahadurabad". The project costing 124.77 crore taka is going to create Renesa in the livelihood and communication system of millions of people.

শুষ্ক মৌসুমে ব্রহ্মপুত্র তীর-বালাসীঘাট

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ জেলা পর্যায়ের ফাইনাল খেলায় জেলা প্রশাসক মহোদয়।

শিশুদের চোখে বিজয়

মহান স্বাধীনতা দিবসের শারিরিক কসরত অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের উপস্থাপনা

ঘাঘট নদীতে নৌকা বাইচ

নৌকা বাইচ

নৌকা বাইচ হলো নদীতে নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা। দাঁড়টানার কসরত ও নৌকা চালানোর কৌশল দ্বারা বিজয় লাভের লক্ষে আমোদ প্রমোদমূলক এ প্রতিযোগিতা গাইবান্ধা জেলার অন্যতম উপলক্ষ্য।

তিস্তা, ঘাঘট, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র বিধৌত গাইবান্ধার চরাঞ্চলসহ সমগ্র জেলা। গাইবান্ধা শহরের উপর দিয়ে প্রবাহমান স্নিগ্ধ নদী ঘাঘট। ভরা বর্ষায় তাই ঘাঘটের দুই পাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে নৌকা বাইচের আয়োজন করতে দেখা যায়। আশেপাশে সাতগ্রামের লোকের নেমন্তন্য পিঠাপুলির উৎসব আর আত্মীয়বাড়ি দাওয়াত পান। স্থানীয় প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভার প্রতিনিধি সংসদ সদস্য-সকলে একাট্টা হয়ে এ আয়োজনে নেমে পড়ে। নির্ধারিত দিনক্ষণ নেই। বছরের বর্ষা মৌসুমের শেষ দিকে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। প্রতিটি নৌকায় সমসংখক ৭, ২৫, ৫০ বা ১০০ জন মাঝি বা বৈঠা চালক থাকতে পারে। আশেপাশের জেলা থেকে প্রতিযোগীগণ ঢোল, করতালসহ তাদের রং বেরং এর সাঁজানো এর নৌকা নিয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এ প্রতিযোগিতাকে ঘিরে পুরো শহর জুড়ে শুরু হয় উৎসবের আমেজ। জেলা শহর ছাড়াও বিভিন্ন উপজেলা থেকে হাজার হাজার মানুষ নৌকা বাইচ উৎসবে যোগ দেন।

Boat Race

Boat ride is the name of a competition plying boat in the river. It is a technique of rowing and plying boat that creates a recreational competition. Teesta, Ghagot, Jamuna, Brahmaputtra are the rivers of Gaibandha district. Ghagot is flowed by in the town of Gaibandha. So it seen to arrange boat ride both the bank of the people in the flood season. In this occasion people of neighboring villages are invited local administration. Union Parishad, the representation of the Pourasova even the member of the Parliament are included here. There is no fixed time. At the end of the rainy season this competition is arranged. In every boat there may be equal number of boatman like, 7, 25, 50 or 100. People from the neighboring district attend this competition carrying Dhol, Kortal, with decorated boats. The whole town wears a festive look for this competition. Beside district town many people from different Upazila attend this boat ride.

নৌকা বাইচ দেখতে হাজারো মানুষের ভির জমে

ঘোড়দৌড়

গ্রামবাসী মাছ ধরার আনন্দ

জেলা প্রশাসক জনাব গৌতম চন্দ্র পাল এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব এসএম গোলাম কিবরিয়ার কোলে অপারেশনের পর তোহফা ও তহুরা

তোহফা ও তহুরা

জন্মের পর থেকে ১০ মাস তোহফা ও তহুরা একসঙ্গে বড় হয়েছে। পিঠের কাছ থেকে কোমরের নিচ পর্যন্ত তারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। দুজনের পায়খানার রাস্তা একটি। তবে জোড়া লাগা এই যমজের মাথা-হাত-পা আলাদা। তোহফা-তহুরা যেভাবে জোড়া লাগানো, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'পাইগোপেগাস'।

শিশু দুটোর অস্ত্রোপচারে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ১৬ জন সার্জন যুক্ত ছিলেন। তাদের আলাদা করার পর দুটো অপারেশন থিয়েটারে দুই দলে ভাগ হয়ে অপারেশন করেছেন সার্জনরা।

শিশু সার্জারি বিভাগের চিকিৎসকেরা জানান, বাংলাদেশের ইতিহাসে 'পাইগোপেগাস' শিশু আলাদা করার ঘটনা এটি প্রথম। জোড়া লাগা যমজ শিশু তোহফা ও তহুরাকে আলাদা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত দুই শিশু সুস্থ্য আছে।

Tohfa and Tahura

Tohfa and Tahura have grown up to 10 months since birth. From back to waist, they were connected to each other. One of the road to the toilet is two. But the couple's head- and -legs are different. Tohfa-Tuhura is the way to attach, in medical science it is called 'pyogopagas'.

About 16 surgeons from different departments of Dhaka Medical College were involved in the operation of the children. After separating them, the surgeon has operated in two groups of two operations theater and has operated by surgeons. The doctors of the pediatric surgery department said that it is the first time to separate children 'Pygopagus' in the history of Bangladesh. Twin twins and children were separated from Tofa and Tahura. There are two healthy children.

যোগাযোগ ব্যবস্থা Means of Communications	বিস্তারিত বিবরণ Details	সময়সূচি Time	যাত্রী প্রতি ভাড়া Fare per Passenger
Road Communications	পরিবহনের নাম: (চেয়ার কোচ) আলহামরা, হানিফ, শ্যামলী, এস-আর ট্রাভেলস, অরিণ ট্রাভেলস, রুপালি পরিবহন ইত্যাদি । Carriar Name: Alhamra, Hanif, Shamoly, S.R Travels, Orin Travels, Rupaly Porobahan etc.	প্রতিদিন ভোর ০৫.০০ ঘটিকা হতে রাত ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত Every day from 05.00 am to 11.00 pm.	নন-এসি চেয়ার ভাড়া: ৪৫০/- হতে ৫০০/- টাকা Non-AC Chair fare is 450 to 500/-
	(ক) ঢাকার গাবতলী বাসস্ট্যান্ড হতে টাঙ্গাইল-বগুড়া হয়ে গাইবান্ধার দূরত্ব ২৭০ কি:মি: A. The distance from Gabtoli Bus-Stand in Dhaka via Tanggail via Bogura to Gaibandha is 270 kilometers		এ.সি চেয়ার ভাড়া: ৬৫০/- হতে ৭০০/- টাকা AC Chair fare is taka 650 to 700.
	(খ) ঢাকার ছায়দাবাদ বাসস্ট্যান্ড হতে মহাখালী-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-বগুড়া হয়ে গাইবান্ধার দূরত্ব ২৮০ কি:মি: A. The distance from Chayadabad Bus-Stand in Dhaka via Mohakhali via Tanggail via Bogra to Gaibandha is 280 kilometers		এ.সি চেয়ার (আর-এন) ভাড়া: ১,০৫০/- হতে ১,২০০/-টাকা AC RN fare is take 1,050 to 1,100.
	পরিবহনের নাম: চেয়ার সাধারণ আজাদ পরিবহন, সৈকত পরিবহন, অর্ণব পরিবহিন, নাপু পরিবহন, সোনালী পরিবহন, সুন্দর পরিবহন, আই-ভি পরিবহন, জে-আর পরিবহন, শাওন, শানে খোদা, ভাই বন্ধু, দুই বন্ধু পরিবহন, সূর্য পরিবহন, তুর্য পরিবহন, মিতালী পরিবহন, গাইবান্ধা ট্রাভেলস, গলাশাবাড়ী.ট্রাভেলস, অন্তর পরিবহন, জে-জে পরিবহন, শান্ত সর্দার, মণিকা ট্রাভেলস ইত্যাদি । Carriar Name: Azad Porobahan, Saikot Poribahan, Ornab Poribahan, Nappu Poribahan, Sonali Poribahan, Soondar Poribahan, I-V Poribahan, J-R Poribahan, Shawon Poribahan, Shane Khoda, Bhai-Bodu Poribahan, Surja Poribahan,Turjo Poribahan, Metaly Poribahan, Gaibandha Travels, Palashbari Poribahan, Antor Poribahan, J-J Poribahan, Shanto Sardar, Monika Travels etc.		চেয়ার (সাধারণ)ভাড়া: ৩০০/- হতে ৪০০/-টাকা Chair Normal fare is taka 300 to 400.

যোগাযোগ ব্যবস্থা Means of Communications	বিস্তারিত বিবরণ Details	সময়সূচি Time	যাত্রী প্রতি ভাড়া Fare per Passenger
বিমান পথ Air communications	ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান হতে নিলফামারি জেলার সৈয়দপুর বিমান বন্দর। তারপর সৈয়দপুর বিমান বন্দর হতে সড়ক পথে ট্রেন অথবা বাস যোগে গাইবান্ধা আসতে হয়। (বিমান বাংলাদেশ এয়ালাইন্স/ নভোএয়ার/ ইউএস বাংলা)। From Dhaka Shahjalal international Airport to Sayedpur Airport in Nilphamary District is 350 kilometers by Biman Bangladesh Airnes or Novo Air/US Bangla Airways. Sayedpur Airport to Gaibahdha is 120 kilometers by Bus or Train.	প্রতিদিন সকাল ৭.৩০ হতে বিকাল ৪.৩০ঘটিকা পর্যন্ত Every day from 7.30 am to 4.30 pm.	বিমান ভাড়া ৩২০০/- হতে ৭০০০/- টাকা কম-বেশী হতে পারে। সৈয়দপুর বিমান বন্দর হতে সড়ক পথে গাইবান্ধা বাস ভাড়া ২১০/- হতে ২৫০/- টাকা। মাইক্রোবাস/কার ভাড়া ২৫০/- হতে ৩০০/- টাকা ট্রেন ভাড়া ২৫০/- হতে ৩০০/- টাকা Air fare ranges from taka 3200 to 7000 Bus fare is taka 210 to 250. Private care and microbus fare is taka 250 to 300. Train fare is taka 250 to 300.

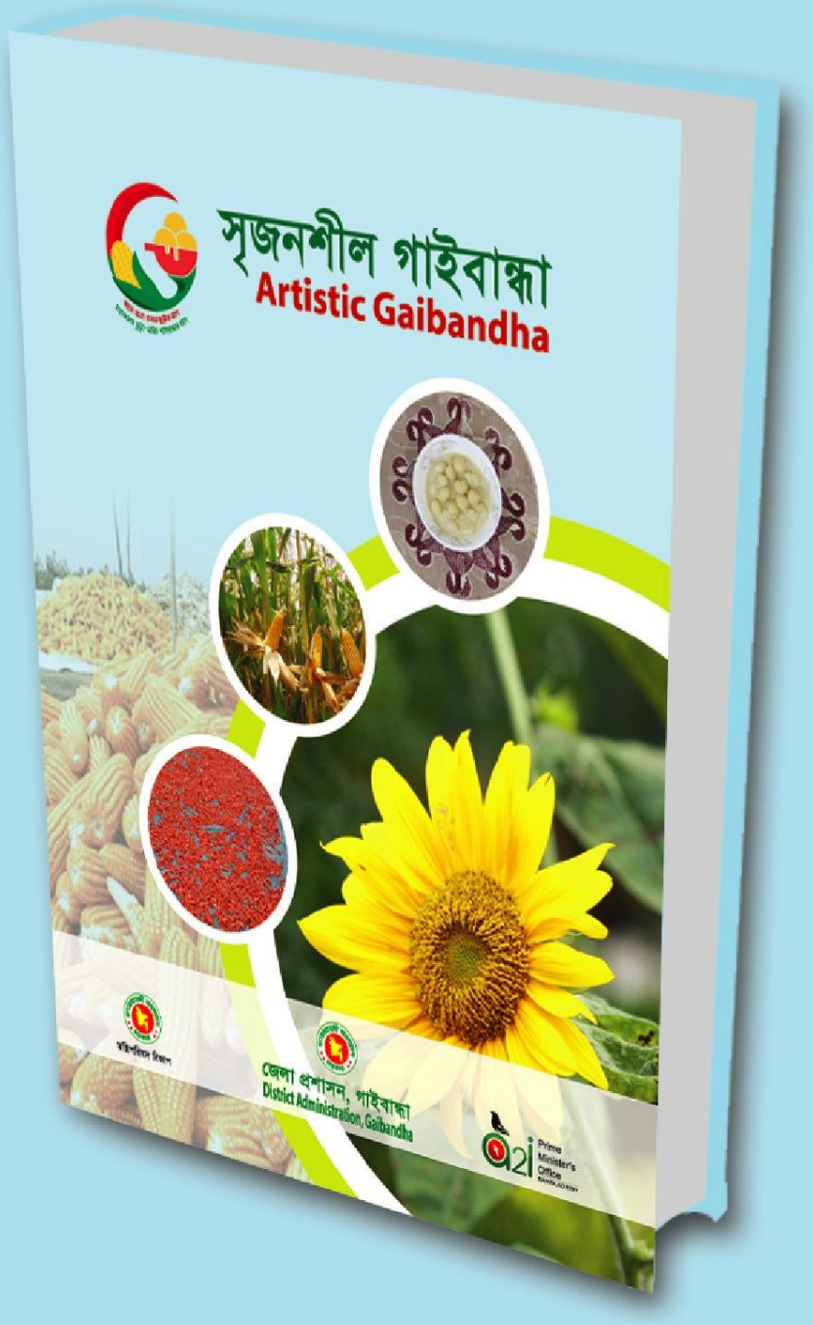
সৃজনশীল গাইবান্ধা
Artistic Gaibandha
জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা
District Administration, Gaibandha
a2i
Prime Minister's Office